Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/172 37

কল্কির আবির্ভাব আসন্ন

ও

কতিপয় দিব্য দর্শন

3/335

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র

বেলুড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত 'কল্কিগীতা' সম্বন্ধে কলিকাতার প্রসিদ্ধ মাসিক 'প্রবর্ত্তক' প্রত্রিকার ১৩৬৯ চৈত্র সংখ্যায় নিম্নোক্ত মন্তব্য বাহির হইয়াছে। —"ধর্মগ্রন্থের রচয়িতারূপে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সারা বাংলায় সুপরিচিত। প্রায় পঞ্চাশখানি ইংরাজী বাংলা গ্রন্থের প্রণেতা তিনি। আলোচ্য পুস্তকে কল্কির আবির্ভাব সম্বন্ধে তিনি একটি অদ্ভুত সংবাদ পরিবেশন করেছেন। দশাবতারের আবির্ভাব কথা মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবতাদি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। কৃষ্ণ পর্য্যন্ত নয় অবতার ইতোমধ্যেই আবির্ভূত হয়েছেন। একমাত্র অনাগত অবতার কল্কি। বাংলার ভক্ত কবি জয়দেব দ্বাদশ শতকে গেয়েছেন, 'কেশব ধৃত কল্কিশরীর, জয়জগদীশ হরে।' আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে কোটি কোটি হিন্দু কল্কি-কথা জানেন, ও তাঁর আবির্ভাবে বিশ্বাসী। সুপণ্ডিত গ্রন্থকার নানা শাস্ত্রে উল্লিখিত কল্কি কাহিনী সংগ্রহ পূর্ব্বক দেখিয়েছেন, অনাগত অবতারের আবির্ভাব আসন্ন। মাকড়দহের সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনেছেন, আগামী ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভগবান কল্কিরূপে মথুরায় অবতীর্ণ হবেন। সাধক যেমন উর্দ্ধভূমিতে আরোহনার্থ তপস্যা করেন, তেমনই ভগবানকেও অবতরণার্থ তপস্যা করিতে হয়। কল্কিদেব অবতরণের পূর্ব্বে কোথায় কিভাবে প্রস্তুত করছেন, সেই আশ্চর্য্য কাহিনীও এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। বাইশ বৎসর পরে ভগবান অবতীর্ণ হবেন। এই কথা সহজে বিশ্বাস্য নয়। রাম ও কৃষ্ণজন্মের বহুপূর্ব্বে বাল্মিকীও তাঁদের আগমনী গেয়েছিলেন। গ্রন্থকার শাস্ত্রীয় প্রমাণসহকারে নিজের ধারণা ও উপলব্ধির আলোকে অনাগত কল্কি অবতারের কথা কহিয়াছেন। প্রচ্ছদপটে কল্কি ও তাঁর সেনাপতির আকৃতি অঙ্কিত। অবিশ্বাসীও এই চিত্তাকর্ষক পুস্তকখানি উপন্যাস বা উপাখ্যানরূপে পড়িতে পারেন। কৌতূহলবশেও এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে আনন্দ ও চিন্তার খোরাক মিলিবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্কির আবির্ভাব আসন্ন

ও

কতিপয় দিব্য দর্শন

PRESENTED
LIBRARY
No. 3/335
Shri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS

কল্কিদাস

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র

বেলুড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
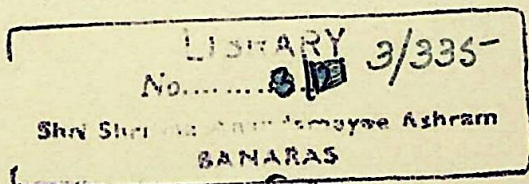
প্রকাশক
শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্ত্তী বি. ই.
শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
২১১এ গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়
পোঃ—বেলুড়মঠ, জেলা—হাওড়া

প্রথম প্রকাশ—১৩৭০—১১০০
মূল্য—এক টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীতারাচাঁদ পান
বাণী মুদ্রিকা
৩১, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

প্রস্তাবনা

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে দুইটি নিবন্ধ প্রকাশিত হইল। প্রথম নিবন্ধ মৎপ্রণীত Kalki comes in 1985 নামক ইংরাজী পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ের আক্ষরিক অনুবাদ। ইহাতে কল্কির আবির্ভাব সম্বন্ধে মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, দেবীভাগবত, ভবিষ্যপুরাণ, কল্কিপুরাণ, গরুড়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, বিষ্ণুধর্মোত্তর, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, জৈনহরিবংশ প্রভৃতি শাস্ত্রের উক্তি অনুবাদ সহ সংগৃহীত এবং সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দের এই ভবিষ্যদ্বাণী উল্লিখিত :—

"একুশ বৎসর পরে ১৩৯২ সালে বৈশাখী শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে ভগবান কল্কিদেব উত্তরপ্রদেশে মথুরায় অবতীর্ণ হবেন।"

হে পাঠক! ইহা বিশ্বাস কর এবং একমাত্র অনাগত অবতারের প্রতীক্ষায় থাক। বর্তমান দুঃসময়ে ইহা অপেক্ষা শুভবার্তা আর কি হইতে পারে?

দ্বিতীয় নিবন্ধে কতিপয় দিব্যদর্শন বিবৃত। গীতোক্ত দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইলে এই সকল অদ্ভুত দর্শন সাধক বা সাধিকা লাভ করেন। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে আজ্ঞাচক্র অবস্থিত। যোগশাস্ত্র অনুসারে কুণ্ডলিনী আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করিলে বা তদূর্দ্ধে উঠিলে দিব্যচক্ষু বা দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়। মন্ত্রচৈতন্য সহকারে প্রকৃতিগত বা সংস্কারসম্মত ইষ্ট মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক যোগমার্গে সাধন করিলে প্রত্যেকেই দিব্যচক্ষু লাভ করিতে পারেন।

এই সূক্ষ্ম দৃষ্টিদ্বারা সিদ্ধ সাধক সূক্ষ্ম জগত দেখিতে পান এবং নানা দেবদেবী ও মুনি ঋষি সন্দর্শনলাভে ধন্য হন। দিব্য দৃষ্টি লাভ না হইলে ধর্মের স্বরূপ বুঝা যায় না বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। এই বিষয়ে ধর্মানুরাগী নরনারীগণের মনযোগ আকর্ষণ করার জন্য কয়েকটি দিব্যদর্শন প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তিকা মৎপ্রণীত কল্কিগীতা ও দিব্যদৃষ্টি গ্রন্থদ্বয়ের ভূমিকা রূপে পঠিতব্য। পূর্ব্বোক্ত ইংরাজী পুস্তকের আদ্যোপান্ত অনুবাদ অদূর ভবিষ্যতে বাহির হইবে। বেলুড় ধর্মচক্রের সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী সরস্বতীর চতুর্থ বার্ষিক জন্মোৎসব স্মরণার্থে এই পুস্তিকা প্রকাশিত হইল। ২০ শে নভেম্বর ১৯৬৩ বুধবার প্রাতঃকালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানযোগে শুনিলাম, মুনিবর নন্দীশ্বর আমাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "তুমি কল্কিদাস। তুমি কল্কিলীলা প্রচার করছ ও কল্কিদেব তোমার মন্দিরে দিব্যদেহে লীলা করছেন। চিরকাল তুমি কল্কিদাস নামে স্মরণীয় থাকবে।" সেইজন্য স্বীয় নামের সহিত 'কল্কিদাস' যোগ করিলাম। পরিশিষ্টে অষ্টাদশ যোগচক্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও অষ্টাদশ সিদ্ধ মন্ত্র প্রদত্ত এবং সর্ব্বশেষে দুই শতাধিক সিদ্ধ মন্ত্র সংগৃহীত। অলমিতি

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
কল্কিদাস

২২ ডিসেম্বর, ১৯৬৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

ওঁ ভগবতে কল্কিদেবায় নমঃ

এক

কল্কির আবির্ভাব আসন্ন

হিন্দুশাস্ত্রে নিম্নলিখিত দশাবতারের মহিমা কীর্তিত—হংস, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ ও কল্কি। তন্মধ্যে প্রথম নয় অবতার ইতিমধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন এবং একমাত্র অনাগত অবতার কল্কি আবির্ভূত হবেন। কখন কল্কি আসবেন, এই সম্বন্ধে নানাশাস্ত্রের উক্তি নিম্নে সংকলিত হইল। কল্কির আবির্ভাব সর্বপ্রথম মহাভারতের বনপর্বে ১৬১ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত শ্লোক সমূহে উল্লিখিত :—

কল্কি বিষ্ণুযশা নাম দ্বিজঃ কাল প্রচোদিতঃ ॥ ৯২
উৎপৎস্যতে মহাবীর্য্যো মহাবুদ্ধি পরাক্রমঃ।
সম্ভূতঃ সম্ভল গ্রামে ব্রাহ্মণাবসথে শুভে ॥ ৯৩
মনসা তস্য সর্বাণি বাহনান্যায়ুধানি চ।
উপস্থাস্যন্তি যোধাশ্চ শাস্ত্রাণি কবচানি চ ॥ ৯৪
সঃ ধর্মবিজয়ী রাজা চক্রবর্তী ভবিষ্যতি।
স চেমং সং কুলং লোকং প্রসাদমু অনেষ্যতি ॥ ৯৫
উত্থিতো ব্রাহ্মণো দীপ্তঃ ক্ষয়ান্তকৃৎ উদারধীঃ।
সংক্ষেপকোহি সর্বস্য যুগস্য পরিবর্তকঃ ॥ ৯৬
স সর্বত্র গতান্ ক্ষুদ্রান্ ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ।
উৎসাদয়িষ্যতি তদা সর্বম্লেচ্ছগণান্ দ্বিজঃ ॥ ৯৭
ততশ্চোরক্ষয়ং কৃত্বা দ্বিজেভ্যঃ পৃথিবীমিমাম্।
বাজিমেধে মহাযজ্ঞে বিধিবৎ কল্পয়িষ্যতি ॥ ৯৮
স্থাপয়িত্বা চ মর্য্যাদাঃ স্বয়ম্ভু বিহিতাঃ শুভাঃ।
বনং পুণ্যযশঃ কর্মা রমণীয়ং প্রবেক্ষ্যতি ॥ ৯৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তচ্ছীলমনুর্বৎসন্তি মনুষ্যা লোকবাসিনঃ ।
বিপ্রৈশ্চৌরক্ষয়ে চৈব কৃতে ক্ষেমঃ ভবিষ্যতি ॥ ১০০
কৃষ্ণাজিনানি শক্তীশ্চ ত্রিশূলান্যায়ুধানি চ ।
স্থাপয়ন্ দ্বিজশার্দূলো দেশেষু বিজিতেষু চ ॥ ১০১
সংস্তূয়মানো বিপ্রেন্দ্রৈর্মানয়ানো দ্বিজোত্তমান্ ।
কল্কিশ্চরিষ্যতি মহীং সদা দস্যুবধে রতঃ ॥ ১০২

উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর সারার্থ দিতেছি :—

"মহাত্মা বিষ্ণুযশার পুত্ররূপে ভগবান কল্কিদেব আবির্ভূত হইবেন। তিনি মহাবীর, বুদ্ধিমান, শক্তিশালী অবতার। তৎপিতা বিষ্ণুযশা সম্ভল গ্রামের অধিবাসী। উক্ত গ্রামে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণগণই বাস করেন। কল্কির ইচ্ছামাত্র বিবিধ বাহন, আয়ুধ, কবচ, শস্ত্র ও যোদ্ধা উপনীত হইবেন। তিনি ধর্মবিজয়ী ধর্মসম্রাট হইবেন। এই উদার বুদ্ধি ব্রাহ্মণকুমার যুগচক্র পরিবর্তন করিবেন এবং সর্বত্র ম্লেচ্ছনিধনে ব্যাপৃত থাকিবেন। চৌরক্ষয়ান্তে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্বক তিনি সমগ্র পৃথিবীতে সনাতন আর্য্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবেন। দিব্যকর্ম সমাপনান্তে তিনি রমণীয় মহারণ্যে প্রস্থান করিবেন। তৎপ্রবর্ত্তিত মোক্ষধর্ম বিশাল ভারতে ও সমগ্র পৃথিবীতে দীর্ঘকাল প্রভাবশালী হইবে। ধর্মযুদ্ধে বিজয়ী হইয়া এই নরব্যাঘ্র বিজিত দেশসমূহে ধর্মগুরু রূপে সম্পূজিত হইবেন। কল্কিধর্মই অবশিষ্ট কলিযুগে যুগধর্ম রূপে পরিগণিত হইবে"।

মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ ব্যাসদেব কর্তৃক বিরচিত। মহাভারতের শ্লোকাবলী অনুবাদ সহ উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নে বিষ্ণুপুরাণের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। ইহাতেও কল্কির আবির্ভাব উল্লিখিত। এই মহাপুরাণের চতুর্থ অংশে চতুর্বিংশ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত গদ্যাংশ পাওয়া যায় :—

"শ্রৌত স্মার্ত ধর্মে বিপ্লবমত্যন্তমুপাগতে ক্ষীণপ্রায়ে চ কলাবশেষ জগৎ স্রষ্টুশ্চরাচর গুরোরাদিমধ্যান্তময়স্য সর্বময়স্য ব্রহ্মময়স্যাত্মস্বরূপিণো ভগবতো বাসুদেবস্যাংশঃ সম্ভলগ্রামপ্রধানব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশসো গৃহে অষ্টগুণর্ধিসমন্বিতঃ কল্কি-রূপী, জগত্যত্রাবতীর্য্য সকল ম্লেচ্ছ দস্যু দুষ্টাচরণচেতসমশেষনামপরিছিন্ন মাহাত্ম্য শক্তিঃ ক্ষয়ং করিষ্যতি।" ॥ ২৬

ইহার অর্থ :—

এই রূপে ক্ষীণপ্রায় শ্রৌত ও স্মার্ত হিন্দুধর্ম অত্যন্ত বিপ্লব প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY PRESENTED শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

যাঁহার কলাবশেষ মাত্র, যিনি চরাচর বিশ্বের গুরু ও আদি ও অন্ত, যিনি সর্বময়, ব্রহ্মময় ও পরমাত্মস্বরূপ, সেই ভগবান বিষ্ণু সম্ভল গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার গৃহে অষ্টৈশ্বর্য্য সম্পন্ন কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সকল ম্লেচ্ছ, দস্যু ও দুরাত্মাকে বিনাশ করিবেন। ঐ কল্কিরূপী ভগবানের মহিমা ও মহাশক্তি সর্বদা ও সর্বত্র অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

বিষ্ণু পুরাণের তৃতীয় অংশে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৭ শ্লোকে আছে :—

বেদাংস্তু দ্বাপরে ব্যাসঃ কলেরন্তে পুর্নহরিঃ।
কল্কিস্বরূপী দুর্বৃত্তান্ মার্গে স্থাপয়তি প্রভুঃ॥

সেই হরি পূর্বোক্ত প্রকারে ব্যাসমূর্ত্তিতে বেদ বিভাগ করিয়া পশ্চাৎ কলি যুগের শেষভাগে কল্কিরূপ গ্রহণপূর্বক দুর্বৃত্তগণকে সন্মার্গে চালিত করিবেন।

উদ্ধৃতাংশের ব্যাখ্যায় টীকাকার শ্রীধর স্বামী মন্তব্য করেন :—

"কলেরন্তে কল্ক্যবতারেণ সত্যযুগপ্রবৃত্তিমাহ, শ্রৌত স্মার্তেত্যাদিনা। আদিময়স্য সর্বকারণরূপস্যান্তময়স্য নিষেধাবধি ভূতস্য অতএব সর্বময়স্য নিখিল কার্য্যময়স্য। ততো বিকারাদি প্রাপ্তাবাহ, ব্রহ্মময়স্য অষ্টগুণর্ধিসমন্বিতঃ।

অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং বশিতা তথা।
অত্রকামাবসায়িত্বং মহিমেতি গুণাষ্টকম্॥
ইতি প্রোক্তগুণযুক্তঃ। অন্যে ত্বন্যথা গুণাষ্টকং বদন্তি।
অণিমা মহিমা চৈব লঘিমা গরিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ প্রাকাম্যং কামমেব চ॥ ইতি।"

উদ্ধৃত টীকাংশের সারমর্ম দিতেছি :—

পুরাণকার ব্যাসদেব ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন, কিরূপে কল্কিদেবের আবির্ভাবে কলিযুগের শেষভাগে পুনরায় সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইবে। কল্কিদেব সর্বকার্য্য ও সর্বকারণের আদিভূত ও লয় স্থান, সর্বময়, ব্রহ্মময় ও অষ্টঋদ্ধিযুক্ত। অষ্টঋদ্ধি যথা—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিতা, অত্রকামবসায়িত্ব ও মহিমা ইত্যাদি। অন্য শাস্ত্রে অষ্টঋদ্ধি নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত—অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, প্রাকাম্য ও কাম।

বিষ্ণুপুরাণের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতও স্পষ্টভাবে বলেন যে, ভগবান কল্কিদেব উল্লিখিত অষ্টঋদ্ধি সমন্বিত হইয়া অবতীর্ণ হইবেন, এবং তাঁহার দিব্যকর্ম সম্পাদনার্থ ঐ সকল ঐশ্বর্য্য ব্যবহার করিবেন। তৎপূর্ববর্ত্তী অবতারদ্বয়, রাম ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণ, অষ্টৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াও কার্যকালে তৎসমুদয় ব্যবহার করেন নাই। রামায়ণে আছে, যখন রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়ালে থাকিয়া রামের সহিত যুদ্ধ করেন, তখন রাম অণিমাসম্পন্ন হইয়াও অনুতুল্য ক্ষুদ্রমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন না। ইহার ফলে রাম, লক্ষণ ও সুগ্রীবাদি বীর যোদ্ধবৃন্দ ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক নাগপাশে আবদ্ধ হন, এবং নাগশত্রু গরুড় আসিয়া তাহাদিগকে নাগপাশ হইতে মুক্ত করেন। মহাভারতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাবধি অষ্টঋদ্ধি সমন্বিত হইয়াও জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধকালে সেই শক্তি ব্যবহার করেন নাই। এই হেতু তিনি জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধে পর পর আঠারবার পরাস্ত হন। কিন্তু কল্কি কলিমল বিনাশার্থ অষ্টঋদ্ধি ব্যবহার করিবেন।

দত্তাত্রেয় বিরচিত 'যোগরহস্য' গ্রন্থে পূর্বোক্ত অষ্টৈশ্বর্য্য এই ভাবে বিবৃত :—

অণিমা লঘিমা চৈব মহিমা প্রাপ্তিরেব চ।
প্রাকাম্যশ্চ তথেশিত্বং বশিত্বং চ তথাপরম্॥
যত্রকামাবশায়িত্বং গুণানেতাং তথৈশ্বরান্ ।
প্রাপ্নোত্যষ্টৌ নরব্যাঘ্রঃ পরং নির্বাণ সূচকম্॥

উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের অনুবাদ দিতেছি :—

যোগসাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে নরব্যাঘ্র সিদ্ধযোগী নির্বাণসূচক অষ্টসিদ্ধির অধিকারী হন। যোগসূত্রের বিভূতিপাদে ৪৫ সূত্র এইরূপ—ততো অণিমাদি প্রাদুর্ভাব কায়সম্পৎ তদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ। এই সূত্রের ব্যাস ভাস্য উদ্ধৃত হইল—"তত্রাণিমা ভবত্যনুঃ লঘিমা লঘুর্ভবতি, মহিমা মহান ভবতি,প্রাপ্তিঃ অঙ্গুল্যগ্রেণাপি স্পৃশতি চন্দ্রমসং, প্রাকাম্যং ইচ্ছানভিঘাতঃ ভূমাবুন্মজ্জতি নিমজ্জতি যথোদকে, বশিতং ভূতভৌতিকেষু বশী ভবতি অবশ্যশ্চান্যেষাম্ ঈশিতৃত্বং তেষাং প্রভবাপ্যয়-ব্যুহানাভীষ্টে যত্র কামাবসায়িত্বং সত্যসংকল্পতা। যথা সংকল্পস্তথা ভূতপ্রকৃতীনাম বস্থানম্। ন চ শক্তেঽপি পদার্থ বিপর্যাসং করোতি কস্মাৎ অন্যস্য যত্র কামা-বসায়িনঃ পূর্বসিদ্ধস্য তথাভূতেষু সংকল্পাদিতি ·তান্যষ্টা বৈশ্চর্য্যানি।"

উদ্ধৃত যোগসূত্র ও উহার ব্যাসভাষ্যের সারমর্ম্ম দিতেছি :—

যখন যোগী পঞ্চভূত বশীভূত করেন, তখন তিনি অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি ও দৈহিক সৌন্দর্য্য প্রভৃতি কায়সম্পৎ প্রাপ্ত হন, এবং পঞ্চভূত তাঁর স্থূলদেহের বা সূক্ষ্মদেহের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। অনুতুল্য ক্ষুদ্রদেহ ধারণের শক্তিকে অণিমা বলে। শুষ্ক পত্র বা পাখীর পালকের মত লঘু হওয়া ও হাওয়ায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উড়ার শক্তিকে লঘিমা বলে। মহিমা সিদ্ধিবলে যোগী অতি বৃহৎ দেহ ধারণে সমর্থ হন। দূরস্থ চন্দ্র, সূর্য্য বা নক্ষত্রকে অঙ্গুলাগ্র দ্বারা স্পর্শ করার শক্তিকে প্রাপ্তি বলে এবং প্রাকাম্যসিদ্ধ যোগীপুরুষের ইচ্ছাশক্তি সর্বত্র অব্যাহত থাকে। উক্ত সিদ্ধিবলে যোগী ডুবুরীবৎ গভীর জলে ডুবিতে ও স্থলে উঠিতে পারেন। বশিত্ব শক্তির দ্বারা সিদ্ধযোগী পঞ্চভূত ও পাঞ্চভৌতিক সর্ববস্তুকে বশীভূত করেন এবং কদাপি তৎ সমূহদ্বারা পরাজিত হন না। ঈশিত্ব বলে সিদ্ধযোগী পঞ্চভূত ও পাঞ্চভৌতিক সর্ববস্তু সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতে পারেন। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বা ইচ্ছাশক্তির অব্যাহতত্বকে কামবসায়িত্ব বলে। সিদ্ধযোগী যে সঙ্কল্প করেন, তাহা জড় জগৎ অচিরে পূর্ণ করে। যদিও তিনি সর্বশক্তির অধিকারী হন, তথাপি তিনি জড়জগতে বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিতে চাহেন না।

বেদব্যাস বিরচিত দেবীভাগবতের নবম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে কল্কিদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোকত্রয় দৃষ্ট হয়।

এবং কলৌ সম্প্রবৃত্তে সর্বং ম্লেচ্ছময়ং ভবেৎ।
বিপ্রস্য বিষ্ণুযশসঃ পুত্রঃ কল্কির্ভবিষ্যতি॥
নারায়ণ কলাংশশ্চ ভগবান বলিনাং বরঃ।
দীর্ঘেণ করবালেন দীর্ঘঘোটক বাহনঃ॥
ম্লেচ্ছশূন্যাঞ্চ পৃথিবীং ত্রিরাত্রেণ করিষ্যতি।
নির্ম্লেচ্ছাং বসুধাং কৃত্বা চান্তর্ধানং করিষ্যতি॥

উদ্ধৃত শ্লোকত্রয়ের সরলার্থ দিতেছি।—

এইরূপে কলিযুগ সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলে সকলে নাস্তিক হইবে। তখন বিপ্রবর বিষ্ণুযশার পুত্র রূপে ভগবান নারায়ণের কলাংশে কল্কিদেব অবতীর্ণ হইবেন। বীরবর কল্কিদেব শ্বেতাশ্বে আরোহণ করিয়া সুদীর্ঘ শাণিত তরবাল ধরিয়া, ত্রিরাত্র মধ্যেই পৃথিবীকে ম্লেচ্ছশূন্য করিবেন। তিনি বসুমতি ম্লেচ্ছশূন্য করিয়া অন্তর্হিত হইবেন।

বেদব্যাস বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কল্কিদেবের আবির্ভাব সূচক নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক পঞ্চক পাওয়া যায়।

ইত্থং কলৌ গতপ্রায়ে জনেষু খরধর্মিষু।
ধর্মত্রাণায় সত্ত্বেন ভগবানবতরিষ্যতি॥
চরাচর গুরোর্বিষ্ণুরীশ্বরস্যাখিলাত্মনঃ।
ধর্মত্রাণায় সাধুনাং জন্মকর্মাপনুত্তয়ে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভল গ্রাম মুখ্যস্ত ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥
অশ্বমাশুগমারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতিঃ।
অসিনাসাধুদমনমষ্টৈশ্বর্য্য গুণান্বিতঃ ॥
বিচরন্নাশুনা ক্ষৌণ্যাং হয়েন প্রতিমদ্যুতি।
নৃপলিঙ্গচ্ছদো দস্যূন্ কোটিশোঃ নিহনিষ্যতি ॥

উল্লিখিত পঞ্চশ্লোকের সরলার্থ দিতেছি :—

এইরূপে কলিযুগ গতপ্রায় হইলে নরনারীগণ ধর্মহীন হইবে। তখন ভগবান বিষ্ণু ধর্মরক্ষা ও ভক্তত্রাণের জন্য কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি অখিলাত্মা জগৎগুরু নারায়ণের অবতার। সাধুগণের পরিত্রাণ তাঁহার দিব্যকর্মের অঙ্গীভূত হইবে। সম্ভল গ্রামের প্রধান ব্রাহ্মণ মহাত্মা বিষ্ণুযশার গৃহে কল্কিদেব আবির্ভূত হইবেন। দেবদত্ত দ্রুতগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া তিনি অসিবলে অসাধু দমন করিবেন, এবং অষ্টৈশ্বর্য্য সমন্বিত হইবেন। তিনি আশুগামী অশ্বারোহণে পৃথিবীতে বিচরণপূর্বক রাজবেশধারী কোটি কোটি দস্যুকে নিহত করিবেন। তাঁহার অনুপম দিব্যমূর্তিতে ধরাবাসী বিমোহিত ও চমৎকৃত হইবে।

বিষ্ণুপুরাণ ও দেবীভাগবতের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতও অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম। ইহার প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে কল্কিদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক আছে :—

অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যু প্রায়েষু রাজসু।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ ॥

অনুবাদ—কলিযুগের সন্ধ্যাকালে রাজপুরুষগণ দস্যুপ্রায় হইবেন ও ভগবান কল্কিদেব বিষ্ণুযশার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।

বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থে কল্কিদেবের আবির্ভাব নিম্নোক্ত শ্লোকে উল্লিখিত :—

কলেরন্তে তু সংপ্রাপ্তে কল্কিনং ব্রহ্মবাদিনম্।
অনুপ্রবিশৎ কুরুতে বাসুদেবো জগৎস্থিতম্ ॥

অনুবাদ—কলিযুগের অন্তকাল উপস্থিত হইলে ভগবান বাসুদেব ব্রহ্মবাদী কল্কিদেবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া লোককল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইবেন।

জৈন হরিবংশে (১০।২।৫২) কল্কির কথা এই ভাবে উল্লিখিত :—

মুক্তিংগতে মহাবীরঃ প্রতিবর্ষ সহস্রকম্।
একৈকো জায়তে কল্কিঃ জৈনমত বিরোধকঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
ডাঃ শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

অনুবাদ—মহাবীর মুক্তিপ্রাপ্ত হইলে এক এক হাজার বৎসরের পরে জৈন-ধর্মবিরোধী এক এক কল্কি উৎপন্ন হইবেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে ৫৬—৫৯ পর্য্যন্ত শ্লোক সমূহে কল্কিদেবের আবির্ভাব নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত :—

এবং কলৌ সম্প্রবৃত্তে সর্বে ম্লেচ্ছাময়া ভবে॥
বিপ্রস্য বিষ্ণুযশসঃ পুত্রঃ কল্কি ভবিষ্যতি।
নারায়ণ কলাংশশ্চ ভগবান বলিনাং বলী॥
দীর্ঘেণ করবালেন দীর্ঘঘোটক বাহনঃ।
ম্লেচ্ছশূন্যাঞ্চ পৃথিবীং ত্রিরাত্রেন করিষ্যতি॥
নির্ম্লেচ্ছাং বসুধাং কৃত্বা অন্তর্ধানং করিষ্যতি।

অনুবাদ—এইরূপে কলিযুগ প্রাদুর্ভূত হইলে সকলে ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইবে ও দ্বিজবর বিষ্ণুযশার পুত্ররূপে কল্কি দেহধারণ করিবেন। ভগবান নারায়ণের কলাংশে কল্কি আবির্ভূত হইবেন এবং মহাবীর যোদ্ধারূপে অশ্বারোহণে তরবারি ধারণপূর্বক ত্রিরাত্রিতে পৃথিবীকে ম্লেচ্ছশূন্য করিবেন, এবং পৃথিবী ম্লেচ্ছশূন্য হইলে তিনি স্বস্থানে প্রত্যাগত হইবেন।

কোন পুরাণমতে বিষ্ণুযশা ও রেণুকা রাজপুত্র ও রাজকন্যা ছিলেন এবং বিষ্ণুকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। ইহার ফলে রাজকন্যা রেণুকা মহর্ষি জমদগ্নির সহিত ত্রেতাযুগে বিবাহিত হন এবং বিষ্ণুর খণ্ডশক্তি পরশুরামকে (দশাবতারের অন্যতম) পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। আর রাজপুত্র বিষ্ণুযশা কলিযুগের শেষভাগে বিষ্ণুর পূর্ণশক্তি কল্কিদেবকে পুত্ররূপে পাইবেন। শাস্ত্রবাক্য দুই তিন যুগ পরে বর্ণে বর্ণে সত্য হইতেছে।

ভবিষ্যপুরাণের তৃতীয় খণ্ডের ছাব্বিশ অধ্যায়ে কল্কিদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে বহু শ্লোক লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে নয় দশটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

ব্যাস উবাচ

তদা স ভগবান কল্কিঃ পুরাণ পুরুষোত্তমঃ।
দিব্যং বাজিনমারুহ্য খড়্গী বর্মী চ চর্মধৃক্॥
ম্লেচ্ছাং স্তান্ দৈত্য ভূতাংশ্চ হত্বা যোগং গমিষ্যতি॥
ষোড়শাব্দ সহস্রানি তদ্দ্বেষাগ্নি প্রতাপিতা।
ভস্মভূতা কর্মভূমি নির্জীবা ভবিতা তদা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতে কলিযুগে ঘোরে কর্ম্মভূমিং পুনর্হরিঃ।
কৃত্বা স্থলময়ীং রম্যাং যজ্ঞৈর্দেবান্ যজিষ্যতি॥
যজ্ঞভাগমুপাদায় দেবাস্তে বলসংযুতা।
বৈবস্বতং মনুং গত্বা কথয়িষ্যন্তি কারণম্॥
কল্কিনো বদনাজ্জাতো ব্রাহ্মণো বর্ণ এব হি।
বাহবাঃ ক্ষত্রং বিশো জান্বোঃ শূদ্রোবর্ণ স্তদংঘ্রয়োঃ॥
গৌরোরক্তস্তথাপীতঃ শ্যামস্তে ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
দেব্যাঃ শক্তিং সমাদায় জনিষ্যন্তি সুতান্ বহূন্॥
যদা তু ভগবান্ কল্কী ব্রহ্মসত্রং করিষ্যতি।
তদা বেদাশ্চ চত্বারো মূর্ত্তিমন্তশ্চ সাঙ্গবোঃ॥
অষ্টাদশ পুরাণৈশ্চ তত্রায়াষ্যন্তি হর্ষিতাঃ।
স্তোষ্যন্তি কল্কিনং দেবং পুরাণ পুরুষাংশকম্॥
স চ হংসো হরিঃ সাক্ষাৎ শতসূর্য্য সমপ্রভঃ।
শুভং প্রহ্লাদ প্রমুখাংস্তেজসা তাপয়িষ্যতি॥

অনুবাদ—ব্যাস বলিলেন: তখন ভগবান কল্কিদেব বিরাজ করিলেন। তিনি পরমাত্মা হইতে আবির্ভূত, দিব্য অশ্বে আরূঢ়, খড়গধারী বর্মাবৃত ও চর্মধারী। তিনি দৈত্যতুল্য ম্লেচ্ছগণকে বিনাশপূর্বক মহাসমাধি লাভ করিবেন। ষোল হাজার বৎসর তাঁহার রোষাগ্নিতে ম্লেচ্ছভূমি তাপক্লিষ্ট ও জনশূন্য হইবে। ভয়াবহ কলিযুগ গত হইলে কল্কিরূপী ভগবান এই পুণ্য ভূমিকে রমণীয় করিবেন, এবং দেবযজনে ব্যাপৃত হইবেন। ইহার ফলে দেবগণ যজ্ঞাংশ গ্রহণপূর্বক বলীয়ান হইয়া বৈবস্বত মনুসমীপে যাইয়া কারণ ব্যক্ত করিবেন। কল্কিদেবের মুখ হইতে ব্রাহ্মণগণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়গণ, জানুদ্বয় হইতে বৈশ্যগণ ও পদদ্বয় হইতে শূদ্রগণ উৎপন্ন হইবেন। ব্রাহ্মণগণ গৌরবর্ণ, রক্তবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ ও শ্যামবর্ণ দেহধারণপূর্বক দেবশক্তি সহায়ে বহুপুত্র উৎপাদন করিবেন। যখন ভগবান কল্কিদেব যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, তখন দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহণপূর্বক ষড়ঙ্গসহ চতুর্বেদ এবং অষ্টাদশ মহাপুরাণ হৃষ্টচিত্তে আসিবেন। তাঁহারা উপস্থিত হইয়া পরম পুরুষের অংশে আবির্ভূত ও শতসূর্য্যের জ্যোতিঃ সম্পন্ন সাক্ষাৎ হরি কল্কিদেবকে স্তব করিবেন। কল্কিতেজে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ও প্রহ্লাদ প্রমুখ দৈত্যগণ অভিভূত হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গরুড়পুরাণের পূর্বখণ্ডে ১৪৮ অধ্যায়ে, কল্কিদেবের আবির্ভাব নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ে উল্লিখিত :—

কল্কি বিষ্ণুশ্চ ভবিতা সম্ভল গ্রামকে পুনঃ।
অশ্বারূঢ়োঽখিলান্ লোকাংস্তদা ভীতান্ করিষ্যতি॥
এবং স ভগবান ব্যাস ধর্মসংরক্ষনায় চ।
দুষ্টানাং চ বধার্থায় অবতারং করিষ্যতি॥

অনুবাদ—বিশ্বপিতা বিষ্ণু কল্কিরূপে সম্ভল গ্রামে আবির্ভূত হইয়া অশ্বারোহণ পূর্বক মর্তলোক চমৎকৃত করিবেন। এইরূপে ভগবান ধর্মরক্ষণ ও দুষ্টদমনের জন্য অবতীর্ণ হইবেন।

অগ্নিপুরাণের ষোড়শ অধ্যায়ে পঞ্চম হইতে দশক শ্লোক পর্য্যন্ত কল্কির আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে :—

সর্বে কলি যুগান্তে তু ভবিষ্যন্তি চ সংকরাঃ॥
দস্যবঃ শীলহীনাশ্চ বেদো বাজমনেয়কঃ।
দশপঞ্চ চ শাখাবৈ প্রমাণেন ভবিষ্যতি॥
ধর্মকঞ্চুক সংবীতা অধর্মরুচয়স্তথা।
মানুষান্ ভক্ষয়িষ্যন্তি ম্লেচ্ছান্ পার্থিবরূপিনঃ॥
কল্কি বিষ্ণুযশঃ পুত্রো যাজ্ঞবল্ক্য পুরোহিতঃ।
উৎসাদয়িষ্যতি ম্লেচ্ছান্ গৃহীতাস্ত্র কৃতায়ুধঃ॥
স্থাপয়িষ্যতি মর্য্যাদাং চাতুর্বর্ণে যথোচিতাম্।
আশ্রমেষু চ সর্বেষু প্রজা সদ্ধর্মবর্ত্মনি॥
কল্কিরূপং পরিত্যজ্য হরিঃ স্বর্গং গমিষ্যতি।
তথা কৃতযুগং নাম পুরাবৎ সম্ভবিষ্যতি॥

অনুবাদ—কলিযুগের শেষভাগে চতুর্বর্ণের সংমিশ্রন ঘটিবে এবং সকলে দস্যুতুল্য আচারভ্রষ্ট হইবে এবং চতুর্বেদের শাখাসমূহ বিলুপ্ত হইবে। মানুষের ধর্মরুচি থাকিবেনা ও অধর্মে রুচি হইবে। রাজপুরুষগণ দুর্নীতি পরায়ণ হইবে। বিষ্ণুযশার পুত্ররূপে কল্কি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রেরণায় অস্ত্রবলে ম্লেচ্ছকুলের উচ্ছেদসাধন করিবেন। তিনি চতুর্বর্ণকে পুনরায় যথোচিত মর্য্যাদা প্রদান করিবেন। তাঁহার প্রভাবে চতুরাশ্রমবাসিগণ পুনরায় সদ্ধর্মবর্তী হইবে। দিব্যকর্ম সমাপনান্তে ভগবান কল্কিমূর্তি পরিত্যাগপূর্বক বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিবেন এবং পৃথিবীতে পুনরায় সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন মৎস্যপুরাণ, কূর্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ ও বামনপুরাণ গ্রন্থে এক এক অবতারের লীলা কাহিনী বিবৃত, তেমনি কল্কিপুরাণে একমাত্র অনাগত অবতার কল্কিদেবের ভাবীলীলা কীর্তিত।

ভবিষ্যপুরাণের উত্তরপর্বে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথনে দশাবতার ব্রত ব্যাখ্যাত। উক্ত ব্রত উপবাসমূলক ও পাপনাশক। কল্কিশব্দ পুংলিঙ্গ ও এই ভাবে নিষ্পন্ন হয়। কল্ক অর্থে কলিকলুষ। যিনি কলিকলুষ নাশ করেন, বা যাহার চিন্তায় কলিমল বিনষ্ট হয়, তিনিই কল্কি বা কল্কী।

পশ্চিমবঙ্গের ভক্তকবি জয়দেব কর্তৃক দ্বাদশ শতকে রচিত দশাবতার স্তোত্রে এই কল্কিস্তব দৃষ্ট হয় :—

ম্লেচ্ছ নিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং।
কেশবধৃত কল্কিশরীর জয়জগদীশ হরে॥

অনুবাদ—হে কল্কিদেব, আপনি ভগবান বিষ্ণুর দশম অবতার, ম্লেচ্ছ সমূহ বিনাশার্থ আপনি শিবদত্ত তরবারি ও ধূমকেতুতুল্য রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন। হে জগদীশ, আপনাকে সভক্তি প্রণাম করি।

শঙ্করাচার্য্য বিরচিত দশাবতার স্তোত্রে নিম্নলিখিত কল্কিস্তুতি পাওয়া যায় :—

দুরাপার সংসার সংহারকারী
ভবত্যশ্বচার কৃপাণ প্রহারী।
মুরারির্দশাকার ধারীহ কল্কীঃ
করোতু দ্বিষাং ধ্বংসনং বঃ স কল্কীঃ॥

অনুবাদ—হে ভগবান কল্কি, যে সংসার সমুদ্র অতিকষ্টে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহা আপনি অনায়াসে বিনাশ করেন। আপনি বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম। কৃপাপূর্বক আপনি অশ্বারোহণে ও কৃপাণধারণে আমাদের সর্বশত্রু নাশ করুন।

যদি ইহা নিশ্চিত হয় যে উক্ত স্তব আচার্য্য শঙ্কর কর্তৃক রচিত, তাহা হইলে উহার রচনাকাল নবম শতক হইবে। ইহার কারণ, শঙ্করাচার্য্য জয়দেবের তিন চার শত বর্ষ পূর্বে আবির্ভূত হন।

আর একটি দশাবতার স্তোত্র কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়। ইহার মধ্যে নিম্নোক্ত কল্কিস্তব আছে :—

কল্পাবসানে তুরগাধিরূঢ়ো সংঘট্টয়ামাস নিমেষমাত্রাৎ।
যস্তেজসা নির্দহতাতি ভীমঃ স্তুং কল্কিনং বিশ্বপতিং ভজাম॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ—যিনি কলিশেষে আবির্ভূত হইয়া শ্বেতাশ্ব বাহনে মুহূর্তমধ্যে কল্কিমল দগ্ধীভূত করিবেন, সেই ভীমমূর্ত্তি বিশ্বপতি কল্কিদেবকে ভজনা করি।

কাশ্মীরের মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র দশাবতার সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় একখানি সুললিত পদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি জয়দেবের কনিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন। উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থে ক্ষেমেন্দ্র ৪১টি শ্লোকে কল্কিলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে কল্কি শব্দের পরিবর্তে কর্কি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎ কর্তৃক কল্কিস্তব নিম্নোক্ত ভাবে লিখিত :—

তস্মিন্ কালে নিরালোকে লোকে পাপতমোদয়ে।
উৎপৎস্যত্যেহর্কসংকাশঃ শিশুঃ কর্কিকুলে দ্বিজঃ॥
বিষ্ণুর্ভূভার শান্ত্যর্থো সোহথ বিষ্ণুযশাঃ ক্ষিতৌ।
চরিষ্যত্যশ্বমারুহ্য ম্লেচ্ছসংক্ষয়দীক্ষিতঃ॥

অনুবাদ—কলিযুগের শেষপ্রান্তে যখন বসুন্ধরা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে, তখন কর্কিকুলে সূর্য্যবৎ সমুজ্জল দ্বিজ শিশু কল্কিদেব উৎপন্ন হইবেন। তিনি বিষ্ণুর পূর্ণাংশে বিষ্ণুযশার পুত্ররূপে ধরাতলে আবির্ভূত হইবেন এবং ভূভার হরণে ও ম্লেচ্ছ নিধনে সুদৃঢ় সংকল্প লইয়া অশ্বারোহণে সমগ্র পৃথিবী বিচরণ করিবেন।

দেবী ভগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে চতুর্থ হইতে চতুর্দ্দশ পর্য্যন্ত দশ শ্লোকে আর একটি দশাবতার স্তোত্র দৃষ্ট হয়। উক্ত স্তোত্রে কল্কিদেব এইভাবে সংস্তুত হইয়াছেন :—

ম্লেচ্ছ প্রায়েঽখিলে লোকে দুষ্ট রাজন্য পীড়িতে।
কল্কিরূপং সমাদধৌ দেবদেবায় নমঃ॥

অনুবাদ—যখন নিখিল পৃথিবী ম্লেচ্ছ পূর্ণ হইবে ও নাস্তিক শাসকগণ দেশ শাসন করিবেন, তখন ভগবান বিষ্ণু কল্কিমূর্ত্তি ধারণপূর্বক নাস্তিক বিনাশ ও সদ্ধর্ম স্থাপন করিবেন।

হরিবংশের দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ে কল্কির আবির্ভাব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক পাওয়া যায় :—

কল্কি বিষ্ণুযশা নাম সম্ভল গ্রামকো দ্বিজঃ।
সর্বলোক হিতার্থায় ভূয়শ্চোৎপৎস্যতে প্রভুঃ॥
দশমো ভাব্যসম্পন্নো যাজ্ঞবল্ক পুরঃ সরঃ।
ক্ষপয়িত্বা চ তান্ সর্বান্ ভাবিনার্থেন চোদিতান্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে নিষ্ঠাং প্রাপ্স্যতি সানুগঃ।
ততঃ কুলে ব্যতীতে তু সামাত্যে সহসৈনিকে ॥
নৃপেষ্বথ প্রনষ্টেষু তদা ত্বপগ্রহাঃ প্রজাঃ।
ক্ষণেন নিবৃ্ত্তে চৈব হত্বা চান্যোন্যমাহবে ॥
পরস্পর হৃতস্বাশ্চ নিরাক্রন্দাঃ সুদুঃখিতাঃ।
এবং কষ্টমনুপ্রাপ্তাঃ কলি সন্ধ্যাংশকে তদা ॥
প্রজা ক্ষয়ং প্রযাস্যন্তি সার্দ্ধং কলিযুগেন হ।
ক্ষীণে কলিযুগে তস্মিংস্ততঃ কৃতযুগং পুনঃ ॥

অনুবাদ—দশম অবতারে ভগবান নারায়ণ পুনরায় লোকহিতার্থ সম্ভল নামক গ্রামে দ্বিজবর বিষ্ণুযশার ভবনে কল্কি নামে অবতীর্ণ হইবেন। উক্ত অবতারে যাজ্ঞবল্ক্য পুরঃসর কল্কিদেব বৌদ্ধদিগের সহিত প্রথমতঃ বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভ করিবেন। অনন্তর তিনি যুদ্ধে তাহাদিগকে বিনাশান্তে গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থলে সহচরবর্গের সহিত মহাপ্রস্থান করিবেন। পরে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইয়া রাজা প্রজা অমাত্য ও সৈনিককুল নিঃশেষে উৎসন্ন হইবে। রাজ্য অরাজক হইলে প্রজাবৃন্দ পরস্পর বিরোধ করিয়া, বলবান বলহীনের সর্বস্ব অপহরণ করিবে। কলির সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে এইরূপে সকলে নিরুপায় ও দারুণ দুঃখে আক্রান্ত হইবে। অনন্তর কলিযুগের অবসান হইলে পুনরায় সত্যযুগ উপস্থিত হইবে।

নৃসিংহপুরাণের চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়ে কল্কির আবির্ভাব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত পঞ্চশ্লোক দৃষ্ট হয় :—

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শৃণু রাজন সমাহিতঃ।
প্রাদুর্ভাবং হরেঃ পুণ্যং কল্কাখ্যং পাপনাশনম্ ॥ ১
কলিকালেন রাজেন্দ্র নষ্টে ধর্মে মহীতলে।
বৃদ্ধিংগতে তথা পাপে ব্যাধি সম্পীড়িতে জনে ॥ ২
দেবৈঃ সপ্রার্থিতো বিষ্ণুঃ ক্ষীরাব্ধৌ স্তুতিপূর্বকম্।
সম্ভলাখ্যে মহাগ্রামে নানাজন সমাকুলে ॥ ৩
নাম্না বিষ্ণুযশঃ পুত্রঃ কল্কি রাজা ভবিষ্যতি।
অশ্বমারুহ্য খড়্গেন ম্লেচ্ছানুৎসাদয়িষ্যতি ॥ ৪
ম্লেচ্ছান্ সমস্তান্ ক্ষিতিনাশভূতান ভুত্বা স কল্কী পুরুষোত্তমাংশঃ।
কৃত্বা চ যাগং বহুকাঞ্চনাখ্যং সংস্থাপ্য ধর্মং দিবমারুরোহ ॥ ৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ—মহামুনি বলিলেন, হে রাজন অতঃপর আমি শ্রীহরির কল্কি অবতারের পাপনাশক লীলাকথা বলিব। আপনি সমাহিত চিত্তে এই পুণ্য কাহিনী শ্রবণ করুন। ধরাধামে কলির প্রভাবে সদ্ধর্ম বিনষ্ট ও প্রজাবৃন্দ প্রপীড়িত হইলে, দেবগণ ক্ষীরোদ সাগরে শায়িত ভগবান বিষ্ণুর নিকট ভূভার হরণ নিমিত্ত অবতরণার্থ কাতর প্রার্থনা করিবেন। ইহার ফলে ভগবান জনাকীর্ণ সম্ভল গ্রামে পুণ্যবান বিষ্ণুযশার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন। ভগবান কল্কিদেব অশ্বারোহণে খড়্গদ্বারা ম্লেচ্ছকুল উৎসন্ন করিবেন। তিনি সদ্ধর্ম স্থাপন পূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠানান্তে যথা সময়ে স্বর্গারোহণ করিবেন।

কল্কির আবির্ভাব সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত চারি শ্লোক পাওয়া যায়।

ততো হরিঃ স্বয়ং দেবঃ কল্কি নামা ভবিষ্যতি।
সর্বান্ ম্লেচ্ছান্ বলাৎ হত্বা হ্যন্তর্দ্ধানং করিষ্যতি॥
ততঃ পৃথ্বী পূর্ব্বজীর্ণা দগ্ধগোময় পিণ্ডবৎ।
ঝঞ্ঝাবায়ু ক্ষীণভূতা জলেমগ্না ভবিষ্যতি॥
ততঃ পুনঃ সত্যযুগং সৃষ্ট্যর্থন্তু ভবিষ্যতি॥
তদা সর্বং ভবেদ্বিপ্র পুনঃ পূর্ববদেব হি।
ইতি তে কথিতা ভবেদ্বিপ্র কলিধর্মা ভয়াবহাঃ[৪]

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বলপুর্বক নিখিল ম্লেচ্ছকুল নিহত করিয়া অন্তর্হিত হইবেন। তৎপরে দগ্ধগোময় পিণ্ডের ন্যায় পূর্ব্ব হইতে জীর্ণভাব প্রাপ্তা পৃথিবী ঝঞ্ঝাবায়ুর দ্বারা ক্ষীণ হইয়া জলমগ্ন হইবে। তৎপরে সৃষ্টির জন্য পুনরায় সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। হে বিপ্র! তখন সকলেই পুনরায় পুর্ববৎ সৃষ্ট হইবে। আমি তোমার নিকট ভয়াবহ কলিধর্ম ও কলিনাশ কীর্ত্তন করিলাম।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' চতুর্থ ভাগ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থে আছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে স্বীয়কক্ষে বসিয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জুন, শুক্রবার শ্রীম প্রমুখ ভক্তবৃন্দকে ভাবমুখে বলিতেছেন, "কলির শেষে কল্কি অবতার হবে। ব্রাহ্মণের ছেলে। সে কিছু জানে না। হঠাৎ ঘোড়া আর তরবার আসবে।" শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই যোগবলে জানিয়া পূর্বোক্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন। কারণ, ইহার ঠিক একশত বর্ষ পরে, ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমার্দ্ধে অথবা ১৩৯২ সালের বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে ভগবান কল্কিদেব উত্তর প্রদেশে মথুরায় অবতীর্ণ হইবেন। মাকড়দহের সিদ্ধযোগী ত্রিকালজ্ঞ ভৈরবানন্দ এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। কল্কিপুরাণে আছে, দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য মাধবে মাসি মাধবঃ। ইহার অর্থ, বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে দ্বাদশী তিথিতে কল্কি নরদেহ ধারণ করিবেন। এই হেতু উক্ত শুভতিথি, বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্রে গত ১৩৬৭ সাল হইতে উদ্‌যাপিত হইতেছে। ঐ দিন সদ্যপ্রাপ্ত কল্কিমন্ত্রে কল্কিপূজা ও কল্কিহোমাদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়। মাত্র একুশ বৎসর পরে ভগবান নরদেহে ধরাধামে অবতীর্ণ হবেন। ইহা অপেক্ষা শুভবার্তা আর কি হইতে পারে?

অষ্টাদশ শতকের ইংরাজ কবি টমাস ক্যাম্বেল মাত্র একুশ বৎসর বয়সে 'Pleasures of Hope' শীর্ষক (আশার আনন্দ) যে সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করেন, উহাতে কল্কির উল্লেখ ও সুন্দর বর্ণনা প্রদত্ত। উক্ত কবিতা ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

স্বাধীন ভারতের দার্শনিক রাষ্ট্রপতি শ্রীসর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্ তৎপ্রণীত 'কল্কি' নামক ইংরাজী পুস্তকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কল্কির নাম পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করেন। উহা লণ্ডন হইতে প্রকাশিত, ও সম্প্রতি উহার বঙ্গানুবাদ হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২৩-২৪ শ্লোকদ্বয়ে আছে :—

যদবতীর্ণো ভগবান কল্কি ধর্ম্মপতির্হরিঃ।
কৃতং ভবিষ্যতি তদা প্রজাসূতিশ্চ সাত্বিকী॥ ২৩
যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা তিষ্য বৃহস্পতীঃ।
একারাশৌ সমেষ্যন্তি ভবিষ্যতি তদা কৃতম্॥ ২৪

অনুবাদ—ধর্মরাজ ভগবান কল্কিদেব অবতীর্ণ হইলে সত্যযুগ পুনরারম্ভ হইবে। তখন সকল মানুষ সত্ত্বগুণান্বিত হইবে। যখন সোম, সূর্য্য ও বৃহস্পতি পুষ্যা নক্ষত্রে, কর্কট রাশিতে সম্মিলিত হইবেন, তখনই সত্যযুগের আরম্ভ হইবে। ইহার অর্থ, ভগবান কল্কিদেব অবতীর্ণ হইবেন।

টীকাকার শ্রীধর স্বামী উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "চন্দ্র সূর্য্য বৃহস্পতীনাং যদা পুষ্যানক্ষত্রে যোগস্তদা কৃতযুগং ভবিষ্যতি। যদ্যপি চ প্রতিদ্বাদশাব্দং কর্কট রাশৌ বৃহস্পতি বর্ত্তমানে দ্বিত্রাশ্বমাবস্যাসু তেষাং ত্রয়নামপি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুষ্যযোগঃ সম্ভবতি, তথাপি তেষাং সহপ্রবেশোঽত্র বিবক্ষতঃ সমেষ্যন্তীতি বচনাৎ। অতো নাতি প্রসঙ্গঃ॥"

ইহার অর্থ—যদিও প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরে বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে প্রবেশ করিলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় অমাবস্যাতে পুষ্যা নক্ষত্রে এই গ্রহত্রয়ের সম্মেলন ঘটিতে পারে, তথাপি ইহাদের একত্রপ্রবেশ এস্থলে বিশেষভাবে উল্লিখিত। অতএব ইহা অত্যুক্তি বা অসম্ভব নহে। জ্যোতিষ গণনায় প্রায় ষোল বৎসর পরে এই গ্রহত্রয়ের উক্তরূপ অবস্থিতি ঘটিবে। সুতরাং ইহার দ্বারাও ভৈরবানন্দের ভবিষ্যৎ বাণী সমর্থিত হয়।

নিম্নোক্ত কল্কিপ্রণাম দ্বারা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিলাম—

পূর্ণশক্ত্যাবতারায় শ্বেতাশ্ববাহনায় চ।
অষ্টৈশ্বর্য্য মণ্ডিতায় কল্কিদেবায় বৈ নমঃ॥

LIBRARY
No............
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
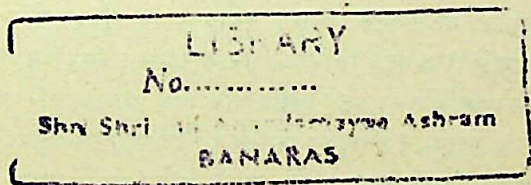
দুই

কতিপয় দিব্য দর্শন

১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে জুলাই, বুধবার রাত্রি ৮টার পরে নৈশ-ভোজনের পূর্বে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে আমি বিশ্রাম করিতেছিলাম। তখন খোলা চোখে অন্ধকারে আমি দেখিলাম একটি দিব্যদেহী সিদ্ধ ঋষি আসিয়া আমার বিছানার বাম পাশে মন্দিরের দিকে মুখ রাখিয়া নতজানু হইয়া নম্রভাবে বসিলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাত্মন্, আপনি কে? তিনি স্পষ্ট বাক্যে উত্তর দিলেন, আমি মৎস্য ঋষি। তাঁর সুস্পষ্ট জবাব শুনে আমি আনন্দে বলিলাম, আপনি মৎস্য ঋষি! ইহাতে তিনি গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, হাঁ। আবার আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়, কেন আপনি এখানে এসেছেন? ইহাতে তিনি মন্দিরের দিকে যুক্ত কর প্রসারণ পূর্বক জবাব দিলেন, "তোমার মন্দিরে কল্কি দর্শনে এসেছি। একমাত্র অনাগত অবতার কল্কিদেব অদূর ভবিষ্যতে মর্ত্যলোকে কিরূপ শরীর ধারণ পূর্বক লীলা করবেন, তাহা দেখতে এসেছি।" অনন্তর তিনি অন্তর্ধান করিলেন। কিছুদিন পরে পুনরায় তিনি কল্কি দর্শনে এসেছিলেন। দুই সপ্তাহ পরে ১০ই আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যায় তিনি ভৈরবানন্দের আহ্বানে পুনরায় আমাদের মন্দিরে আসিলেন ও মৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, "আমি সত্য যুগের জ্ঞানী ঋষি এবং পঞ্চতত্ত্ব সিদ্ধি সহকারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলাম। জলে ডুবে তপস্যা করে আমি সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলাম বলে লোকে আমাকে মৎস্য ঋষি বলিত।" দীর্ঘকাল জলমধ্যে নিমজ্জিত থাকায় তাঁহার গাত্র বর্ণ মৎস্যবৎ কিঞ্চিৎ নীলাভ হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, মৎস্য ঋষির নাম কোন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। এইরূপে শত শত পূর্ণজ্ঞানী মুনিঋষি পুণ্যভূমি মহাভারতে জন্মগ্রহণপূর্বক লোকচক্ষুর অন্তরালে সিদ্ধিলাভ করে নীরবে চলে গেছেন। দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন মুক্তপুরুষ মুমুক্ষু সাধক ব্যতীত অন্য কেহ এই সকল সিদ্ধ ঋষির সন্দর্শন পান না।

১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর, শনিবার ভোর চারটায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় বসে আমি ধ্যানমগ্ন ছিলাম। তখন আমি অন্ধকারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........
Shri Shri ... BANARAS

দেখিলাম, একটি বৃহৎকায় দিব্যদেহী ছদ্মবেশে আসিয়া আমার ডানদিকে দাঁড়াইলেন এবং তাঁর ডানহাত আমার সম্মুখে বাড়িয়ে কিছু চাহিলেন। তাঁর ডান হাতের কব্জীতে রৌপ্য বলয় ছিল। পূর্ব্ববৎ তিনি দুই তিন বার ডান হাত পেতে কিছু চাহিলেন। আড়ালে থাকায় তাঁর পূর্ণ দেহ স্পষ্ট ভাবে দেখা গেল না। আমার ডাকে অদূরে শায়িতা মহাগৌরী সরস্বতীও এই ছদ্মবেশী দিব্য দেহীকে দেখিলেন। দুই ঘণ্টা পরে সকাল ৬টায় একতলায় যাইয়া ভৈরবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, যে ইনি রাবণ। তখন বীরভক্ত রাবণ পুনরায় আসিয়া বলিলেন, "আগামীকাল এখানে আপনারা প্রতিমায় চণ্ডিকা পূজার আয়োজন করেছেন। কোন পূজায় কেউ আমাকে ফুল চন্দন দেয় না। আপনারা কাল মহামায়ার পূজাকালে আমাকে ফুল চন্দন দিলে খুব সুখী হব। আমার ইষ্ট দেবী চামুণ্ডা চণ্ডিকার রুদ্র মূর্ত্তি। ইচ্ছা করলে আমার ছোট ভাই বিভীষণের মত আমি জ্ঞান নিতে পারতাম। কিন্তু আমার তো লয় হবে না। চতুর্যুগে এক একবার অবতারের লীলা পুষ্টির জন্য আমাকে মর্ত্তে নামতে হবে।"

পরদিন রবিবার আমাদের নাট মন্দিরে মৃন্ময়ী প্রতিমায় চণ্ডিকদেবীর দ্বিতীয় বার্ষিক মহাপূজা অনুষ্ঠিত হইল। পূজাকালে রাবণ সর্বক্ষণ যুক্তকরে ভক্তিভরে প্রতিমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা রাবণকে পূজার সময় ফুল চন্দন দিলাম, এবং চণ্ডীহোমেও তাঁর নামে একটি আহুতি দিলাম। অন্নভোগ নিবেদিত হলে জগন্মাতা রাবণকে প্রসাদ দিলেন। আমি দেখিলাম, রাবণ শ্যামবর্ণ ও তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলি বেশ বড় ও মোটা।

১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর, রবিবার অসহ্য গুমোট গরম পড়েছিল। মধ্যরাত্রে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছিলাম। শেষ রাত্রে ৩টায় আমি চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলাম, দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে। তখন আমি দেখিলাম, একটি গৌরবর্ণ সুপুরুষ দিব্যদেহী আসিয়া আমার বুকের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া মন্দিরের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিলেন। সাদা চাদরে তাঁর সর্বাঙ্গ আবৃত ও মাথার লম্বা চুল সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত ছিল। তিনি আসা মাত্র নন্দীশ্বর মুনিবর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং আমার ডাকে অদূরে শায়িতা মহাগৌরী সরস্বতীও তাকে দেখিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? তিনি আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন এবং আমাকে কিছু বলিয়া এক মিনিট থাকিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিয়া গেলেন। তখন নিবিড় আঁধারে আমি দেখিলাম, আমায় সম্মুখে একটি শুভ্রবর্ণ জ্যোতির্গোলক ও উহা হইতে শুভ্রতম জ্যোতিঃরশ্মি চারিদিকে বিকীর্ণ হচ্ছে। মহাগৌরীও উহা দেখিলেন। ইনি চিরঞ্জীবী ব্রহ্মজ্ঞানী অশ্বথামা। ইনিই কৃষ্ণ অবতার কর্তৃক অত্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েছিলেন; জন্মগত মাথার মণি হারিয়ে ছিলেন। কল্কি অবতারকে দর্শন করে তাঁর মাথার ক্ষত শুকিয়ে যাবে ও যন্ত্রণার উপশম হবে। এঁর কাছে ভগবান কল্কিদেব পুরাকালে প্রচলিত যোগবিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করবেন। সুদূর অতীতে যেরূপ মন্ত্রপূত বাণাদি ছোঁড়া হত, সেই সব লুপ্তবিদ্যাও কল্কি এঁর কাছে শিখিবেন। অন্যতম চিরঞ্জীবী বিভীষণের নিকটও কল্কি রাজনীতি শিক্ষা করবেন। এইরূপে শাস্ত্রোক্ত সপ্ত চিরঞ্জীবী কল্কির দিব্য কর্মের সহায়তা করবেন। অশ্বথামা পূর্বোক্ত জ্যোতির্গোলক দেখিয়ে আমাকে বলিলেন, "এই জ্যোতির্গোলক ধ্যান করলে অচিরে তুমি জ্ঞানলাভ করবে"।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে স্বামী ভৈরবানন্দ ও সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী সমভিব্যাহারে বোলপুর সমীপে সুরুল গ্রামে কোন ভক্ত গৃহে আমি কয়েক দিবস অথিতি হইয়াছিলাম। স্থানীয় জনশ্রুতি হইতে জানা গেল, তিন মাইল দূরে সুপ্রাচীন সুরথেশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত। ৩০শে নভেম্বর, শুক্রবার প্রাতঃকালে আমরা তিন চারজন পূর্বোক্ত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম। মন্দির প্রাঙ্গণে সুবৃহৎ তেঁতুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভৈরবানন্দ দেখিলেন, শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উল্লিখিত, এবং উক্ত শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, রাজা সুরথ মন্দিরের সম্মুখে দণ্ডায়মান। অনন্তর তিনি মন্তব্য করিলেন, "এই মন্দির সত্যযুগের প্রথম পাদে অথবা ৩৮ লক্ষ মানুবিক বৎসর পূর্বে রাজর্ষি সুরথ কর্তৃক স্থাপিত। ইহাতে বাণলিঙ্গ স্থাপন পূর্বক শিবভক্ত সুরথ বেদান্তমার্গে সাধন করিয়া পঞ্চতত্ত্ব সিদ্ধ হন। উক্ত বাণলিঙ্গ অদ্যাপি বিদ্যমান এবং এই মন্দির রাজর্ষি সুরথের সিদ্ধি পীঠ। যদিও তিনি পঞ্চতত্ত্ব সিদ্ধ মহারাজা ছিলেন তথাপি তিনি প্রবল শত্রুর আক্রমণে রাজ্যচ্যুত হন ও অরণ্যে গমন পূর্বক মেধামুনির নিকট শাক্ত সাধনে দীক্ষিত হন। অনন্তর কঠোর তপস্যার ফলে মহামায়ার বর লাভ করিয়া সেই জীবনেই তিনি হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন, এবং দেহান্তে দেবীলোকে গমন করেন। পরে তিনি সাবর্ণি মনুরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং মোক্ষসাধন সমাপনান্তে ব্রহ্মজ্ঞানী হন"। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে, স্বপুর গ্রামে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভাশঙ্কর সরকার

সুরথের রাজধানী ছিল। উক্ত গ্রাম মন্দিরের দক্ষিণ দিকে অজয় নদীর অন্য পারে অবস্থিত সুপুর নামে অভিহিত। 'সুপুর' স্বপুর শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই মনে হয়। রাজার সাধনস্থান রাজধানীর নিকটে হওয়াই সম্ভব। সুপুর গ্রামের ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি পুরুষানুক্রমে এই প্রাচীন মন্দিরে পূজারী আছেন। এই শিবলিঙ্গ সুরথ কর্তৃক স্থাপিত বলিয়া উহার নাম সুরথেশ্বর। সুরথেশ্বর শিব দশভুজ পঞ্চানন ও বিশুদ্ধচক্রে গৌরীসহ বিরাজমান। যিনি বিশুদ্ধচক্রে কুণ্ডলিনী উত্তোলনপূর্বক সওয়া তিন ঘণ্টা প্রাণবায়ু কুম্ভক করিয়া উক্ত চক্রে অবস্থিত শিবগৌরীর ধ্যানে মগ্ন থাকেন, তিনি আকাশতত্ত্বে সিদ্ধিলাভ করেন। এইরূপে নির্দিষ্ট চক্রে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে প্রত্যেক তত্ত্বেই সিদ্ধিলাভ করা যায়। রাজর্ষি সুরথ নিয়মিত যোগ সাধনা করিয়া পঞ্চতত্ত্ব সিদ্ধ হন। প্রধান মন্দিরের পশ্চিমে যে দুটি ছোট মন্দির আছে, তন্মধ্যে গৌরীপট্ট বিহীন শিবলিংঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এই দুই লিঙ্গ নন্দী ও ভৃঙ্গীর প্রতীক। আমরা উক্ত দুই ছোট মন্দিরে নন্দী ও ভৃঙ্গীর দিব্যমূর্তি দর্শন করিলাম। পুরাকালে মূল মন্দির অতি বৃহৎ ও উচ্চ ছিল, এবং কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বর্তমান মন্দির রায়পুরের জমিদার প্রমথনাথ সিংহের ধর্মপত্নী সুহাসিনী দেবী কর্তৃক নির্মিত। হিন্দুদ্রোহী কালাপাহাড় আসিয়া এই মন্দিরের প্রস্তর প্রহরী ভগ্ন করে, কিন্তু মূল মন্দির বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই। ঐ প্রহরীর প্রস্তরমূর্তি এখনও দেখা যায় ছিন্ন মস্তক ও ছিন্ন পদ অবস্থায়। মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ সমীপে ধ্যানকালে আমি রাজর্ষি সুরথকে দিব্যদেহে উপবিষ্ট দেখিলাম। তাঁহার চেহারা আঠার ফুট উচ্চ, ও তদনুযায়ী চওড়া ও মোটা ছিল। সত্যযুগের নর-নারীগণের উহাই স্বাভাবিক আকৃতি ছিল। এই মন্দির দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়, মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্ভূত দেবীমাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রাচীন বাংলায় উৎপন্ন হইয়া সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল।

এই জন্যই শাক্তধর্ম অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশেই অধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে এবং রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ, বামাক্ষ্যাপা প্রমুখ শতাধিক সিদ্ধ শাক্ত সাধক এই প্রদেশে জন্মগ্রহণ পূর্বক শতশত সুমধুর শাক্তসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই সকল ভাবগম্ভীর মাতৃসঙ্গীত বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রতিধ্বনিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'শাক্ত পদাবলী' গ্রন্থখানি পাঠ করিলে ইহার যাথার্থ্য অনুভূত হয়। সুরথেশ্বর শিব মন্দিরের আধ মাইল দূরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগভীর অজয় নদী প্রবাহিত এবং উহার দুই ধারেবালুকাময় বেলাভূমি প্রসারিত। সুরথেশ্বর শিবলিঙ্গ গভীর ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত। পৃথ্বীতত্ত্বে, জলতত্ত্বে, অগ্নিতত্ত্বে, বায়ুতত্ত্বে ও আকাশতত্ত্বে যথাক্রমে অবস্থিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, ছগলাণ্ড লিঙ্গ, রুদ্রলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ও পঞ্চাননলিঙ্গ এই পঞ্চলিঙ্গ সুরথেশ্বর শিবলিঙ্গে উপর্য্যুপরি সুসজ্জিত।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে ডিসেম্বর, শনিবার ভৈরবানন্দ মহামায়ার নিকট অবগত হইয়া বলেন, "চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে মেধামুনির আশ্রম ছিল। ইহা বঙ্গোপসাগর ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থল সমীপে বিগুমান। বঙ্গবিহার সীমান্তে গৌড়দেশে সমাধি আবির্ভূত হন এবং মেধামুনি উত্তরপ্রদেশে অযোধ্যার লোক ছিলেন। মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণোক্ত মহামুনি মার্কণ্ডেয়, প্রাচীন বাংলায় আবির্ভূত হন, এবং তিনি তাঁর প্রধান শিষ্য ক্রোষ্টুকি ভাগুরিকে মহালয়া দিবসে চণ্ডী শিক্ষা দেন। ব্রহ্মজ্ঞ ভাগুরি বিন্ধ্যাচলে জন্মগ্রহণ করেন।" সৌভাগ্যক্রমে উক্ত পুণ্য স্থান আমি দর্শন করিয়াছি, তথায় সুরথ ও সমাধিসহ মেধামুনি মহীময়ী মূর্ত্তিতে, বা মৃন্ময়ী প্রতিমায় সর্বপ্রথম দুর্গাপূজা করেন। এই হেতু শারদীয়া ও বাসন্তী দুর্গোৎসব সারা বাংলায় এত জনপ্রিয় হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় ও ভাগুরি উভয়ে বহুবার ধর্মচক্রে দিব্যদেহে এসেছেন। ভাগুরির গুরুভ্রাতা ক্রৌঞ্চমুনিও আমাদিগকে দর্শন দিয়াছেন। সুরথ ও সমাধি সহ মেধামুনি কিরূপ আমাদিগকে কৃপা করেন, তা নিম্নে বর্ণিত হইল।

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, বৃহস্পতিবার নৈশ্যভোজনান্তে গভীর নিশীথে সূচীভেগ্ন অন্ধকারে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দার স্বীয় শয্যায় শায়িত অবস্থায় আমি দেখিলাম, আমার বাম শিয়রে মশারীর মধ্যে দ্বিভুজা চণ্ডিকা দেবী স্নেহময়ী মাতৃমূর্তিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং হরিদ্রাভ হেমবর্ণ ডান হাত তুলে আমাকে মোক্ষদ অভয় দিলেন। আমি তার ডান হাতের হরিদ্রাভ পঞ্চাঙ্গুলী স্পষ্টভাবে দেখিলাম! তিনি আসামাত্রই জ্ঞানীবর নন্দীশ্বর বায়ুবেগে এসে তাঁকে ভক্তি ভরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং আমার ডাকে অদূরে শায়িতা সন্ন্যাসিনী মহাগৌরীও তাঁহাদিগকে দেখিলেন। চণ্ডীদেবীর হরিদ্রাভ স্বর্ণ জ্যোতিঃতে আমার মশারীর অভ্যন্তর আলোকিত হইল। তিনি হরিদ্রাভ লাল শাড়ী পরেছিলেন ও মাথায় অল্প ঘোমটা দেওয়া ছিল। আমাকে অভয় দিয়া সত্বমূর্তি আগ্ভাশক্তি অন্তর্হিতা হলেন। মোক্ষদাত্রী মহামায়ার দর্শনলাভে আমি ধন্য হইলাম এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
PRESENTED

গত বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও আসন্ন দেবীপক্ষে প্রতিমায় চণ্ডীদেবীর মহাপূজা করিতে সংকল্প করিলাম। জগন্মাতার কৃপায় ২০শে অক্টোবর রবিবার উক্ত শুভ সংকল্প সিদ্ধ হইল। তৎপূর্বে ১৭ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার মহাগৌরী প্রমুখ আমরা বার জন মন্দিরে বসিয়া অখণ্ড চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডীহোম করিলাম।

পূর্ববৎসরের ন্যায় ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দেও দেবীপক্ষে আমরা প্রতিমায় চণ্ডিকা পূজার আয়োজন করেছিলাম। প্রথম বৎসর মহালয়া তিথিতেই আমরা চণ্ডিকা পূজা করেছিলাম, কিন্তু এই বৎসর মহালয়া মলমাসের মধ্যবর্তী হওয়ায় আমরা ২০শে অক্টোবর রবিবার দেবীপক্ষের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতেই মহামায়ার আরাধনা করিলাম। ২রা অক্টোবর বুধবার রাত্রি দশটায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে তন্দ্রিত নয়নে আমি দেখিলাম, তিন চারটি দিব্যদেহী আসিয়া আমার খাটের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তন্মধ্যে একটি দিব্যদেহী সাধু খাটের পাশে চেয়ারে বসিলেন। গায় ঘোর লাল চাদর, ঘোর লাল কাপড় পরা, মাথায় লম্বা চুল ঘাড় পর্যন্ত ঝুলছে, শ্যামবর্ণ ও খর্বাকৃতি। তিনি মন্দিরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন। প্রায় তিন মিনিট থাকিয়া তাঁহারা গেলেন। যিনি চেয়ারে বসিয়াছিলেন, তিনি মেধামুনি। অন্য তিনজন সুরথ, সমাধি ও ব্যাসদেব। মেধা, সুরথ ও সমাধি আমাকে জানতে এসেছিলেন, এবার তোমাদের চণ্ডিকা পূজায় আমরা সূক্ষ্ম পূজার ভার লইব।

সুরথ ও সমাধি তিন বৎসর যাবৎ প্রতিদিন মৃন্ময়ী প্রতিমায় চণ্ডিকা দেবীর মহাপূজা করিয়াছিলেন। বর্তমান কালে প্রচলিত দুর্গা প্রতিমায় তাঁহারা পূজা করেন নাই। তিন বৎসর নিত্য পূজান্তে তাঁহারা বরপ্রাপ্তি ও সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রতিমা বিসর্জন দেন। মেধা, সুরথ ও সমাধি তিনজনই ব্রহ্মবিৎ। সুরথ সাবর্ণি মন্বন্তরে, সাবর্ণি মনুরূপে জ্ঞানলাভ করেন।

১৬ই অক্টোবর, বুধবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে বেলা ১২॥ টায় তন্দ্রিত নয়নে আমি দেখিলাম, একটি গৌরবর্ণা দিব্যদেহী মাতৃমূর্তি এসে আমার বিছানায় বসিলেন ও একটু ঝুঁকে পড়ে স্নেহভরে আমাকে কিছু বলিলেন—সাদা শাড়ী পরা, মাথায় ঘোমটা, শুভ্রা সুনয়নী ও কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া। আমার ডাকে মহাগৌরী সরস্বতীও তাঁকে দেখিলেন। যখন তিনি স্নেহভরে আমার মাথায় হাত বুলাইলেন, তখন আমি তাঁর হাতে সমুজ্জ্বল স্বর্ণবলয় স্পষ্ট ভাবে দেখিলাম। আবার যখন তিনি ঝুঁকে পড়ে আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু বলিলেন, তখন তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইলাম। ইনি দ্বাপর যুগে আমার জননী বপুষ্টোমা ও মহাভারতোক্ত জন্মেজয়ের ধর্ম্মপত্নী। সংকল্পিত চণ্ডিকা পূজার জন্য তিনি আমাকে প্রেরণা দিতে এসেছিলেন।

১৯শে অক্টোবর, শনিবার রাত্রি ১০টায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুইয়া স্তিমিত নয়নে আমি দেখিলাম, একটি দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ দিব্যদেহী রাজবেশে আসিয়া আমার বিছানায় দাঁড়াইলেন ও আমাকে বলিলেন, "কাল প্রভাতে যথা সময়ে এখানে আসিয়া আমরা মহামায়ার সূক্ষ্ম পূজায় নিযুক্ত হবো।" আমার ডাকে মহাগৌরী সরস্বতীও তাঁহাকে দেখিলেন। তিনি রাজর্ষি সুরথ এবং শ্বেত তারকা চিহ্নিত নীলাভ পোষাক পরেছিলেন।

২০শে অক্টোবর, রবিবার সকালে রাজর্ষি সুরথ এসে আমাদের চণ্ডিকা প্রতিমার গলায় সূক্ষ্ম্য মাল্য ও মহামায়ার পাদদ্বয়ে ফুল চন্দন দিলেন। আমি ও মহাগৌরী সকাল ৯টায় দেখিলাম মেধামুনি, সুরথ ও সমাধিসহ প্রতিমার সম্মুখে উপস্থিত আছেন। মেধামুনি বসে থেকে মন্ত্রোচ্চারণাদি করিতেছেন এবং সুরথ দাঁড়িয়ে গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপাদি চণ্ডিকা দেবীকে দিতেছেন। সিদ্ধ-জ্ঞানী ঋষীত্রয় পরমাত্মমার্গে উঠিয়া পরমাত্মার মূলশক্তি মহামায়াকে যোগবলে আনিয়া প্রতিমায় স্থাপনপূর্ব্বক সূক্ষ্মপূজা করিলেন। এইজন্য কল্কি, গোপাল, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সূর্য্যাদি নবগ্রহ, কার্ত্তিকাদি দেবতা সকল সরিয়া গেলেন। আর শিব, কালী, গণেশ, বিষ্ণু, পরমানন্দ গিরি, ব্যাসদেব প্রভৃতি সকলে প্রতিমাসমীপে রহিলেন। চামুণ্ডাভক্ত রাবণ যুক্তকরে প্রতিমার পার্শ্বে সর্ব্বক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। মহামায়া সাদা শাড়ী পরা সত্ত্বমূর্তি ধরে বারবার মহাগৌরীকে দেখা দিলেন। এইজন্য মহাগৌরী পূজাকালে পুনঃ পুনঃ গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। নবগ্রহ, গণেশ, শিব, কালী ও কল্কি পূজা সমাপনান্তে আমরা মহাদেবীকে অতি ক্ষুদ্র রৌপ্য আসন দিলাম; আর সুরথ দিলেন বৃহৎ রৌপ্য পদ্মাসন। তাঁহার আসনটি আকারে প্রায় এক বর্গফুট ছিল। মহামায়া মুক্তকেশে সুস্মিত বদনে উক্ত প্রশস্ত আসনে বসিলেন ও বিবিধ উপচার গ্রহণ করিলেন। স্নানের পর আমরা চণ্ডিকাকে একখানি লালপেড়ে শাড়ী নিবেদন করিলাম। আর সুরথ দিলেন জরিপাড় সুন্দর শাড়ী। চণ্ডিকা দেবী সেই দিব্য শাড়ী পরে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পূজাস্থলে ছিলেন। পূজান্তে চণ্ডিকাহোমে অষ্টোত্তর শত আজ্যসিক্ত বিল্বপত্রের আহুতি চণ্ডিকাকে দেওয়া হইল। অন্নভোগ প্রদানকালে সুরথও বিবিধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যঞ্জন ও পায়সাদি দেবীকে নিবেদন করিলেন। সকাল ৯টা হইতে বিকাল ২টা পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পূজা হোম ও ভোগারত্তিতে অতিবাহিত হইল। সান্ধ্য আরতির পর 'শালকিয়া কালীকীর্তন সমিতি' দুই ঘণ্টাধিক কাল সুমধুর মাতৃসঙ্গীত গাহিলেন, এবং আড়াইশত নরনারী মাতৃসমীপে মাতৃসঙ্গীত শ্রবণে পরমানন্দে উপবিষ্ট রহিলেন। মন্দিরে নৈশ ভোগ নিবেদনকালে মহাগৌরী দেখিলেন, সুরথ বিবিধ মিষ্টান্ন চণ্ডিকা দেবীকে নিবেদন করিলেন।

পরদিন সোমবার পূর্বাহ্ণে আমি গঙ্গাস্নানান্তে সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হইলাম। তাহা সত্বেও পঞ্চোপচারে চণ্ডিকা পূজান্তে অন্নভোগ নিবেদন করিলাম। বেলা দুইটায় আমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে ছিলাম এবং সন্ন্যাসিনী শিবপ্রিয়া আমার হাত পা ও মাথা টিপিয়া দিতে ছিলেন। তখন আমি তন্দ্রিত নয়নে দেখিলাম, একটি গৌরবর্ণা দিব্যদেহী নারীমূর্তি আসিয়া আমার শয্যায় বসিলেন এবং আমার গায়ে ও মাথায় স্নেহভরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার ডান হাতে চ্যাপটা মোটা সোনার বালা স্পষ্টভাবে দেখিলাম। আমার নিষেধ সত্বেও তিনি আমার পাশে বসিয়া রহিলেন। তখন আমি তাঁহার সমুজ্জল মুখমণ্ডল স্পষ্টভাবে দেখিলাম। এত স্পষ্টভাবে তাঁহার মুখখানি ইতিপূর্বে আমি কখনও দেখি নাই। ইনি দেবীলোক বাসিনী বপুষ্টোমা এবং দ্বাপরযুগে আমার গর্ভধারিণী। গত বুধবার ১৬ই তারিখে তিনি আমার কাছে এসেছিলেন ও চণ্ডিকা পূজার জন্য সস্নেহ উৎসাহ দিয়াছিলেন।

২২শে অক্টোবর, মঙ্গলবার পূর্বাহ্ণে আমি ও মহাগৌরী নাটমন্দিরে প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া পঞ্চোপচারে চণ্ডিকা পূজা করিলাম ও অন্নভোগ দিলাম। পূজা-কালে আমি দেখিলাম, মহামায়া সাদা শাড়ী প'রে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে মাতৃমূর্তি ধরে আমাদের সম্মুখে বসিলেন, ও আমাদের অকিঞ্চিৎকর স্থূলপূজা গ্রহণ করিলেন। আজও সুরথ ও সমাধিসহ মেধামুনি পূর্বদিনবৎ মহামায়ার সূক্ষ্ম পূজা করিলেন। যখন আমরা মহামায়াকে পায়স ও অন্নব্যঞ্জনাদি নিবেদন করিলাম, তখন তাঁহারা চণ্ডিকা দেবীকে একটি বড় থালায় প্রচুর পরিমাণে পোলাও দিলেন এবং ছোট ছোট পাত্রে বিবিধ ব্যঞ্জন পরিবেশন করিলেন। অন্ন ভোগ নিবেদনকালে গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের নিম্নোক্ত শ্লোক আমি আবৃত্তি করিলাম:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম সমাধিন ॥

এই শ্লোক উচ্চারিত হইবামাত্র মহাগৌরী দেখিলেন, পূজাস্থলে প্রতিমার সম্মুখে নিবেদিত অন্ন ভোগাদি ব্যাপিয়া তিন হাতের অধিক উচ্চ হইয়া দাউ দাউ করিয়া ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তখন কল্কি, গোপাল, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রমুখ দেবতাগণ সরিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মাগ্নি নির্বাপিত হইলে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন, ও নিবেদিত পায়সাদি গ্রহণ করিলেন। মেধামুনি পূজা স্থলে বসিয়া হাসিমুখে মহাগৌরীর দিকে স্নেহভরে পুনঃ পুনঃ তাকাইতে ছিলেন। মেধামুনিকে দেখিয়া মহাগৌরী আমাকে বলিলেন, "মেধা মুনির কপালে সিঁন্দুরের তিলক আছে ও দীর্ঘকাল উপবাসাদি করিয়া তাহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। তিনি রক্তবস্ত্র পরে আছেন।" তিন সপ্তাহ পূর্বে বুধবার ২রা তারিখে সুরথ ও সমাধিসহ মেধামুনি আমাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করেছিলেন।

২৩শে অক্টোবর, বুধবার বেলা ১১টায় আমি ও মহাগৌরী আমাদের নাট মন্দিরে চণ্ডিকা প্রতিমার সম্মুখে নিত্যপূজায় বসিলাম। তখন আমি দেখিলাম, আমাদের সম্মুখে জগন্মাতা সাদা শাড়ী পরে মাথায় ঘোম্‌টা দিয়ে মানবী জননীর ন্যায় আমাদের স্থূলপূজা নিতে এসেছেন। তখন সুরথ ও সমাধিসহ মেধামুনি মহামায়ার সূক্ষ্মপূজায় নিযুক্ত হয়েছেন। মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বেলা ১টায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে খোলা চোখে আমি দেখিলাম, স্বর্গেশ্বর ইন্দ্রদেব, গজরাজ ঐরাবতে চড়ে আমার খাটের উপর শূন্যে এলেন ও আমাকে বললেন, তুমি আমার ইষ্টদেবীর মহাপূজা করছ জেনে প্রতিমা দেখতে এসেছি। আমার ডাকে অদূরে শায়িতা সন্ন্যাসিনী মহাগৌরীও ইন্দ্রদেবকে দেখিলেন।

২৭শে অক্টোবর, রবিবার আমাদের চণ্ডিকা প্রতিমা গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দেওয়া হল। বৈকাল ৪টায় মহাগৌরী নাটমন্দিরে প্রতিমা বরণ করিলেন। তখন চণ্ডিকা ও সিংহের মূর্তিদ্বয় পুনরায় সজীব হইয়া উঠিল এবং মেধামুনি, সুরথ ও সমাধি মুহূর্ত মধ্যে প্রতিমার সমীপে আসিলেন। আমরা প্রতিমাটি ঠেলাগাড়ীতে তুলিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেলাম ও গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিলাম। তখন গঙ্গাদেবী ময়ূরপঙ্খী স্বর্ণনৌকায় মহামায়াকে তুলিয়া দেবীলোকে লইয়া গেলেন। অনন্তর নাটমন্দিরে মহাগৌরী আমাদের মাথায় মন্ত্রপূত শান্তিবারি সিঞ্চন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীসোমশঙ্কর সরকার

করিলেন। তখন আমি দেখিলাম, দুর্বাসা, আরুণি, ভাগুরি, কশ্যপ, মেধা, সুরথ, সমাধি, ব্যাসদেব প্রমুখ ঋষিবৃন্দ আমাদিগকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন। তৎপূর্বে মহাগৌরী তাঁহাদিগকে মন্দিরে দেখিয়াছিলেন। এইরূপে আমাদের আটদিন ব্যাপী দ্বিতীয় বার্ষিক চণ্ডিকা পূজা পরিসমাপ্ত হইল।

৪ঠা নভেম্বর ১৯৬৩, সোমবার পূর্বাহ্নে আমি ও মহাগৌরী সরস্বতী নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। বেলা বারটায় মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় খাটের উপর বসে আমি স্নানার্থ তেল মাখিতে ছিলাম এবং মহাগৌরী আমার পিঠে তেলমালিশ করিতে ছিলেন। তখন আমি খোলা চোখে দেখিলাম আমার ইষ্টদেবী শুভ্রবর্ণ সত্ত্বমূর্তি ধরে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন। তিনি সাদা শাড়ী পরে ছিলেন ও তাঁর মাথার দীর্ঘ কেশদাম পৃষ্ঠদেশে হাটু পর্য্যন্ত ঝুলিতেছিল। তিনি পশ্চিমাস্য হয়ে ডানপাশ ফিরে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রথমে তিনি বাম হাত পেতে আমার কাছে কিছু চাহিলেন এবং আমি সভক্তি মানসপ্রণাম করিতে তিনি মৃদু হাস্য করিলেন। যখন আমি তাঁকে প্রণাম করিলাম, তখন আমি তাঁর দুগ্ধবৎ শুভ্রবর্ণ পদদ্বয় জড়বস্তুতুল্য স্পষ্টভাবে দেখিলাম। মহাগৌরী তাঁর সুষমামণ্ডিত মুখমণ্ডল দেখে মন্তব্য করিলেন, জগন্মাতার মুখখানি দুধের মত ধবধবে সাদা। প্রায় এক মিনিট থাকিয়া ইষ্টদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। গত দুই বৎসরাধিক মদীয় ইষ্টদেবীর প্রাত্যহিক সন্দর্শনলাভে আমি ধন্য হইতেছি।

১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, বুধবার প্রাতঃকালে আমি স্বামীভৈরবানন্দ ও সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী তিনজনে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলাম। অনন্তর আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুইয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম। তখন ত্রেতাযুগের গঙ্গাভক্ত মহারাজ ভগীরথ আসিয়া আমার বাম দিকে দাঁড়াইয়া আমাকে বলিলেন, "তুমি রোজ গঙ্গাস্নানান্তে গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে গঙ্গামন্ত্র জপ ও গঙ্গাপ্রণামাদি কর। এবার থেকে তুমি গঙ্গাস্নান করে গঙ্গায় দাঁড়িয়ে গঙ্গাদেবীকে পঞ্চ উপচারে মানসপূজা করিবে। তাহলে তোমার দিনগত পাপক্ষয় ও প্রারব্ধক্ষয় দুইই হবে।" মহারাজ ভগীরথ ব্রহ্মজ্ঞানী, দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ সুপুরুষ সৌম্যমূর্তি। আজ তাঁর পূর্ণমূর্তি স্পষ্টভাবে দেখে আমি ধন্য হলাম।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৬২, রবিবার রাত্রি সাড়ে দশটায় নৈশ আহারান্তে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে আমি তন্দ্রিত নয়নে দেখিলাম, একটি গৌরবর্ণ দিব্যদেহী নারীমূর্তি এসে আমার শিয়রে বসলেন। গেরুয়া শাড়ী পরা, শুভ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাত্রকান্তি ও তারুণ্য মণ্ডিতমূর্ত্তি। ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বসায় আমি তাঁর মুখ দেখতে পেলাম না। তাঁর মাথায় ঘনকৃষ্ণ দীর্ঘ কেশ সুশ্রীভাবে আঁচড়ানো। একটু পরে আর একটি গৌরবর্ণ দিব্যদেহী পুরুষমূর্তি এসে আমার শয্যায় বসলেন। তিনিও গেরুয়া পরা, অতিশুভ্র গাত্রবর্ণ, তরুণ মূর্তি। কিঞ্চিৎ পরে তিনি আমাকে চামচে করে একটি ঔষধ খাইয়ে দিলেন। এই দর্শন বৃত্তান্ত শুনে স্বামী ভৈরবানন্দ বললেন, "এঁরা ব্রহ্মবিদ্ দম্পতী মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞবল্ক্য এবং আপনাকে স্বর্গীয় ঔষধ খাওয়ালেন আপনার প্রারব্ধভোগ উপশমার্থ।" এমন সুন্দর শুভ্র সহাস্য দিব্যদম্পতী আমি আর দেখিনি। বাংলায় ও ইংরাজীতে বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ অনুবাদকালে বৈদিকযুগের ব্রহ্মজ্ঞযুগল যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীকে দীর্ঘকাল অনুধ্যান করেছি এবং এখনও জ্ঞানীগুরু বোধে তাঁহাদিগকে প্রত্যহ স্মরণ ও প্রণাম করি। তাই তাঁরা এই অক্ষম মুমুক্ষু সাধককে কৃপা করে দর্শন দিলেন।

২৯শে জানুয়ারী ১৯৬৩, মঙ্গলবার ভোর ৪টা থেকে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় বসে আমি ধ্যান করিতেছিলাম। ছয়টার কিঞ্চিৎ পূর্বে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মুদ্রিতনয়নে দেখিলাম, আমার সম্মুখে বামদিকে একটি তুষার-ধবল দেবীমূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁর বাম হাতে ও বামকাঁধে পাংশুবর্ণ বীণাযন্ত্র শোভিত, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, এলোকেশী, হাস্যমুখী, তারুণ্য মণ্ডিতা ও ডান হাতে সাদা যুঁই ফুলের কুঁড়ির একটি মালা। তিনি ঐ দিব্য পুষ্পমাল্য আমার গলায় প্রীতি ভরে পরিয়ে দিলেন ও আমাকে আশীর্ব্বাদ করে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রহিলেন। পরদিন সরস্বতী পূজা দিবস ছিল এবং আমি তাঁকে সরস্বতী দেবী মনে করে মানস পূজা ও সভক্তি প্রণাম করিলাম। ইনি রজোমিশ্রিত সত্ত্বগুণান্বিতা সরস্বতী ও মোক্ষদানে অসমর্থা। সরস্বতীর ধ্যানে আছে ইনি শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা ও শ্বেতবীণাধারিণী। এই শ্বেতবস্ত্রা শুভ্রবর্ণা সরস্বতী সত্ত্বমূর্ত্তি ; আর মৎদৃষ্ট সরস্বতী রজোমিশ্রিত সত্ত্বমূর্ত্তি। তিনদিন পর পর দুইবেলা সহস্রাধিক সরস্বতীমন্ত্র জপ, ও মৎদৃষ্ট সরস্বতীমূর্তি ধ্যান করেছি।

৩১শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার ভোরে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় খাটে বসে আমি সরস্বতীমন্ত্র জপ ও পূর্বদৃষ্ট সরস্বতীমূর্ত্তি ধ্যান করিতেছিলাম। তখন মোক্ষদাত্রী সরস্বতী এসে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন এবং আমি তাঁর দিব্যমূর্ত্তি ধ্যানে দেখে বিমুগ্ধ হলাম। অনন্তর একটি দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ দিব্যমূর্ত্তি এসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরস্বতীর বামদিকে দাঁড়ালেন এবং সরস্বতীর সম্মুখে যুক্তকর পেতে কিছু ভিক্ষা চাইলেন। সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যা থেকে তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে"? ঐ দিব্যমূর্ত্তি মৃদুহাস্য করে নীরব রইলেন। জিজ্ঞাসিত হয়ে স্বামী ভৈরবানন্দ বলিলেন ইনি সরস্বতীর বরপুত্র ঋষিবর নন্দীশ্বর। ইনি আমার সঙ্গে ছলনা করে বললেন, আমাকে অপরবিদ্যা ভিক্ষা দাও ও পরা বিদ্যার অনুশীলন করো। আমি তিনদিন যাবৎ সরস্বতীমন্ত্র জপ, ও সরস্বতী মূর্ত্তি ধ্যান করে কাতর প্রার্থনা করছিলাম, মা বিদ্যাদেবি! আমাকে শেষবিদ্যা বা পরাবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা দাও। তৎকাল হইতে অদ্যাবধি, ব্রহ্মবিদ্বর নন্দীশ্বর আমাদের মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন।

২৭শে অক্টোবর ১৯৬৩, রবিবার ভোর চারটায় মুখ ধুয়ে ফ্ল্যাস্ক থেকে এক কাপ গরম জল গড়িয়ে খেলাম ও মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় ধ্যানে বসিলাম। গত একবৎসর যাবৎ ঐসময়ে স্থানীয় দোকান থেকে গরম চা কিনে এনে খেয়ে, ধ্যানে বসতাম। অধুনা লোকাভাবে উহা সম্ভব না হওয়ায়, গরম জল পানান্তে ধ্যানে বসতে বাধ্য হয়েছি। আজ অল্পক্ষণ জপধ্যানের পর ধ্যানে দেখিলাম, একটি শ্যামবর্ণ বয়োবৃদ্ধ দিব্যদেহী আসিয়া আমার সম্মুখে বসিলেন ও আমাকে এককাপ গরম চা খাইতে দিলেন। আমি তাঁহাকে নম্রভাবে বলিলাম—বাবা, আপনিই ঐ চা খান। আমার অনুরোধে উক্ত চা তিনি খাইতে লাগিলেন ও দুই মিনিট পরে চলিয়া গেলেন। আমার ডাকে অদূরে ধ্যানস্থ মহাগৌরী সরস্বতীও তাঁহাকে দেখিলেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। দুই ঘণ্টা পরে একতলায় যাইয়া স্বামী ভৈরবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইনি আমার পরম হিতৈষী পিতৃতুল্য মুনিবর নন্দীশ্বর। চায়ের অভাবে আমি গরম জল খাই দেখে, তিনি স্নেহভরে ছদ্মবেশে আমার জন্য চা এনেছিলেন।

১৭ই অক্টোবর ১৯৬৩, বৃহস্পতিবার বেলা ১০ টায় মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় আমি ইজিচেয়ারে বসেছিলাম ও একটি তরুণ ভক্ত আমার প্রকাশমান ইংরাজী পুস্তক থেকে গতবৎসর আনন্দনগরে আমার সীতাদর্শন কাহিনী পড়িতেছিল। তখন আমি তন্দ্রিত নয়নে দেখিলাম, আমার বাম দিকে একটি দিব্যদেহী অবাঙ্গালী নারীমূর্ত্তি আসিয়া বসিলেন। সাদা শাড়ী পরা, মাথায় ঘোমটা, বহুবিধ মূল্যবান অলঙ্কারে সুশোভিতা, গৌরবর্ণা, অতীব সুন্দরী ও মধ্যমবয়স্কা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রায় পাঁচ মিনিট তিনি আমার দিকে স্নেহ প্রীতি ভরে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন ও তৎপরে অন্তর্হিত হইলেন। ইনি সীতা দেবী। শাস্ত্রে আছে, সীতাদেবী পূর্ব্ব জন্মে ঋষিকন্যা বেদবতী ছিলেন। লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং অভিশপ্তা হইয়া বেদবতী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। জনকনন্দিনী সীতাদেবী পুনরায় লক্ষ্মীত্ব প্রাপ্ত হন।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি, সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী, ও স্বামী ভৈরবানন্দ বরাকর সমীপে কুমারডুবি কোলিয়ারিতে কোন ভক্তগৃহে অতিথি হয়েছিলাম। তথায় ১০ই মার্চ, রবিবার দোলপূর্ণিমা দিবসে পূর্ব্বাহ্নে দেবপূজাদি করিলাম ও অন্নভোগ দিলাম। ধর্মচক্রের মন্দিরে অন্নভোগ নিবেদন কালে পৃথক্ পাত্রে ভগবান বালকৃষ্ণ:কে পায়সান্ন দেওয়া হয়। পাত্রাভাবে অদ্য গোপালজীকে পৃথক পাত্রে পায়সান্ন নিবেদন না করায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বিশ্রামকালে তন্দ্রিত নয়নে আমি দেখিলাম, গোপালজী হেমবর্ণ হরিদ্রাভ শিশুমূর্তি ধরে আমার খাটিয়াতে এসে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে পৃথক পাত্রে পায়সান্ন না দেওয়ার জন্য আমাকে লাথি মারতে উদ্যত হলেন। তখন জগন্মাতা এসে তাঁর বামপাশে দাঁড়িয়ে সস্নেহে তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। অদূরে শায়িতা মহাগৌরী সরস্বতীও জগন্মাতা ও বালকৃষ্ণ উভয়কে দেখিলেন। গোপালজী তিন বৎসরের শিশুমূর্তি ধরেছিলেন। তাঁর মাথায় কৃষ্ণ কেশ এলো মেলো ছিল, এবং তিনি নগ্নমূর্ত্তি ছিলেন। তাঁর হরিদ্রাভ দিব্যকান্তিতে চারিদিক আলোকিত হয়েছিল। এমন সুন্দর গোপালপ্রতিমা কখনও দর্শন করি নাই। উক্ত দর্শনের পুণ্যস্মৃতি আমার মানসপটে অদ্যাপি মুদ্রিত। গোপালজী কৃপাবসে গত তিনবর্ষ যাবৎ আমাদের নগণ্য মন্দিরে সুমধুর প্রেমলীলা করিতেছেন, ভক্তিভরে তাঁর পাদ পদ্মে আমি নিম্নোক্ত প্রণাম জানাই।

হেমকান্তি ধরং দেবং কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্
দেবকীনন্দনং বন্দে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্ ॥

১১ আগষ্ট ১৯৬৩, রবিবার সকাল ১১টায় আমাদের নাটমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিমার বামপাশে বসিয়া স্তিমিত নয়নে আমি একমনে গোপালমন্ত্র জপ করিতেছিলাম। তখন আমি দেখিলাম, নন্দালয়ে একটি ভৃত্য বিছানার গাঁট্‌রি আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিলেন ও দেখাইলেন, দেবকীর প্রসব বেদনা আরম্ভ হয়েছে এবং সেজন্য প্রসূতি কক্ষে তার শয্যা প্রস্তুত করা হইতেছে। স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভৈরবানন্দ একতলার পশ্চিম বারান্দায় বসিয়া উক্ত বিছানার গাঁটরি ও উহার বাহককে দেখিলেন। ১২ই আগষ্ট, সোমবার আমাদের নবম বার্ষিক জন্মাষ্টমী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই বৎসর আমরা মৃন্ময়ী প্রতিমায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাৎসরিক মহাপূজা ও মহোৎসব করিলাম। উক্ত প্রতিমার বর্ণনা—পিতা বসুদেব সদ্যজাত শিশুকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে গোকুলে গমনার্থ যমুনা নদী পার হইতেছেন যমুনা দেবী শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রান্তে থাকিয়া তাঁহাকে যুক্তকরে অভ্যর্থনা করিতেছেন এবং অনন্তদেব বসুদেবের উপর সহস্র ফণা বিস্তার পূর্বক উভয়কে ঝড় বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতেছেন ও মহামায়া শিবমূর্ত্তি ধরে অন্ধকার রাত্রে বসুদেবকে পথ দেখাইতেছেন। শনিবার সন্ধ্যায় উক্ত প্রতিমা নাটমন্দিরে স্থাপিত ও রঙ্গীন ইলেট্রিক বাল্‌বে সজ্জিত হয়। রবিবার সন্ধ্যায় সন্ন্যাসিনী শিবপ্রিয়া প্রতিমার সম্মুখে আল্পনা দিলেন। সোমবার পূর্ব্বাহ্নে নয়টায় আমি ও মহাগৌরী শ্রীকৃষ্ণ পূজায় বসিলাম এবং দুইটা পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ ঘণ্টায় ষোড়শোপচারে কৃষ্ণপূজা, যমুনা পূজা, অনন্তদেব পূজা, বসুদেব পূজা এবং শিব, কল্কি, গনেশ, নবগ্রহ, কালী প্রভৃতি দেবতার পূজা পৃথক পৃথক নৈবেদ্য দিয়া করিলাম। ঘটস্থাপনান্তে স্বামী ভৈরবানন্দ ও সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার ফলে মৃন্ময়ী প্রতিমা চিন্ময়ী হইয়া উঠিল। পূজার প্রারম্ভে আমি দেখিলাম, শুভ্রবর্ণ বসুদেব গোপালকে কোলে নিয়ে প্রতিমার সম্মুখে বসেছেন। দেবকী, রোহিণী, যশোদা, নন্দঘোষ, গর্গমুনি, সন্দীপনি ও ব্যাসদেব প্রভৃতি পূজাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। গঙ্গা, যমুনা, অনন্তদেব, শিব, কালী, কাত্যায়নী, কল্কি, গনেশ প্রমুখ দেবতাও তথায় উপস্থিত হলেন। হোমান্তে অন্নভোগ নিবেদিত হইল। তখন অসংখ্য দেবতা ও ঋষি গোপালপ্রসাদ গ্রহণ করলেন। সান্ধ্য আরতির পর লিলুয়ার কোন সংকীর্তন সম্প্রদায় ভক্তকবি জয়দেব বিরচিত "গীতগোবিন্দ" অবলম্বনে কীর্তনমুখর কথকতা করিয়া দুই ঘণ্টা যাবৎ দুই শতাধিক নরনারীকে কৃষ্ণকথা শুনাইলেন। কীর্তন শ্রবণকালে কল্কিপত্নী পদ্মাদেবী সর্ব্বক্ষণ আমার সম্মুখে বসেছিলেন। পরদিন মঙ্গলবার সকাল সাড়ে নয়টা বিজয়াকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। তখন আমি দেখিলাম নন্দপত্নী যশোদা কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে প্রতিমার সম্মুখে বসেছিলেন। তখন মা যশোদার মাথায় মুকুট ছিল। অনন্তর রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও প্রলম্বাসুরকে প্রতিমার সম্মুখে দেখা গেলো। কুম্ভকর্ণের কুলোর মত বৃহৎ কর্ণ দেখিয়া আমি মহাগৌরী ও ভৈরবানন্দকে বলিলাম। মধ্যাহ্নভোজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময়ে রোহিণী দেবী সোনার মুকুট পরে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন বৈকাল চারটায় গোপালপ্রতিমা বরণান্তে নিকটবর্ত্তি গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হয়। তখন আমি গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম বৈকুণ্ঠবাসী ধনুকাসুর আমার ডান দিকে দাঁড়াইয়া সহাস্যবদনে সমাগত দেড়শত বৈষ্ণব প্রেতের স্পর্শ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। ওই প্রেতগণ অনাচার করার ফলে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তজ্জন্য তাহাদের দেহ হইতে পচা গন্ধ নির্গত হইতেছিল। আমি ও ভৈরবানন্দ স্পষ্টভাবে এই দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিলাম। ধনুকাসুর প্রায় বিশ হাত লম্বা ছিলেন ও কৃষ্ণহস্তে নিহত হন। আমাদের নাটমন্দিরে ফিরিয়া আমরা পূজাস্থানে বসিলাম এবং মহাগৌরী আমাদের মস্তকে শান্তিজল সিঞ্চন করিলেন। দুর্লংঘ্য বাধাবিপত্তি ও নৈসর্গিক দুর্যোগ সত্বেও আমাদের নবম বার্ষিক জন্মাষ্টমী মহোৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। অদ্য ভৈরবানন্দ কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "বসুদেব, দেবকী, যশোদা, নন্দাদি কৃষ্ণাত্মীয়গণ জ্ঞানপ্রার্থী বা মুক্তি-কাঙ্ক্ষী নহেন এবং চিরকাল লীলাদেহ ধারণপূর্বক বৈকুণ্ঠে বাস করেন এবং চতুর্যুগে এক এক বার ধরাধামে অবতীর্ণ হন।" সন্ধ্যার পরে নানাকারণে আমার শরীর অসুস্থ ও অন্তর ব্যথিত হলো। রাত্রে লঘু পথ্য আহার করে স্বীয় শয্যায় শুয়েছিলাম, এমন সময় তন্দ্রিতনয়নে আমি দেখিলাম, ইহ জন্মের বিদেহমুক্তা জননী সীতাদেবী এসে আমার শিয়রে বসিলেন ও আমাকে বলিলেন, "বাবা, তুই সমস্ত দুশ্চিন্তা ছুঁড়ে ফেলে এখন ঘুমিয়ে পড়্।" তিনি লালপেড়ে সাদা শাড়ী পরেছিলেন ও তাঁর মাথায় ঘোমটা ছিল। আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে তিনি মন্দিরে চলে গেলেন। ১৪ই বুধবার প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানান্তে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় আরামকেদারায় শুয়ে আমি বিশ্রাম করিতেছিলাম। তখন আমি তন্দ্রিতনয়নে দেখিলাম, হেমবর্ণা দেবকী নবজাত শিশু কৃষ্ণ কোলে নিয়ে আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন এবং আমার বামদিকে উচ্চাসনে বসে নির্নিমেষ নয়নে স্বীয় ক্রোড়ে শায়িত দেবশিশুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। মাতা দেবকী সোনালী শাড়ী ও মাথায় মুকুট পরিহিতা এবং নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা ছিলেন। আমার ডাকে মহাগৌরী নীচতলা থেকে উপরে এসে মা দেবকীকে দর্শন করিলেন। মা দেবকী স্বর্ণবর্ণা শীর্ণকায়া অতিসুন্দরী রমণী ছিলেন, এবং যশোদা বা রোহিণী অপেক্ষা অধিকতর সুষমামণ্ডিত ছিলেন। গত মার্চ মাসে কুমারডুবিতে ভগবান কৃষ্ণের যে স্বর্ণমুর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশংকর সরকার

মনে হয়েছিল, জননী দেবকী নিশ্চয়ই হেমবর্ণা ছিলেন। আজ দেবকী দর্শনে আমার পূর্ব্বের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল।

২৪শে অক্টোবর ১৯৬৩, বৃহস্পতিবার বৈকালে আমার শরীর অসুস্থ থাকায়ও বাদ্‌লা হওয়ায় আমি স্বীয় শয্যায় বিশ্রামান্তে শুয়ে ছিলাম। বেলা ৪টায় আমি তন্দ্রিত নয়নে দেখিলাম, কল্কিপত্নী পদ্মাদেবী গৌরবর্ণা পূর্ণমূর্ত্তি ধরে আমার বিছানার উপরে সাদা শাড়ী পরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ও প্রীতি ভরে আমাকে বলছেন, "বাবা উঠুন। চা খাবার সময় হয়েছে।" পদ্মাদেবীর মাথায় ঘোমটা ছিল না। কেশদাম ডান দিক থেকে সিঁথি করা ছিল। পদ্মাদেবীর আপাদমস্তক পূর্ণমূর্ত্তি আজ স্পষ্টভাবে হৃষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ করিলাম। মহাগৌরী না থাকায় পদ্মাদেবী আমাকে চা খাবার সময় জানিয়ে দিলেন। গত এক বর্ষ যাবৎ পদ্মাদেবী কন্যারূপে আমার সঙ্গে ছায়ার মত থাকেন। যখন আমি জপধ্যান করি বা লেখাপড়ায় থাকি বা আহারে বসি বা গঙ্গাস্নান করি বা নিদ্রা যাই বা ভ্রমণ করি বা বাজারে যাই সর্ব্বদা তাঁকে আমার সঙ্গে দেখতে পাই। তিনি বৃদ্ধ অন্ধ পিতার সঙ্গে সর্ব্বদাই থাকেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, সোমবার সকলে মন্দিরের পশ্চিমবারান্দায় বসিয়া স্বামী ভৈরবানন্দ আমাকে বলিলেন, মহামায়া ও গৌরীদেবীর বীজমন্ত্র অভিন্ন হবে। অনন্তর আমি মহাগৌরীর সঙ্গে বেলুড় বাজারে গেলাম এবং নানা দ্রব্য কিনিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বেলা দশটায় ফিরিলাম ও ঘর্মাক্ত শরীরে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দার একটি চেয়ারে পশ্চিমাস্য হইয়া বসিয়া পড়িলাম। তখন মন্ত্রদ্রষ্টা কশ্যপ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি ধরে আমার বামপাশে এসে দাঁড়ালেন ও স্থূলদেহী মানুষের মত স্পষ্টবাক্যে আমাকে বললেন, "শৈবমার্গে সাধনকালে শিবকে পরমাত্মা ও গৌরীকে পরমাপ্রকৃতি বা মহামায়া জ্ঞানে সাধক যখন শিবগৌরীর যুগলসাধন করিবেন, তখন গৌরী ও মহামায়া অভিন্না হওয়ায় গৌরীমন্ত্রে চারিটি বীজই থাকিবে। আর যখন সাধক একক গৌরীসাধন করিবে, তখন গৌরীমন্ত্রে বিদ্যাবীজ থাকিবে না। হরগৌরী যে শৈবভক্তের যুগল ইষ্ট হন, তাহারও চারি বীজযুক্ত ইষ্টমন্ত্র হইবে। তাঁর ইষ্ট মন্ত্র হবে—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হরগৌরীভ্যাং নমঃ"। তখন মহর্ষি কশ্যপের গলায় পৈতা, মাথায় পক্ককেশ, ও পরিধানে শ্বেত বস্ত্র ছিল। আমি যখন বাজারে গিয়াছিলাম, তখনই তিনি ভৈরবনন্দকে বলেছিলেন, গৌরীমন্ত্র সম্বন্ধে সব কথা তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁকে বললেনা কেন ? তাই আমি বাহির থেকে ফিরে আসতেই অধীর আগ্রহে তিনি আমাকে উক্ত কথা বললেন। তিনিই ভৈরবানন্দকে অধুনালুপ্ত মন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং ধর্মচক্রের মন্দিরে দুই তিন বর্ষ যাবৎ কল্কিলীলা প্রচারার্থ বিরাজ করিতেছেন।

৪ঠা এপ্রিল ১৯৬৩, বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় গঙ্গাস্নানান্তে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় খাটে শুয়ে অমি বিশ্রাম করছিলাম। গত পনের দিবস আমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছি—অল্পজ্বর ও বেশ কাশি হচ্ছিল দিবারাত্রি। এই রুগ্নদেহেই পাঁচদিন যাবৎ প্রতিমায় বাসন্তী দুর্গাপূজা করেছি। আজও শরীর সুস্থ না হওয়ায় সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ও গত রাত্রে শিবঠাকুরকে বলেছেন, কি করলে দাদুকে সুস্থ করা যায়। শিবাদেশে পূর্বোক্ত সময়ে দুর্বাসা মুনি এসে আমার বিছানায় দাঁড়ালেন। তাঁর বাম বগলে ভিক্ষার ঝুলি ও ডানহাতে কাষ্ঠময় ভিক্ষাপাত্র ছিল। মহাগৌরীও তাঁকে দেখলেন, কিন্তু চিনতে না পেরে স্বামী ভৈরবানন্দকে উপরে ডাকলেন। ভৈরবানন্দ উপরে আসতেই শিবভক্ত দুর্বাসা বললেন, "প্রভু আমাকে পাঠিয়েছেন।" দুর্বাসা আসামাত্র মন্দির থেকে কালীমাতা, লক্ষ্মীদেবী ও কল্কিপত্নী পদ্মাদেবী বেরিয়ে এলেন। লক্ষ্মীদেবী দুর্বাসার জন্য মাখম, ছানা ও চিনি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে আনলেন, এবং পদ্মাদেবী তরমুজ, খরমুজা, ফুটি, আঙ্গুর, বেদানা ও পাকা কলা এক ছড়া প্রভৃতি গোটা ফল একটি পাত্রে দুর্বাসাকে দিলেন। পদ্মাদেবী দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণতি জানালেন। ভৈরবানন্দ দুর্বাসাকে নমস্কার করতে তিনি বললেন, "তুমি কি চাও ?" তখন ভৈরবানন্দ তাঁকে বললেন, "৺মা আমার কোন অভাব রাখেন নি। এখানে উৎসবাদির সময় যাতে কোন গোলমাল না হয় এই ব্যবস্থা করুন।" তখন দুর্বাসা বললেন, "তুমি বর নাও।" ভৈরবানন্দ করজোড়ে বললেন, "ঠাকুর, যদি বর দিতে চান এই বর দিন, আমার বৃদ্ধ গুরু বহুদিন যাবৎ জর ও কাশি রোগে ভুগছেন। তাঁকে সুস্থ করে দিন, এবং 'Kalki Comes in 1985' নামক যে ইংরাজী বই তিনি লিখছেন, সেটি লেখা ও ছাপা যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করুন।" দুর্বাসা "তথাস্তু" বলে হাত তুলে, দুটি বর পুরণের স্বীকৃতি জানালেন। ভৈরবানন্দ আমাকে নির্দেশ দিলেন, আপনি আধঘণ্টা স্তিমিত হয়ে শুয়ে থাকুন। অনন্তর দেখা গেল—শিব, কালী, দুর্গা, বিষ্ণু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এসে আমার শিয়রে দাঁড়ালেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্বাসার সাথে। দুর্বাসা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই রোগের অমোঘ ঔষধ কি? স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় উত্তর দিলেন, "মহামায়ার স্তনদুগ্ধ ও চন্দ্রামৃত এই রোগের মহৌষধ। প্রারব্ধকৃত এইরোগ ক্ষুদ্র লাল মূর্ত্তি ধরে রোগীর কণ্ঠে বসে আছে, উহাকে টেনে বাহির করুন।" যোগিরাজ দুর্বাসা তদনুসারে ঐ প্রারব্ধজ মহাব্যাধি আমার গলা চিরে বার করলেন। এবং মহামায়া সংহারমূর্ত্তি ধরে ঐ ব্যাধিমূর্তিকে স্বমুখগহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন। প্রারব্ধভোগ এখনো কাটেনি বলে উহা অন্যত্র নিক্ষিপ্ত হলে, আবার এসে আমাকে আক্রমণ করবে। তাই মহামায়া স্বয়ং উহা গ্রাস করলেন। তৎপরে ব্রহ্মবিৎ দুর্বাসা স্বীয় ঝুলি থেকে দুইটি পারিজাত পুষ্প বাহির করে আমার গলায় বুলিয়ে দিলেন এবং ইষ্টদেবী স্বীয় স্তনদুগ্ধ তথায় ঢেলে দিলেন। দুর্বাসা পারিজাত ফুল দ্বারা ঐ দুগ্ধ ক্ষতস্থানে লেপন করলেন। তৎপরে ক্ষতস্থান জুড়ে দেওয়া হল, ও ইন্দ্রদেব যে চন্দ্রামৃত এনেছিলেন তা আমাকে খাইয়ে দেওয়া হল।

প্রায় আধ ঘণ্টা আমি সঙ্গাশূন্য অবস্থায় পড়ে রইলাম এবং তৎপরে উঠে পূর্বাপেক্ষা সুস্থবোধ করলাম। অনন্তর লক্ষ্মী ও পদ্মা মাখন, ছানা, আঙ্গুর, বেদানাদি যে সকল দ্রব্য এনেছিলেন, সেগুলি মন্দিরে দুর্বাসাকে খেতে দিলেন। ইতিমধ্যে ভৈরবানন্দ একতলায় গিয়ে বসেছিলেন। তখন মহাগৌরী তাঁকে এক কাপ গরম দুধ খেতে দিলেন। ভৈরবানন্দ ঐ দুগ্ধ মন্দিরস্থ দেবতাগণকে নিবেদন করায়, তাঁরা নীচে গেলেন। তৎসঙ্গে দুর্বাসাও তথায় উপস্থিত হলেন। মা কালী ঐ দুগ্ধ তাঁকে দিতে চাইলে, তিনি তাঁর কাঠের পাত্রটি বাড়িয়ে দিলেন ও বললেন, "মা এই পাত্র দুধে ভরে দিন"। মা কালী ৫।৬ সের দিব্য দুগ্ধ উহাতে ঢেলে পূর্ণ করে দিলেন, এবং ঐ দুগ্ধ পান করে তিনি অন্তর্হিত হলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, "দুর্বাসা শিবাংশসম্ভূত, প্রথমশ্রেণীর ব্রহ্মজ্ঞানী ও পঞ্চতত্ত্ব-সিদ্ধ মহাযোগী।" রাত্রি দুইটায় আমার কাশি উঠিল ও আমি বিছানায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে রইলাম। আমার কাশি খুব বেড়েছে দেখে মহাগৌরী উঠে স্বীয় শয্যায় চিন্তিত হয়ে বসলেন। এমন সময় আমি দেখলাম, আমার বাম-হাঁটুর উপর একটি শ্যামবর্ণ স্বর্গপক্ষী এসে বসিল। ঐ পাখীর ঠোঁটটি বেশ লাল, মাথা কালো, ও টিয়াপাখীর মত দেখতে। সে পুনঃ পুনঃ আমার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করে উড়ে চলে গেল। আমার ডাকে মহাগৌরীও ঐ স্বর্গপক্ষীকে স্পষ্টভাবে দেখলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, উহা ইন্দ্রদেবের বার্ত্তাবহ স্বর্গ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পক্ষী। অদ্য দুপুরে ইন্দ্রদেব স্বয়ং আমাকে চন্দ্রামৃত দিয়ে গেছেন। ঐ অমৃত পানে আমি কেমন আছি তাহা জানিবার জন্য ঐ বার্ত্তাবহ স্বর্গপক্ষীকে তিনি পাঠিয়েছিলেন।

২১শে ডিসেম্বর ১৯৬২, শুক্রবার ভোর পাঁচটায় দোকান থেকে গরম চা কিনে এনে আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যাপার্শ্বে চেয়ারে বসে খাইতেছিলাম, তখন গণেশপত্নী রম্ভাদেবী এসে আমার সম্মুখে মানুষের মত স্পষ্ট, পূর্ণমূর্ত্তিতে প্রফুল্লবদনে দাঁড়ালেন। শুভ্রবর্ণ, সাদাশাড়ী পরা, কণ্ঠে হার ও হস্তদ্বয়ে সুবর্ণ বলয়, মাথায় ঘোমটা ও সুবিন্যস্ত কেশদামের প্রতিটি কেশ সূর্য্য-রশ্মিবৎ প্রভা বিকীর্ণ করছে, ও কিশোর বয়স। পরে মহাগৌরীও তাঁকে দেখে চিনতে পারলেন। গত সন্ধ্যায় যখন গণেশপ্রতিমা নাটমন্দিরে আসিল, তখন রম্ভাদেবী আমার সঙ্গে সর্ব্বদা ছিলেন। পরদিন শনিবার আমাদের দ্বিতীয় বার্ষিক গণেশোৎসব অনুষ্ঠিত হল। তাই সকালে ও সন্ধ্যায় আমি গণেশমন্ত্র জপ ও গণেশমূর্ত্তি ধ্যান করিতেছিলাম। যখনই গণেশমন্ত্র জপ করি, তখনই গণেশঠাকুরকে সম্মুখে দেখিতে পাই। ভবিষ্যপুরাণোক্ত নিম্নলিখিত গণেশধ্যানটি প্রতিদিন বহুবার আবৃত্তি করি।—

ওঁ একদন্তং শূর্পকর্ণং গজবক্ত্রং চতুর্ভুজং।
ত্রিলোচনং চন্দ্রমৌলিং তপ্তকাঞ্চন সন্নিভম্॥
কপিত্থমোদকাসক্ত শুণ্ডাগ্রং রক্তবাসসম্।
ভজেঽক্ষমালাপরশু পাশাঙ্কুশকরং বিভুং॥

এই ধ্যান অনুসারে গণপতির চারিহস্তে রুদ্রাক্ষ মালা, পরশু, পাশ ও অঙ্কুশ বিদ্যমান। কিন্তু আমাদের গণেশপ্রতিমায়, চারিহাতে শঙ্খ, চক্র, লেখনী ও বেদ শোভিত ছিল। ইহা স্বামী ভৈরবানন্দের ধ্যানদৃষ্ট গণপতির সত্ত্বমূর্ত্তি। সন ১৩৬৬ সালের আশ্বিন মাসে সিদ্ধিদাতা গণপতি উক্তমূর্ত্তিতে ভৈরবানন্দজীকে দর্শনদানান্তে তাঁর মাথায় শঙ্খ, চক্র, বেদ ও লেখনী ছুঁইয়ে দেন। ইহার ফলে তিনি অপরা বিদ্যায় অপারদর্শী হইয়াও অনর্গল শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে, বা তত্ত্ব-কথা বলিতে সমর্থ হন, এবং স্বহস্তে সাধনরহস্য লিখিতে আরম্ভ করেন। তৎপূর্বে সাধনরহস্য লিখিতে বসিলে তাঁহার হাত বাঁকিয়া যাইত। তাঁহার ইষ্টদেবী মহামায়ার ইচ্ছায় এইরূপ হইয়াছিল।

মহাগৌরী সরস্বতীর ঊনত্রিংশ জন্মতিথি উপলক্ষে ২৩শে ডিসেম্বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রবিবার মৃন্ময়ী প্রতিমায় দ্বিতীয় বার্ষিকী গণেশ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুইদিন পূর্বে বৃহস্পতিবার বৈকালে, গণেশপ্রতিমা আমাদের নাটমন্দিরে আনীত হয়। এই বৎসর গণেশপ্রতিমায় রঙ্গীন্ বাল্‌ব দিয়া আলোকসজ্জা করা হয়, এবং শনিবার সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীবৃন্দ প্রতিমার সম্মুখে দুই ঘণ্টাধিক কাল তর্জাগান করেন। এই তর্জাগান শুনিতে তিন শতাধিক নরনারী নাটমন্দিরে সমবেত হয়েছিল। রবিবার পূর্বাহ্নে আমি ও মহাগৌরী প্রতিমার সম্মুখে গণেশপূজায় বসিলাম, শিবপ্রিয়া পূজার যোগাড় দিলেন ও ভৈরবানন্দ মাঝে মাঝে পূজামণ্ডপে আসিলেন। আসনে বসিয়া আমরা দেখিলাম, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য গণপতির সূক্ষ্মপূজা করিতে প্রতিমার সম্মুখে পূজকরূপে বসিলেন, এবং গণেশভক্ত ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ গণপতি প্রতিমার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন। এই মহাপুরুষ গণপতিই মহাভারতের লিপিকার, গণেশ দেবতা নহেন। ব্যাসমুখে ভৈরবানন্দজী এই পুরাতথ্য আবিষ্কার করেছেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই ভ্রান্ত ধারণা সারাদেশে প্রচলিত আছে যে, গণেশ দেবতা মহাভারতের লিপিকার ও ব্যাসদেব রচয়িতা। সম্প্রতি ভৈরবানন্দজী ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার মুখনিঃসৃত মহাভারত গণেশ দেবতা লিখলেন কি করে? দেবতার পদ পৃথিবী স্পর্শ করে না, শূন্যে থাকে। স্থূল লেখা কিরূপে সম্ভব? মহামায়া, বিষ্ণু ও শিব স্থূলদেহ ধারণে সমর্থ। গণেশ দেবতা কিরূপে আপনার লিপিকার হওয়ার জন্য স্থূলদেহ ধরলেন?" এই কথা শুনে ব্যাসদেব হো হো করে হাসলেন ও বললেন, "মহাভারতের লিপিকার গণপতি মানুষ, দেবতা নয়। তিনি দ্বাপরযুগে হরিদ্বারে আবির্ভূত হন, এবং নৈমিষারণ্যে গাণপত্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ (জ্ঞান লাভ) করেন।" স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন,—"সাধক গণপতি গণেশসাধনায় গণেশস্বরূপ প্রাপ্ত হন। গণেশের মত তাঁর নাক লম্বা ও কান বড় হয়েছিল, গণেশতুল্য স্বর্ণবর্ণ দিব্যমূর্তি পেয়েছিলেন, তাঁর সূক্ষ্মদেহ গণপতিতুল্য চতুর্ভুজ হয়েছিল। যে কোন ভাবসাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে সাধক অভীষ্ট দেবতার সারূপ্য প্রাপ্ত হন—সূক্ষ্মদেহ পূর্ণভাবে ও স্থূলদেহ আংশিক ভাবে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে একমাত্র ইনিই গণেশ সাধনায় ব্রহ্মজ্ঞ হন।" আমি পূজামণ্ডপে ব্রহ্মজ্ঞ গণপতির শুভ্রমূর্ত্তি দুই তিন বার দর্শন করেছি।

পূজাস্থলে শিব, কালী, দুর্গা, কল্কি, গোপাল, রম্ভা, কৌমারী, লক্ষ্মী, সরস্বতী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্ত্তিক, গঙ্গা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা উপস্থিত ছিলেন। আমরা শিব, দুর্গা, কালী, কল্কি, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ও ইন্দ্রাদি দশদিকপালকে পৃথক নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করিলাম। প্রতিমায় ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী উভয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। মহাগৌরী গণেশপ্রতিমার বক্ষঃস্থল পুষ্পদ্বারা স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া, গৌরীস্বরূপে সমারূঢ়া ও সমাধিস্থা হইলেন। তখন সাক্ষাৎ গণেশ মাতৃজ্ঞানে মহাগৌরীর কোলে উঠিলেন। তাই তিনি ব্যথিত ও মাতৃস্নেহে অভিভূত হয়ে হাউ হাউ করে কাঁদিতে লাগিলেন। পরে মহাগৌরী আমাকে বলেছিলেন, আমি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে উঠে জ্যান্ত গণেশকে সম্মুখে দেখতে পেলাম, মৃন্ময়ী প্রতিমা অদৃশ্য হল। প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর মৃন্ময়প্রতিমা চিন্ময় হয়ে উঠল। আমাদের গণেশঘট তাম্রঘট ছিল। মহাগৌরী দেখিলেন, শুক্রাচার্য্য পৃথ্বীতত্ত্বের উপর শূন্যে বেদী নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্বর্ণঘট স্থাপনান্তে পূজা করলেন। সূক্ষ্মবেদী অতিশয় জ্যোতির্ম্ময় দেখাইতেছিল। বলিরাজা পূজাদ্রব্যাদি সংগ্রহ করে এনেছিলেন। আমরা ষোড়শোপচারে সিদ্ধিদাতা গণপতির দ্বিতীয় বার্ষিক মহাপূজা করিলাম, ও সদ্যপ্রাপ্ত আঠারটি গণেশমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক গণেশপদে গন্ধপুষ্প দিলাম। গণেশ ঠাকুরকে নিবেদনার্থ সত্তর টাকা দামের একজোড়া গরদ ধুতি ও চাদর কলিকাতা থেকে কিনে আনা হয়েছিল। যথা সময়ে সেই চাদর ও ধুতি গণেশঠাকুরকে নিবেদন করা হল। ইহা স্বামী ভৈরবানন্দ জানিতেন না। পূজাশেষে তিনি এসে দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন, গণেশ ঠাকুর নিবেদিত ধুতি চাদর পরে বসে আছেন। তাই তিনি হেসে বললেন, "ঠাকুর, এত দামী ধুতি চাদর তোমাকে কে দিল ?" সন্ধ্যা আরতির সময় মহাগৌরী দেখিলেন, গণেশ ঠাকুর সেই ধুতি চাদর পরে প্রতিমার সম্মুখে বিরাজিত আছেন। যখন অন্নভোগ নিবেদিত হল, তখন গণেশ ঠাকুর ভক্তবীর গণপতিকে সর্ব্বাগ্রে প্রসাদ দিলেন, অনন্তর তিনি সমবেত দেবগণ, ব্যাস ও কশ্যপাদি ঋষিবৃন্দ, সম্পূজক শুক্রাচার্য্য, বাহন মূষিক ও মহারাজ বলিকে অমৃত প্রসাদ দিলেন। হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলে, গণেশঠাকুর অগ্নিমূর্ত্তি ধরে মদ্দত্ত অষ্টোত্তরশত আজ্যসিক্ত বিল্বপত্রের আহুতি লইলেন। শিব, দুর্গা, কল্কি, বিষ্ণু, সূর্য্য, গঙ্গাদি যে সকল দেবতার উদ্দেশ্যে আমি আহুতি দিলাম, তাঁরাও হোমাগ্নিতে আবির্ভূত হলেন, ও আহুতি নিলেন। সান্ধ্য আরতির পর কোন কথিকা ভাগবতোক্ত কালীয়দমন উপাখ্যান আলোচনা করিলেন। ইহা শুনিতে তিনশত নরনারী উপস্থিত হয়েছিলেন। পরদিন সোমবার প্রাতঃকালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা বিজয়াকৃত্য করিলাম। তখন গণেশঠাকুর ও গণপতি আদি সকলে আমাদের মন্দিরে আসিলেন। সন্ধ্যার পূর্বে মহাগৌরী প্রতিমা বরণ করিলেন। তখন প্রতিমা আবার জীবন্ত হয়ে উঠল। আমরা ঢাকবাদ্যসহ প্রতিমা ঠেলাগাড়িতে লইয়া গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত করিলাম। প্রতিমার সঙ্গে শিব, কালী, কার্ত্তিক ও কালভৈরব গিয়াছিলেন। প্রতিমা নিমজ্জনান্তে গঙ্গাদেবী ময়ূরপঙ্খী নৌকা এনে গণেশ ঠাকুরকে তুলে নিলেন। পূর্বাহ্নে বিসর্জ্জনকালে আমি যখন গণেশমন্ত্র জপ ও গণেশমূর্ত্তি ধ্যান করিতেছিলাম, তখন গণেশ ঠাকুর প্রসন্ন হয়ে জ্যোতির্মাল্য বা মুক্তিমাল্য আমার গলায় পরিয়ে দিলেন।

রবিবার পূর্বাহ্নে গণেশহোমের পূর্বে, মহাগৌরীর জন্মোৎসব উপলক্ষে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হয়। তখন আমার প্রার্থনায় শিব, কালী, কল্কি, গোপাল ও হরিহরানন্দ ব্রহ্মচারী মহাগৌরীকে আশীর্বাদ করিলেন। যেমন আমি জ্ঞানসিদ্ধি লাভের জন্য দুই বৎসর গণপতির মহাপূজা করিলাম, তেমনি দেবগণও সর্বকার্য্যে সিদ্ধির জন্য গণপতির আরাধনা করেছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে আছে,—শূলপাণি ত্রিপুরাসুর বধার্থ গণেশ পূজা করেন। বৃত্রাসুর নিধন কামনায় শক্রদেব গণেশের আরাধনা করেন। পতিপ্রাপ্তির কামনায় অন্বেষণকারিণী অহল্যা গণেশ পূজা করেন। লংকাদ্বীপে সীতা দর্শনার্থ মহাবীর হনুমান গণেশ পূজা করেন। মর্ত্ত্যে গঙ্গা আনয়নার্থ ভগীরথ কর্তৃক গণেশ পূজিত হন। সমুদ্রমন্থনে অমৃতোৎপাদনার্থ দেবাসুরগণ গণেশপূজা করেন। অমৃত হরণার্থ বৈনতেয় গণেশ আরাধনা করেন। রুক্মিনী হরণার্থ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গণপতি আরাধিত হন এবং কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্ত হয়ে কৃষ্ণপুত্র সাম্ব গণপতির উপাসনা করেন।

গণেশঠাকুর আমাকে জ্যোতির্মাল্য দেওয়ায় আমার প্রাণবায়ু সুষুম্নামার্গে জ্যোতিঃপীঠে উঠিতে লাগিল। তাই ২৫শে ডিসেম্বর সোমবার সকালে ও বিকালে আমার মস্তক ঘূর্ণন আরম্ভ হয়, ও আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ি। বৈকালে কলিকাতা থেকে ফিরে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় ইজিচেয়ারে পূর্বোক্ত অবস্থায় বসেছিলাম, এবং মহাগৌরী আমার মস্তকঘূর্ণনের উল্লিখিত কারণ প্রকাশ করিলেন। তখন আমার পূর্বজন্মের জ্ঞানীগুরু পরমানন্দ পরমহংস এসে পশ্চিমাকাশে শূন্যে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে উহা সমর্থন করলেন। অনন্তর আমি কলিকাতার কোন ভক্তকে মল্লিখিত 'Kalki Comes in 1985' নামক ইংরাজী পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের টাইপ করা কপি পড়িতে দিলাম, এবং উক্ত গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের নানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসুবিধা জানাইলাম। তখন ভগবান কল্কিদেব পূর্ণমূর্ত্তি ধরে বারান্দাস্থ টেবিলের উপর এসে দাঁড়ালেন, ও আমাকে অভয় দিলেন! বলাবাহুল্য, অল্পদূরে দণ্ডায়মান মহাগৌরীও কল্কিদেবকে দেখলেন।

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, শুক্রবার বেলা ১টায় মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে তন্দ্রিত নয়নে আমি দেখিলাম, অনেক পুরুষ ও নারী সূক্ষ্মদেহী আসিয়া আমার বিছানায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাদের মধ্যস্থলে একটি সোনালী রঙের সুন্দর উচ্চ বেদী, ও তদুপরি সোনালী রঙের একটি দেবমূর্ত্তি। নারীদের সংখ্যা পুরুষগণ অপেক্ষা বেশী ছিল। প্রায় এক মিনিট পরে উক্ত সূক্ষ্মদৃশ্য অদৃশ্য হইল। স্বামী ভৈরবানন্দ উক্তদৃশ্য যোগদৃষ্টিতে দেখিয়া বলেন, "এরা মারাঠী নরনারী। আমাদের বাংলা বই থেকে নূতন গণেশমন্ত্র জেনে ঐ মন্ত্রে গণেশপূজা করছে। এই উপলক্ষে তারা আপনাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে। বেদীর উপরে যে মূর্ত্তি আছে, তাহা গণেশের মূর্ত্তি।" গত মার্চ মাসে কুমারডুবি কোলিয়ারিতে যে শিক্ষিত মারাঠী যুবকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল, তাকেও ঐ জনতার মধ্যে দেখা গেল। ঐ যুবকই নূতন গণেশমন্ত্র আমাদের বাংলা বইতে পড়ে, মহারাষ্ট্রে প্রচার করছে। মহারাষ্ট্রে গণেশোৎসব ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক কর্তৃক গণেশোৎসব জাতীয় উৎসবরূপে মহারাষ্ট্রে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

১০ই নভেম্বর ১৯৬৩, রবিবার ভোর ৪টায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় খাটে বসিয়া আমি গণেশমন্ত্র জপ ও গণেশমূর্ত্তি ধ্যান করিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি দেখিলাম, গণেশপত্নী রম্ভাদেবী সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন, ও শূন্যে বিরাজ করিলেন। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল হইতে শুভ্রপ্রভা জ্যোৎস্নাবৎ বিকীর্ণ হইতেছিল। পুনরায় ধ্যানকালে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ চতুর্ভুজ গণেশমূর্ত্তিকে দেখিলাম। অনন্তর আমার সম্মুখে আসিলেন ব্রহ্মজ্ঞবরিষ্ঠ গণেশভক্ত গণপতি। পাকা সোনার মত গাত্রবর্ণ, মাথায় স্বর্ণাভ ক্ষুদ্র জটা, গলায় রুদ্রাক্ষমালা ও পায়ে খড়ম। সমুজ্জল দেহজ্যোতিতে পরিহিত বস্ত্র দেখা গেল না। অনাবৃত দেহে তিনি আমার সম্মুখে যোগাসনে সমাহিত রহিলেন এবং আমাকে কৃপাদৃষ্টি করিলেন। এমন সুন্দর সুবর্ণ সুস্নিগ্ধ দিব্যমূর্ত্তি আমি আর দেখি নাই। দুই তিন মিনিট আমার সম্মুখে থাকিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। গণেশভক্ত গণপতির পূর্ণমূর্ত্তি স্পষ্টভাবে দেখিয়া আমি ধন্য হইলাম। সর্ব্বশেষে আসিলেন হিমকুন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃণালাভ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য। শুভ্রদেহ, পায়ে খড়ম ও মাথায় জটা। তিনি আমার সম্মুখে প্রসন্নবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং তৃতীয় বার্ষিক গণেশোৎসব আয়োজনের জন্য আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনিই ত্রেতাযুগে মর্ত্যলোকে গণেশমন্ত্র ও গণেশপূজা প্রচার করেন। অদূরে ধ্যানস্থা মহাগৌরীও রম্ভাদেবী, গণেশঠাকুর, ব্রহ্মবিৎ গণপতি ও শুক্রাচার্য্যকে দেখিতে পাইলেন।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমারা তিনজন মেদিনীপুর শহর সমীপে আনন্দনগর গ্রামে কোন ভক্ত গৃহে অতিথি হয়েছিলাম। তেসরা নভেম্বর শনিবার সকাল সাতটায় আমরা স্থানীয় রঘুনাথ মন্দিরে গিয়ে দেবতাদর্শন ও প্রণাম করিলাম। ঐ মন্দিরে রামসীতার পিতল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, মন্দিরে কোন দেবতাই ছিলেন না। ভৈরবানন্দের আহ্বানে রাম ও সীতা ঐ মন্দিরে আবির্ভূত হলেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে রামজী স্বীয় গলা থেকে ফুলের মালা খুলে তত্ত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দের গলায় পরিয়ে দিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বৈকালে দেড়টায় আমরা তিনজনেই বারান্দায় তিনটি খাটে শুয়েছিলাম। তখন আমি খাটে শুয়ে তন্দ্রিত নয়নে দেখলাম, একটি অতি সুন্দরী গৌরবর্ণা দেবীমূর্তি এসে আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে দুইহাত উর্দ্ধে প্রসারিত করে সুস্মিত আননে আমাকে তিনবার বললেন, "বাবা, তোমার জয় হউক"। কয়েক মিনিট পরে তিনি আমার খাটে এসে বামপাশে পা ঝুলিয়ে বসলেন, ও আমার দিকে পিছন ফিরে অদূরে খাটে শায়িতা মহাগৌরীর দিকে প্রীতিভরে বহুক্ষণ তাকালেন। তখন আমি দেখলাম, ইনি সাদা শাড়ী পরা, মাথার চুল পিছনে খোঁপার মত জড়ানো। ঐ দেবীর বর্ণনা শুনে ভৈরবানন্দ বললেন, ইনি সীতাদেবী, আপনাকে আশীর্ব্বাদ করতে ও মহাগৌরীকে দেখতে এসেছিলেন। আলোচ্য প্রসঙ্গে স্বামী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করলেন, "সীতাদেবী বৈকুণ্ঠবাসিনী ও লক্ষ্মীত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর বীজ মন্ত্র—ওঁ শ্রীং সীতাদেব্যৈ নমঃ। সীতা পূর্ব্ব-জন্মে ঋষিকন্যা বেদবতী ছিলেন। ইহা রামায়ণে উল্লিখিত। রাম ও সীতা উভয়ের ইষ্টদেবী মহামায়া।"

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, বৃহস্পতিবার সর্দিজ্বরে আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম। অসহ্য মাথাধরা ও কোমরব্যথা প্রভৃতি উপসর্গ হেতু সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটালাম। ভোর চারটায় আমি দেখিলাম, পদ্মাদেবী বিষণ্ণবদনে আমার বাম শিয়রে উপবিষ্টা। তাঁর ডান কানের সুবর্ণ কুণ্ডল, মস্তকের কেশদাম ও পরিহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্ত্রাদি আমি অস্পষ্টভাবে দেখিলাম। আর আমার ডান শিয়রে চিন্তিত হয়ে দুটি পা ছড়িয়ে বসেছিলেন স্বয়ং কল্কিদেব, শ্যামবর্ণ নরদেহ ধরে। তাঁর মাথায় ছোট চুল, অনাবৃত গাত্র ও প্রসারিত পদদ্বয় আমি স্পষ্টভাবে দেখিলাম। আমার ডাকে অদূরে শায়িতা মহাগৌরীও কল্কি ও পদ্মাকে দেখিলেন। যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন কল্কি ও পদ্মা পিতৃভক্ত পুত্রকন্যার ন্যায় আমার কাছে থাকেন। ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় প্রশস্ত কাষ্ঠাসনে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আমি চা পান করিতেছিলাম। কল্কিপত্নী পদ্মাদেবী ও কল্কিকন্যা শ্যামাঙ্গিনী আমার সম্মুখে আসিয়া পরস্পর গা ঘেঁসিয়া বসিলেন, এবং প্রীতিভরে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তখন আমি স্পষ্টভাবে দেখিলাম, পদ্মা ও শ্যামা গৌরবর্ণা, সাদা শাড়ী পরা ও মাথায় ঘোমটা। প্রায় তিন মিনিট মৎসমীপে থাকিয়া উভয়ে অন্তর্হিতা হইলেন। মাতা ও কন্যা মর্তবাসীবৎ মাঝে মাঝে আমাকে দেখা দেন।

২১শে জুলাই ১৯৬৩, রবিবার আমি ও মহাগৌরী গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলাম। আমি গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে গঙ্গামন্ত্র জপ করার সময় দেখিলাম, গঙ্গাদেবী গৌরবর্ণা বয়ঃবৃদ্ধা মাতৃমূর্ত্তি ধরে নদীবক্ষে আবির্ভূতা হলেন। তিনি নীলপেড়ে সাদা শাড়ী পরেছিলেন ও আমাদের দিকে সস্নেহে তাকিয়েছিলেন। তখন ভগবান বালকৃষ্ণ আমাদের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে তৎসমীপে উপস্থিত হলেন। গঙ্গাদেবী একমিনিট দৃশ্যমান থেকে অন্তর্হিতা হলেন।

১৭ই জুলাই ১৯৬৩, রবিবার সকাল নয়টায় মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে আমি প্রণব জপ করিতেছিলাম। তখন আমি তন্দ্রিত নয়নে দেখিলাম, আমার ডানদিকে মদীয় ইষ্টদেবী অদৃশ্য থেকে, সাদা কেট্‌লি থেকে গরম দুধ ঢেলে দিচ্ছেন, এবং আমার সূক্ষ্মদেহ একটি কাপে ঐ দুধ ধরে নিচ্ছে ও খাচ্ছে। আমি শ্বেতবর্ণ দুগ্ধধারা স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। কেট্‌লির লম্বা নল দিয়ে দুগ্ধধারা দুই ফুট দীর্ঘ স্রোতে কাপে পড়ছে দেখলাম। আশ্চর্যের বিষয়, আজ আমার দুধ খাওয়া হয় নি এবং রোজই ঐসময় এক কাপ গরম দুধ খাই। জগন্মাতা প্রিয় ভক্তের প্রতি স্নেহময়ী জননীবৎ মাতৃস্নেহ প্রদর্শন করেন।

২০শে জুন ১৯৬৩, বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়েছিলাম। বিশ্রামান্তে বেলা আড়াইটার সময় তন্দ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

নয়নে দেখিলাম রজসত্বময়ী ইষ্টদেবী মৎসমীপে অস্পষ্টভাবে দণ্ডায়মান এবং তিনি স্বর্ণবর্ণ ডান হাত বাড়িয়ে আমাকে একটি স্বর্গীয় ঔষধ খাইতে দিলেন। উক্ত হস্ত স্বর্ণবলয় শোভিত, ও সুষমা মণ্ডিত। তাঁর মাথায় সোনার সিঁথি ঝক্‌-ঝক্ করিতেছিল।

২২শে জুলাই শনিবার বৈকালে ইষ্টদেবী পুনরায় পূর্ববৎ আবির্ভূত হয়ে ঐ ঔষধ হাতে নিয়ে আমাকে খাইতে দিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল ও বহুমূত্র জনিত গাত্রদাহে আমি কষ্ট পাইতেছিলাম। তাই সুপ্রসন্না ইষ্টদেবী ঐ গাত্রদাহ নিবারণার্থ স্বর্গীয় ঔষধ প্রদান করিলেন। সাধুভক্তের পরিত্রাণহেতু ইষ্টদেবী নানা মূর্ত্তি ধারণ করেন।

১১ই নভেম্বর ১৯৬৩, সোমবার সকাল নয়টায় গঙ্গাস্নানান্তে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আমি বিশ্রাম করিতেছিলাম। তখন আমি তন্দ্রিত নয়নে দেখিলাম, আমার ডানদিকে একটি স্বর্ণবর্ণা দেবীমূর্তি এসে দাঁড়ালেন। পাকা হলুদের মত গায়ের রং, মাথার কেশরাশি মাঝখানে সুষ্ঠুভাবে সিঁথি করা, গাঢ় হলুদ রঙের শাড়ীপরা, মাথায় ঘোম্‌টা নাই ও কন্যামূর্ত্তি। তিনি আসামাত্র মুনিবর নন্দীশ্বর আসিয়া তাঁকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি নন্দীশ্বরকে কিছু বললেন, ও আমার দিকে স্নেহভরে তাকালেন। আমার ডাকে মহাগৌরী দ্রুতপদে তথায় আসিয়া তাঁহাকে দেখিলেন। আমি তাঁকে সভক্তি প্রণাম করায়, তিনি আমাকে আশীর্বাদ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। ইনি ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী। কৃপাপূর্ব্বক ইনি আমাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "আসন্ন দীপান্বিতা অমানিশিতে গৃহে গৃহে আমার পূজা হবে। ঐ শুভরজনীতে তুমি আমার পূজা কর।" মুনিবর নন্দীশ্বর লক্ষ্মীদেবীর প্রিয়ভক্ত, বরপুত্র।

১৬ই নভেম্বর ১৯৬৩, শনিবার মধ্যাহ্নে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে নিত্য পূজা করিলাম এবং পূজান্তে খিচুড়ী ও ব্যঞ্জনাদি ভোগ দিলাম। পূজাকালে চ্যবন মুনি প্রমুখ পূর্ব্বজন্মের গুরুগণকে আমি সচন্দন নীল পুষ্প অপরাজিতা দিতেছিলাম। তখন মুনিবর নন্দীশ্বর সহস্তে শ্বেত পুষ্প নিয়ে আমাদিগকে জানালেন—গুরুপদে শ্বেতপুষ্প দিতে হয়, নীলপুষ্প দিতে নাই। তদনুসারে আমি গুরুপদে সচন্দন শ্বেতপুষ্প সমর্পণ করিলাম। সন্ধ্যা ছয়টায় আমি নাট-মন্দির হইতে দোতলায় মন্দিরে উঠিবার সময় দেখিলাম, আমার আদিগুরু চ্যবন মুনি তাঁহার দুই শুভ্রবর্ণ বৃহৎ পাদপদ্ম আমাকে দেখালেন, এবং আমি তৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদে সভক্তি মানসপ্রণাম করতে, তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমার ডাকে মহাগৌরী আসিয়া দেখিলেন, ব্রহ্মবিৎ চ্যবন সিঁড়ির চাতালে মুণ্ডিযুক্ত খড়ম পায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মাথায় বরফের মত সাদা চুল, পদদ্বয় ও সর্ব্বাঙ্গ শুভ্রবর্ণ, এবং মুখমণ্ডল কিঞ্চিত শ্যামল। তিনি বৃহৎকায় ও ত্রেতাযুগের জ্ঞানি ঋষি, এবং তাঁর পায়ের খড়মজোড়া একহাতের বেশী লম্বা। তিনি আমাকে বললেন, "এখন তোমার মন গুরুপাদপদ্মে বা 'ইষ্টপাদপদ্মে জ্যোতিঃপীঠে স্থিতিলাভ করিল। এখান থেকে তোমার পরমাত্মার সাধন আরম্ভ হবে। আর পাঁচ ছয় ধাপ উঠিলে, তোমার সাধন শেষ ও নির্বিকল্প সমাধি লাভ হবে।"

১১ই নভেম্বর ১৯৬৩, সোমবার প্রাতঃকালে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় বসে শিবভাবে ব্রহ্মধ্যানের পূর্ব্বে আমি দেখিলাম—দুইটি জ্যোতির্গোলক শতাধিকবার আমার মাথার দুইদিক হতে আসিয়া ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে আজ্ঞাচক্রে বিলীন হইল। অনন্তর ধ্যানকালে আমি দেখিলাম, আমার-ব্রহ্মতালুতে ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়া গোল গর্ত্ত হইয়াছে, ও তাহা দিয়া শুভ্র জ্যোতি-স্রোত তুবড়ির আগুনের মত উপরে উঠিতেছে। উক্ত দর্শন সম্বন্ধে স্বামী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন, "যে দুটি জ্যোতির্গোলক মাথার দুই দিক থেকে উঠে আজ্ঞাচক্রে বিলীন হইতেছিল, উহা বহির্বিশ্বের ব্রহ্মজ্যোতি। ঐ জ্যোতি আজ্ঞাচক্র দিয়া মহাসত্ত্বগুণে দ্বাদশদল পদ্মের উর্দ্ধে জ্যোতিঃপীঠে উঠিলে অপরোক্ষ পরমাত্মজ্যোতি দর্শন হয়। নারদ উক্ত জ্যোতি দর্শনান্তে ব্রহ্মসাধনে বিরত হন।"

কাশীধামের স্বামী পরমানন্দগিরি পরমহংস, পূর্বজন্মে আমার দীক্ষাগুরু ছিলেন। তিনি প্রায় তিন বৎসর ধর্মচক্রের মন্দিরে অবস্থানপূর্বক মোক্ষ-যোগ সাধনে আমাকে প্রেরণা দিতেছেন। দোসরা নভেম্বর ১৯৬৩, শনিবার শেষরাত্রে ৩টার সময় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় বসে আমি দুই ঘণ্টা ব্রহ্মধ্যান করিলাম। ধ্যানকালে আমি দেখিলাম, একটী শীর্ণকায় স্বর্ণবর্ণ সুপুরুষ দিব্যদেহী আমার সম্মুখে দুই পা ছড়াইয়া বসিলেন এবং তাঁহার ডান পদ আমার কোলে তুলিয়া দিলেন। তিনি বয়োবৃদ্ধ, তাঁর দুটি হাত ও দুটি পা বেশ লম্বা, এবং গাত্রবর্ণ হরিদ্রাভ। কয়েকদিন পূর্বে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে সকাল ৯টায় আমি ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন ছিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন তিনি আসিয়া আমার সম্মুখে বসিলেন ও তাঁর ডান পদ আমার কোলে তুলিয়া দিলেন। ইনি পূর্বজন্মের গুরুদেব পরমানন্দগিরি। এইরূপে তিনি শক্তিসঞ্চার দ্বারা আমার মূলাধার হইতে অপান, কন্দর্প ও সমান বায়ুত্রয় মণিপুরের উপরে তুলিয়া দিলেন। মুমুক্ষু সাধককে বিদেহী জ্ঞানীগণ উক্তভাবে মোক্ষ লাভের সহায়তা করেন।

২৩শে নভেম্বর ১৯৬৩, শনিবার ভোর চারটায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় পূজায় বসিয়া আমি এক ঘণ্টা ব্রহ্মধ্যান করিলাম। তখন একটি গৌরবর্ণ সুপুরুষ দিব্যদেহী আসিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া শান্তভাবে বসিলেন ও ঠোঁট নাড়িয়া কিছু বলিলেন। নম্রভাবে আমি তাহাকে বলিলাম, "নিরাকার জ্যোতির্ময় ব্রহ্মধ্যানে আমাকে বাধা দিবেন না, আপনি সরে যান।" তিনি আমার অনুরোধে সরিয়া গেলেন, কিন্তু পাঁচ মিনিট পরে আবার আসিয়া পূর্ববৎ সম্মুখে দাঁড়াইলেন। পুনরায় আমি তাঁকে দৃঢ়ভাবে চলে যেতে বলায় তিনি নড়িলেন না। তখন আমি তাঁকে খাটের পায়ায় বাঁধিয়া রাখিলাম। অনায়াসে তিনি আমার বাঁধন ছিঁড়িয়া আবার আসিলেন। আমার নির্দেশে মহাগৌরীও মিষ্টবাক্যে তাঁকে সরে যেতে বললেন। তিনি চলে গিয়ে আবার এসে দাঁড়াতে আমি বিরক্ত হয়ে তাঁকে শিবশূল মারিলাম। শূলাঘাতে তিনি সরিয়া গেলেন, ও কয়েক মিনিট পরে আসিয়া তাঁর মুখে শূলাঘাতের দাগ দেখাইলেন। এই রূপে পাঁচ ছয় বার তিনি আমার সম্মুখে আসিয়া ব্রহ্মধ্যানে বাধা দান করায়, আমি নীচে গিয়া ভৈরবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইনি কে ও কেন পুনঃ পুনঃ এসে আমার ধ্যানবিঘ্ন সৃষ্টি করছেন?" ভৈরবানন্দ তাঁকে যোগবলে ডেকে দেখিলেন, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র। ইন্দ্রদেব আমাকে বলছেন, "তুমি সাকার ইষ্টধ্যান ছেড়ে নিরাকার জ্যোতিধ্যান করো না।" যখন মুমুক্ষু সাধক ব্রহ্মলাভের জন্য প্রাণপণ ধ্যানাভ্যাস করেন, তখন দেবতারাও তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পশ্চাৎপদ হন না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে সত্যই উক্ত হইয়াছে যে, দেবগণও মোক্ষমার্গে বহু বিঘ্নসৃষ্টি করেন। পরদিন রবিবার ভোর ৪টায় পূর্ববৎ আমি ধ্যানে বসিলাম। আমার ধ্যান গভীর হইবামাত্র ইন্দ্রদেব পূর্বরাত্রিবৎ আসিলেন ও আমার সম্মুখে বসিয়া মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। আমি তাঁকে সরিয়া যাইতে পুনঃ পুনঃ অনুনয় করা সত্ত্বেও আমার সম্মুখে তিনি আধঘণ্টাকাল স্থির ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপবিষ্ট রহিলেন। আমি আসন ছেড়ে চলে যাবার পর তিনি অদৃশ্য হলেন। আমার কাছে আসার পূর্বে, অগ্র তিনি ধ্যানমগ্না মহাগৌরীর সম্মুখে বসেছিলেন। ধ্যানান্তে আমি নীচে যাইয়া ভৈরবানন্দের কাছে দেবরাজের উপদ্রবের কথা জানাইলাম। তখন ভৈরবানন্দের আহ্বানে দেবরাজ অবিলম্বে আসিলেন। আমরা তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আপনার কর্মধারায় কোন বাধা দান করিব না। তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া অভয় দিলেন, আমি আর এই বৃদ্ধ সাধুর মোক্ষলাভে অন্তঃরায় হইব না, বরং সর্বদা তাঁহার রক্ষক হইব। মহাকুণ্ডলিনী চক্রে উঠিলে, সাধক ইন্দ্রাদি দেবগণের উপর প্রভুত্বলাভ করে ও তাঁহাদের কর্ম্মধারায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে। মহাসত্ত্বগুণ জয়ান্তে উক্তভূমিতে উঠিয়া পাছে আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রতুল্য ইন্দ্রত্ব কামনা করি, তাই ইন্দ্রদেব আতঙ্কিত হয়ে আমার সিদ্ধিলাভে বাধা দিতে এসেছিলেন। দেবরাজের পূর্ণ-মূর্ত্তি স্পষ্টভাবে দেখিয়া আমি ধন্য হইলাম।

২৫শে নভেম্বর সোমবার ভোর সাড়ে চারটায় ধ্যানকালে আমি দেখিলাম, পুনরায় ইন্দ্রদেব আসিয়া আমার সম্মুখে বসিলেন, ও নির্নিমেষ নয়নে আমার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ইহার ফলে আমার গভীরধ্যান ব্যাহত হইল। আমি ও মহাগৌরী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলাম, আপনি দয়া করে সরে যান। আমরা উভয়ে স্বশক্তি প্রয়োগে তাঁহাকে সরাইতে অক্ষম হইয়া আমাদের ইষ্টদেবতাদের শরণাপন্ন হইলাম। মহাগৌরী তাঁর ইষ্টদেব শিবঠাকুরকে কাতর প্রার্থনা করায়, শিবাদেশে দুর্বাসা মুনি আসিলেন ও আমার সম্মুখে ইন্দ্রদেবের বামদিকে বসিলেন। তাঁর রক্তবর্ণ বৃহৎ নয়নযুগল ও প্রশস্ত কপাল ও মাথার জটার ঝুঁটি স্পষ্টভাবে দেখিয়া আমি তাঁকে চিনিলাম, ও সভক্তি প্রণাম করিলাম। সিদ্ধর্ষি দুর্বাসা আসিতেই দেবরাজ ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন। ভোর ৪॥০ টা হইতে ৫॥০ টা পর্যন্ত পুরা এক ঘণ্টা ইন্দ্রদেব আমার সম্মুখে উপবিষ্ট ছিলেন। পূর্বদিন প্রাতঃকালে তিনি আমাকে অভয় দিলেন, "তোমার রক্ষক হবো।" ইহাসত্ত্বেও তিনি তৃতীয় বার আসিলেন ও মহর্ষি দুর্বাসার ভয়ে পালাইলেন। ইন্দ্রাদি দেবতারাও যোগীবর দুর্বাসাকে ভয় করেন। সোমবার সন্ধ্যায় ও পরদিন মঙ্গলবার ভোরে ধ্যানকালে ইন্দ্রদেব আমার সম্মুখে আসিয়া পূর্ববৎ বসিলেন, ও ধ্যানভঙ্গের চেষ্টা করিলেন।

১৯শে নভেম্বর ১৯৬৩, মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বেলা ১টায় মন্দিরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্চিম বারন্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে তন্দ্রিতনয়নে আমি দেখিলাম, অনেক সূক্ষ্মদেহী নরনারী আসিয়া আমার কাছে ভীড় করিয়া দাঁড়াইলেন। তন্মধ্যে একটি গৌরবর্ণ দেববালক আসিয়া আমার বিছানায় বসিলেন, এবং অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে আড়চোখে তাকাইতে লাগিলেন। তখন দেখা গেল তাঁর চোখ দুটি ধপ্‌ধপে সাদা, মাথায় ছোট চুল ও সাদা কাপড় পরা। ঐ সুন্দর বালক কিছুক্ষণ বসে চলে গেলেন। ইনি বামন অবতার। এখন পূর্ণ বিষ্ণুমার্গে আমার সাধন চলছে এবং কৃষ্ণ ও কল্কি আমাদের মন্দিরে লীলা করছেন বলে, সব অবতার আমাকে দর্শনদানে ধন্য করবেন। অদ্য ভগবান বামনের মনোহর বালমূর্ত্তি দর্শনে আমি কৃতার্থ হইলাম। ইহার পূর্বেও দুইতিন বার বামনদেব আমাকে দর্শন দিয়েছেন।

৩রা ডিসেম্বর ১৯৬৩, মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বেলা একটায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে তন্দ্রিত নয়নে আমি দেখিলাম, একটি গৌরবর্ণ দিব্যদেহী প্রৌঢ় পুরুষ আসিয়া আমার বিছানায় প্রশান্ত বদনে বসিলেন ও মন্দিরের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রহিলেন। তাঁর গলায় অনেক তুলসী মালা বুকের উপর সুন্দর ভাবে সাজান ছিল। মাথায় ছোট কালচুল, বলিষ্ঠ শরীর, অনাবৃত গাত্র, ও সাদা কাপড় পরা। ইনি বহুক্ষণ প্রীতিভরে আমার পাশে বসিয়া আমাকে কিছু বলিলেন ও তৎপরে চলিয়া গেলেন। ইনি বৈকুণ্ঠবাসী নারদ ঠাকুর, যিনি নিরাকার পরমাত্মজ্যোতিঃ দর্শনে অভিভূত হইয়া সাধন সমাপ্ত করেন। ইনি আমাকে বলিলেন, "সাকার সগুণ ইষ্টধ্যান ছেড়ে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মধ্যান করিও না।" অদ্য শাস্ত্রোক্ত নারদ দর্শনে কৃতার্থ হইলাম।

৩০শে মে ১৯৬৩, বৃহস্পতিবার বৈকাল ৪টায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় চেয়ারে পশ্চিমমুখো হয়ে বসে আমি একখানি চিঠি লেখাইতেছিলাম। তখন আমি খোলা চোখে স্পষ্টভাবে দেখিলাম, আমার সম্মুখে যমুনাদেবী আবির্ভূতা হইলেন। তাঁকে দেখে আমি প্রথমে চিনিতে না পেরে মহাগৌরীকে ডাক দিলাম। মহাগৌরীও উপরে এসে তাঁকে দেখে চিনিতে পারলেন না। ইতি-মধ্যে মুনিবর নন্দীশ্বর এসে নবাগতা দেবীমূর্তিকে সভক্তি প্রণাম করে মন্দিরে নিয়ে গেলেন। যমুনাদেবী শুভ্রবর্ণা, দ্বিভুজা, নীল শাড়ী কুঁচিয়ে পরা পশ্চিমা-ঞ্চলের নারীদের মত। গলায় মুক্তাহার, কোমরে চন্দ্রহার, মাথার চুল সুষ্ঠুভাবে আঁচড়ানো ও বাঁধা, মাথায় কাপড় নাই, নানালংকারে ভূষিতা, বালিকামূর্তি। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে এলেন ও পশ্চিম বারান্দায় চেয়ারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসে মন্দিরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে বলিলেন, ইনি যমুনাদেবী। যেমন গঙ্গার বাহন মকর, তেমনি যমুনার বাহন হাঙ্গর। সন্ধ্যাসমাগমে মহাগৌরী যমুনার নামে মন্দিরে বাতি জ্বালিলেন, এবং পরদিন প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নে তাঁহাকে মিষ্টান্ন ও পায়সাদি নিবেদন করিলেন। যমরাজের সহোদরা যমুনাদেবীকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয় :—

ওঁ যমস্বসনমস্তেঽস্তু যমুনে লোকপূজিতে।
বরদাভব মে নিত্যং সূর্য্যপুত্রি নমোঽস্তুতে॥

৪ঠা জুন মঙ্গলবার, সকাল ৯টায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে লেখাপড়া কাজে আমি ব্যাপৃত ছিলাম, ও মহাগৌরী একতলায় রান্নাঘরে ছিলেন। তখন আমি হঠাৎ দিব্যগন্ধ আঘ্রাণপূর্বক মহাগৌরীকে ডাক দিয়ে বলিলাম ও দেখিলাম, পশ্চিমাকাশে শুভ্রবর্ণা হাঙ্গরবাহনা যমুনাদেবী গমনোদ্যতা। জ্যোৎস্নাময় বাহনটীকে আমি স্পষ্টভাবে দেখিলাম। মহাগৌরীও একতলা থেকে, দিব্যদৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিয়া চিনিলেন ও বলিলেন, যমুনাদেবী শুভ্রবর্ণা হইলেও নীলবসনা। বিগত বৃহস্পতিবার যমুনাদেবী আমাদের মন্দিরে এসেছিলেন এবং ৪।৫ দিন থাকিয়া আজ স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছেন।

২৬ শে নভেম্বর ১৯৬৩, মঙ্গলবার ভোর ৫টায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় বসে ধ্যানকালে আমি দেখিলাম, দেবরাজ এসে আমার সম্মুখে বসলেন ও আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রহিলেন। তখন একটি গৌরবর্ণা দিব্যদেহী মাতৃমূর্তি এসে আমার ডান দিকে বসলেন ও ডান হাত বাড়িয়ে একটি দিব্যকৌটা আমাকে দেখালেন। তখন তার হাতে চুড়ি, বালা ও চুড় প্রভৃতি নানা স্বর্ণালঙ্কার স্পষ্টভাবে দেখা গেল। একটু পরে তিনি আবার বাম দিকে এসে বসলেন, ও উক্ত রৌপ্য কৌটা থেকে ছাপে সিন্দুর তুলে নিয়ে আমার কপালে টিপ দিলেন। ইনি সাদা শাড়ী পড়া, মাথায় ঘোমটা ও প্রৌঢ়বয়স্কা। ইনি আমার ইষ্টদেবী ও আমার কপালে রক্ষাটীকা বা জয় টীকা বা সিদ্ধিটীকা দিলেন। ইহার ফলে ইন্দ্রাদি দেবতা বা অন্য কেউ সম্মুখে বসে আমার ধ্যানভঙ্গ করতে পারবেন না। ইহার পরও ইন্দ্রদেব আরাধনার দ্বারা তাঁহাকে সুপ্রসন্না করিয়া পূর্ববৎ ধ্যানকালে আসিয়া আমার সম্মুখে বসিতে লাগিলেন। ৪ঠা ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় মাকড়দহে গিয়া স্বামী ভৈরবানন্দকে ইন্দ্রদেবের উপদ্রব জানাইলাম। আমার আহ্বানেই তিনি ইন্দ্রদেবকে ডাকিয়া কম্বুকণ্ঠে বলিলেন, "আর আপনি আমার বৃদ্ধ গুরুর ব্রহ্মধ্যানে বাধা দিবেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। তাহাসত্ত্বেও ইন্দ্রদেব পরদিন প্রাতঃকাল হইতে প্রত্যহ আসিয়া ধ্যানে বাধা দিতে লাগিলেন। মন্দিরমধ্যে ধ্যানকালেও তিনি আসিলেন।

৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৩, শুক্রবার ভোর ৪৷৷০টায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় বসে একঘণ্টা ধ্যান করার পর কোমরে ব্যথা বেড়ে যাওয়ায় ৫৷৷০টায় শুয়ে আমি ব্রহ্মধ্যান করিতেছিলাম। পূর্ববৎ ইন্দ্রদেব আসিয়া পুনঃ পুনঃ আমার ধ্যানভঙ্গ করিলেন ; সরিয়া যাইতে বলা সত্ত্বেও তিনি গেলেন না। এমন সময় আমি তন্দ্রিত নয়নে দেখিলাম, একটি বয়োবৃদ্ধ শুভ্রবর্ণ দিব্যদেহী পুরুষ আসিয়া আমার বাম শিয়রে বসিলেন।—বলিষ্ঠ শরীর, খালি গা, মাথায় টাক ও অল্প সাদা চুল এবং সাদা কাপড় পরা। আমি তাঁকে সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে ? তিনি মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "আমি পরমাত্মলোকের অধিবাসী"। এই কথা বলার পরও তিনি কিছুক্ষণ বসেছিলেন ও আমাকে নিম্নোক্ত উপদেশ দিয়ে চলিয়া গেলেন :—"যখন ইন্দ্রদেব তোমার সম্মুখে এসে বসবেন, তখন তুমি ত্রিনয়নের চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির জ্যোতিঃ একত্রে তাঁহার চতুর্বিংশতিতত্ত্বপীঠের উপর নিক্ষেপ করে ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন থাক। যদি উহা সম্ভব না হয়, তাহলে জ্যোতিঃপীঠে তোমার কুণ্ডলিনী তুলে, স্বীয় ললাটে কোটি সূর্য্যের জ্যোতিঃ ধ্যান কর। তাহলে তিনি সরে যাবেন"। ইনি পরমাত্মলোকবাসী বিদেহমুক্ত ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ। ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৩, শনিবার নৈশ ভোজনান্তে রাত্রি ৯৷৷০টায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় আমি শুয়েছিলাম। তখন আমি তন্দ্রিত নয়নে দেখিলাম, পূর্বজন্মের গুরুদেব পরমানন্দ গিরি দ্রুতপদে আসিয়া আমার বিছানায় দাঁড়াইলেন। তাঁহার দুই পায়ে হলদে কাঠের খড়ম ও খড়মে কাল মুণ্ডি, মাথায় অল্প সাদা পাকা চুল, কোমরে কৌপিন ও আপাদমস্তক হরিদ্রাবর্ণ। কয়েক মিনিট পরে পুনরায় আমি দেখিলাম, তিনি পূর্ববৎ আমার শয্যায় দণ্ডায়মান, ও তাঁহার সর্বাঙ্গ থেকে উজ্জ্বল হলদে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে চারিদিক আলোকিত করছে। তাঁর আপাদমস্তক স্পষ্টভাবে দেখিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম। রবিবার ভোরে ধ্যানকালে আমি দেখিলাম, তিনি আমার সম্মুখে আসিয়া পূর্বমূর্তিতে দাঁড়াইলেন। পূর্বরাত্রে হঠাৎ ইন্দ্রদেব আসিয়া পড়ায় তিনি দ্রুতবেগে মৎসমীপে এসেছিলেন। তিনি যে হরিদ্রাভ দিব্যজ্যোতিঃ দেখাইলেন, তাহা কোটিচন্দ্রের মহাজ্যোতিঃ। যদি আমি ললাটে কোটিসূর্য্যের জ্যোতিঃ ধ্যান করিতে না পারি, তিনি কোটি চন্দ্রের জ্যোতিঃ ধ্যান করিতে বলিলেন। উক্তরূপে ধ্যান করিলে, ইন্দ্রদেব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরে যাবেন। ১২ই ডিসেম্বর ১৯৬৩ বৃহস্পতিবার ভোরে ধ্যানকালে ইন্দ্রদেব আসিয়া আমার সম্মুখে বসিলেন, কিন্তু আমি পূর্বোক্ত প্রকারে ধ্যান করিতে তিনি সরিয়া গেলেন। পরমানন্দজী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন বলে কোটি চন্দ্রের জ্যোতিঃ দেখাতে পারলেন। বিদেহমুক্ত মহাপুরুষ তদ্রূপ করিতে পারেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.............
Shree Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS
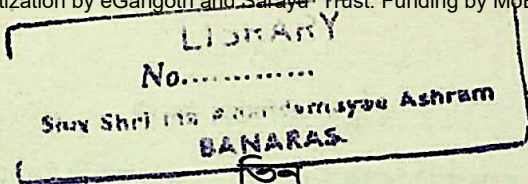
পরিশিষ্ট

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৩, মঙ্গলবার আমরা বহরমপুর সমীপে বলরামপুর গ্রামে কোন ভক্তগৃহে অতিথি ছিলাম। তথায় উক্তদিন ভোর চারটায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে অন্ধকারে খোলা চোখে আমি দেখিলাম ; ধূম্রবর্ণ ভীমমূর্তি কেতু গ্রহ এসে মিত্রভাবে আমার সম্মুখে শূন্যে দাঁড়ালেন ও বললেন, "আজ বেলুড়ে ফেরার পথে ট্রেনে ও বাসে তোমরা সাবধানে যাবে, বিপদের আশঙ্কা আছে" মহাগৌরী ও ভৈরবানন্দ পলালধূমসংকাশ কেতুদেবকে দেখিলেন। সত্যই ট্রেনে ও ঘোড়ার গাড়ীতে আমরা বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম, কিন্তু ব্রহ্মময়ীর অনুগ্রহে রক্ষা পেলাম। রাত্রি নয়টায় বেলুড় ধর্মচক্রে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে তন্দ্রিত নয়নে দেখিলাম, পুনরায় কেতুদেব মৎসমক্ষে আবির্ভূত হলেন ও মিত্রভাবে বললেন, "কাল থেকে ইংরাজী নববর্ষ আরম্ভ হবে। নববর্ষের প্রথম তিন মাস সমগ্র ভারতে শনি ও মঙ্গল গ্রহদ্বয় প্রভাব বিস্তার করবেন এবং আমিও তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করব। তোমরা এই তিন মাস সর্বদা সতর্ক থাকবে।" গত বৎসর কেতুদেব আমার প্রতি রুষ্ট ছিলেন এবং বর্তমান বৎসরে তিনি তুষ্ট হয়েছেন। ইহার কারণ, আমরা উৎসবসময়ে পূজাকালে নবগ্রহকে পৃথক নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করি।

৭ই জানুয়ারী ১৯৬৪, মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে আমি বিশ্রাম করিতেছিলাম, ও মহাগৌরী উক্ত বারান্দায় দক্ষিণ প্রান্তে বসেছিলেন। তখন আমি দেখিলাম, আমার খাটের পূর্ব দিকে একটি কালো পর্দা দেখা গেল। অনন্তর উহার মধ্যস্থলে একটি ত্রিকোণ ছিদ্র ফুটিয়া উঠিল ও তন্মধ্যে একটি বড় চোখ দেখতে পেলাম। মহাগৌরীও উক্ত কালো পর্দার মধ্য দিয়া ঐ বড় চোখ দেখতে পেলেন, কিন্তু পর্দার আড়ালে কাহাকেও দেখা গেল না। এক মিনিট থেকে ঐ পর্দা ও তন্মধ্যস্থ চক্ষু অদৃশ্য হ'ল। ইনি মিত্রগ্রহ কেতুদেবও বলছেন, "তোমরা সাবধানে থেকো। পর্দার আড়াল থেকে অকস্মাৎ বিপদ আসবে।" পরদিন বুধবার মাকড়দহে ভৈরবানন্দ হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে অত্যন্ত আহত হলেন।

৬ই জানুয়ারী ১৯৬৪, সোমবার সন্ধ্যার পরে মহাগৌরী বালির বাসা থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফিরলেন। আজ স্বামী বিবেকানন্দের ১০২তম শুভজন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড়মঠে স্বামীজীর শতবার্ষিকী হচ্ছে। আমার নির্দেশে মহাগৌরী স্বামীজীর নামে মন্দিরে মোমবাতি জ্বালিলেন, এবং স্বামীজীর ইষ্টদেব শিবঠাকুরকে মিষ্টান্ন নিবেদনপূর্বক বলিলেন, "আপনি ইহা গ্রহণ করুণ ও স্বামীজীকে ডেকে প্রসাদ দিন"। শিবাদেশে স্বামীজী অবিলম্বে মন্দিরে এলেন, ও তাঁর আরাধ্য দেবতা শিবকে মাথা নিচু করে প্রণাম করলেন এবং কালী, কল্কি, ও গোপাল প্রভৃতি দেবতাকে যুক্তকরে সভক্তি প্রণতি জানালেন। আশুতোষ মহাদেব স্বামীজীকে আশীর্বাদ করে অমৃতপ্রসাদ দিলেন। স্বামীজীর মাথায় সোনালী পাগড়ী ও গলায় স্বর্ণবর্ণ পুষ্পমাল্য ও গায়ে গেরুয়া বেনিয়ান ছিল। একটু পরে তিনি মাথার পাগড়ী খুলে ফেললেন। তখন আমি পশ্চিম বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্বামীজীকে ভক্তিভরে মানসপ্রণাম করিলাম। স্বামীজী সত্বর মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন, এবং আমার দুই হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে স্নেহাশিস জানিয়ে চলে গেলেন। পূর্বরাত্রে প্রায় ২টার সময় জেগে আমি দেখলাম, স্বামীজী উক্ত মূর্তি ধরে আমার মশারির দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন তাঁর গলায় ফুলের মালা ছিল না, কিন্তু মাথায় পাগড়ী ছিল।

১০ই নভেম্বর ১৯৬৩, রবিবার পূর্বাহ্নে বেলগাছিয়ার কোন ভক্তের বাসায় বসিয়া মহাগৌরী হারমনিয়াম বাজাইয়া একটি কালীসঙ্গীত গাহিলেন ও গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইলেন। আমি পাশে বসে একমনে তাঁর গান শুনিতেছিলাম। তখন একটি সূক্ষ্মদেহী সুন্দর রমণী এসে আমার বামদিকে বসলেন ও দুই হাতে দুই চোখ ঢেকে কাঁদিতে লাগিলেন।—সাদা শাড়ী পরা, মাথায় ঘোমটা নেই, মাথার চুলগুলি সুষ্ঠুভাবে আঁচড়ান ও গৌরবর্ণা। আমার ডাকে মহাগৌরী ব্যথিতা হয়ে তাকে দেখলেন। আমরা কেহই তাঁকে চিনতে পারলাম না। কয়েক দিন পরে ভৈরবানন্দকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ সুন্দরী রমণী কে? ভৈরবানন্দ তাঁকে যোগবলে ডেকে পেলেন না। ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার বহরমপুর সমীপে বলরামপুর গ্রামে সন্ধ্যাবেলায় কোন ভক্ত গৃহে বসে আমরা তিনজন কৃষ্ণযাত্রা শুনিতেছিলাম। তখন ঐ সূক্ষ্মদেহী রমণী এসে আমার বামদিকে বসলেন, ও পূর্ববৎ দুই হাতে চোখ ঢেকে কাঁদিতে লাগিলেন। আমার অনুরোধে ভৈরবানন্দ তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে জানিলেন, ইনি ইহজন্মে আমার মাতামহী ছিলেন ও এখন স্বর্গবাস করছেন। তাঁর কন্যা ও আমার জননী সীতাদেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মচক্রের মন্দিরে সূক্ষ্মদেহে সাধন করে বিদেহমুক্তা হয়েছেন। তাই তিনিও উক্তরূপে বিদেহমুক্তি লাভের কামনা করেন।

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৩, মঙ্গলবার সকাল নয়টায় মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় চেয়ারে বসে আমি রোদ পোহাইতেছিলাম। তখন আমি তন্দ্রিতনয়নে দেখিলাম, একটি সুনীল পুরুষদেবতা আসিয়া সম্মুখে বসিলেন, ও প্রফুল্লবদনে আমাকে কিছু বলিলেন।—নীলবর্ণ রাজপোষাক পরিহিত, মাথায় পাগড়ী, ছোট গোঁফ ও গৌরবর্ণ। ইনি বায়ুদেবতা। ইনি আমাকে বললেন, "পঞ্চবায়ুকে একত্রিত করে অনাহতপদ্মে ও তদূর্দ্ধে তোল। তাহলে সমাধি হবে। যিনি সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের ধ্যান করেন, তিনিই পঞ্চবায়ুকে একত্রিত করে উপরে তুলিতে সমর্থ, অন্যে নহে"। ৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৩, শুক্রবার হইতে প্রায়শঃ একটি নীলাভ জ্যোতি খণ্ড আমি সর্বদা দেখিতেছি। গ্যাস আলোর মত ঐ জ্যোতিঃ ঈষৎ নীল ও অতি শুভ্র। ইহা বায়ুতত্ত্বের জ্যোতিঃ। বায়ুতত্ত্ব নীলবর্ণ। বায়ুতত্ত্ব জয় করলে শ্বাসরোধ হয়, বায়ু স্থির হয় ও সমাধি হয়। ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৩, বুধবার নৈশ ভোজনান্তে রাত্রি দশটায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শায়িত ছিলাম। তখন আমি তন্দ্রিতনয়নে দেখিলাম, একটি ছোট মেষ সূক্ষ্মদেহে এসে আমার শয্যায় শিয়রে দাঁড়াল।—পাংশুবর্ণ, শিংদুটি পিছন দিকে মোড়া, ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়াল। আমার ডাকে মহাগৌরীও উহাকে দেখিলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট থেকে উক্ত মেষ অন্তর্হিত হল। আমি মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই মেষ কি যমবাহন? তখন ইহজন্মের পিতৃদেব আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললেন, "চুপ কর, ও কথা বলো না। ইনি অগ্নির বাহন মেষ"। তাই মণিপুরে অগ্নিপীঠে মেষ দেখা যায়। অগ্নিদেব আমাকে বললেন, বৈশ্বানর অগ্নিতাপে তোমার পাপপুণ্য দগ্ধ করে পরমাত্মধামে প্রবেশ কর।

১২ই ডিসেম্বর ১৯৬৩, বৃহস্পতিবার মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় নৈশ ভোজনান্তে আমি শুয়েছিলাম। তখন আমি তন্দ্রিতনয়নে দেখিলাম। আমার সম্মুখে মশারীর মধ্যে শূন্যে একটি শ্বেতবর্ণ মাঝারী কুকুর এসে বসিল। তার কানদুটি বেশ বড় ও ঝুলে পড়েছে, সারা গায় দুধের মত সাদা ধব্‌ধবে লোমরাশি। সে আমার দিকে সপ্রেম নয়নে বহুক্ষণ তাকিয়ে রহিল, ও কিছু বলে অদৃশ্য হল। ইনি ধর্মের বাহন কুকুর, বা ছদ্মবেশী ধর্মরাজ। ইনি আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা দিয়ে বললেন, "তুমি ধর্মরাজ্য বা ত্রিগুণরাজ্য অতিক্রম করে যাচ্ছ। এবার গুণাতীত ব্রহ্মধামে বা মোক্ষধামে প্রবেশ কর"।

১০ই ডিসেম্বর ১৯৬৩, মঙ্গলবার মধ্যরাত্রে হঠাৎ আমার ঘুমভেঙ্গে গেল ও বুঝিলাম, আমি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়েছি। তখন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রহিলাম ও স্তিমিত তন্দ্রিত নয়নে দেখিলাম, আমার খাটের পাশে একটি বড় কালো মহিষ দাঁড়িয়ে আছে, ও তার শিং দুটি পিছন দিকে বাঁকা। আমার ডাকে মহাগৌরীও উহাকে দেখিলেন। প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে ঐ মহিষ চলে গেল। ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৩, মঙ্গলবার উক্ত মহিষ আবার এসে আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ইনি ইন্দ্রশত্রু মহিষাসুর। ইন্দ্রদেব এসে আমার ব্রহ্মধ্যানের বিঘ্নসৃষ্টি করিতেছিলেন বলে, মহাভক্ত মহিষাসুর এসে মৎসমীপে দাঁড়িয়েছিলেন। মহিষাসুরের আগমনে ইন্দ্রদেব পলায়ন করলেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে, মহিষাসুরের প্রবল প্রতাপে ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গচ্যুত হন!

২৯শে নভেম্বর ১৯৬৩, শুক্রবার হাওড়া থেকে ফিরে বেলা ১১টায় মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় আরাম চেয়ারে শুয়ে শ্রান্তশরীরে বিশ্রাম করিতে-ছিলাম। তখন আমি তন্দ্রিতনয়নে দেখিলাম, আমার সম্মুখে একটি শ্বেতবর্ণ সহস্রদল মহাপদ্ম ফুটে উঠল। উহাতে দশস্তর সুসজ্জিত, ও কেন্দ্রস্থলে ছোট গোল কর্ণিকা স্পষ্টভাবে দেখিলাম। উহার পশ্চাতে পূর্বজন্মের গুরুদেব পরমানন্দগিরি ছিলেন। তিনি আমাকে উক্ত পদ্ম দেখিয়ে বললেন, "এখন থেকে শিরোদেশে জ্যোতির্ময় সহস্রদল মহাপদ্মে, ব্রহ্মধ্যান কর। তা'হলে যথাসময়ে তোমার ব্রহ্মদর্শন হবে।

সাধারণতঃ ষট্চক্র ও সপ্তম চক্র সহস্রার নানা শাস্ত্রে উল্লিখিত। যোগিরাজ ভৈরবানন্দ আরো এগারটি চক্রের বর্ণনা দিয়াছেন! অতএব যোগশাস্ত্র অনুসারে মূলাধার থেকে সহস্রার পর্য্যন্ত আঠারটি চক্র অবস্থিত। মূলাধার চতুর্দল, স্বাধিষ্ঠান ষড়দল, মণিপুর দশদল, অনাহত দ্বাদশদল, বিশুদ্ধ ষোড়শদল, আজ্ঞা দ্বিদল, ও সহস্রার সহস্রদল। আজ্ঞাচক্রের নিম্নদেশে ললনাচক্র বিদ্যমান। ললনাচক্র রক্তবর্ণ চতুর্দল পদ্ম। ইহাই ঋষিলোক। এখানে ব্রহ্মা একমুখ, ও ঋষিমূর্তি ধারণ করেন। এখানে উঠিলে সাধক বৈদিক ব্রহ্মচর্য্যের ও নিরাকার সাধনের অধিকারী হন। আজ্ঞাচক্রের উপরে নাদচক্র অবস্থিত। নাদচক্র বিদ্যুৎবর্ণ দশদল পদ্ম, এখানে কোন দেবতা নাই। এই সূক্ষ্ম পদ্ম থেকে নাদ উঠে দশদিকে ছড়িয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়ে। একটি কেশকে দশ হাজার ভাগে ভাগ করিলে এক এক অংশ যত সূক্ষ্ম হয়, এই পদ্মে পাঁপড়িগুলি তত সূক্ষ্ম। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যতীত অন্য কেহ এই তত্ত্ব ধ্যানযোগে ধরিতে পারে না। নাদচক্রের উপরে বিন্দুপীঠ অবস্থিত। বিন্দুপীঠ দ্বিদল পদ্ম। উহার দুইদল বক্রাকারে উপরে যুক্ত, ও তন্মধ্যে জ্যোতির্বিন্দু বিদ্যমান। বিন্দুপীঠের উপরে শক্তিপীঠ অবস্থিত। শক্তিপীঠ চতুর্বিংশদল, শুভ্রবর্ণ, সূক্ষ্মপদ্ম। চতুর্দশভুবনের সৃষ্টিশক্তি এই পদ্ম থেকে উৎপন্ন হয়। শক্তিপীঠের উপরে অবস্থিত সত্ত্বগুণপীঠে কোন পদ্ম বা যন্ত্র নাই, শূন্যস্থানে গৃহনির্মাণতুল্য এই যোগপীঠ ধ্যানযোগে দর্শনীয়। সত্ত্বগুণপীঠের উপরে নিরঞ্জনপীঠ অবস্থিত। নিরঞ্জনপীঠে বিশ্বপাতা বিষ্ণু নিরঞ্জন হংসমূর্তি ধরে বিরাজ করেন। পরমাত্মা হংসমূর্তি ধারণপূর্বক কারণসলিলে অবতীর্ণ হন। তাই হংসকে প্রথম অবতার বলা হয়।

নিরঞ্জনপীঠের উপরে ইষ্টপাদপীঠ বা জ্যোতিঃপীঠ অবস্থিত। একই পীঠের নিম্ন ও উর্দ্ধ অংশদ্বয়কে যথাক্রমে ইষ্টপাদপীঠ ও জ্যোতিঃপীঠ বলা হয়। ইষ্টপাদপীঠে কোন পদ্ম নাই। এখানে সাধক স্ব স্ব ইষ্টের পাদপদ্মের ধ্যান করিলে স্ব স্ব স্থূলস্বরূপের ক্রিয়াকলাপ বুঝিতে পারে। জ্যোতিঃপীঠ থেকে জ্যোতিঃরাজ্য আরম্ভ হয়। এখানে সাধক ইষ্টদেবের জ্যোতিঃমূর্তি দর্শন করেন। হংসরূপ নিরঞ্জন, ইষ্টপাদপীঠ ও জ্যোতিঃপীঠ—এই তিন পীঠে সত্ত্বের তম, সত্ত্বের রজ, ও সত্ত্বের সত্ত্ব ভাব বিদ্যমান। সুতরাং জ্যোতিঃপীঠ পর্য্যন্ত সত্ত্বরাজ্য প্রসারিত, ও এই পীঠ অতিক্রম করিলে গুণরাজ্য অতিক্রান্ত হয়। জ্যোতিঃ পীঠের উপরে চতুর্বিংশতিতত্ত্বপীঠ অবস্থিত। চতুর্বিংশতিতত্ত্বপীঠে কোন পদ্ম নেই। ইহা একটি ত্রিকোণযন্ত্র মাত্র। ইষ্টদেবতা বা ব্রহ্মাণ্ডের স্থূলদেহ প্রসবিনী মহাশক্তি এখানে বিরাজিতা।

১২ই ডিসেম্বর ১৯৬৩, বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বেলা একটায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে মন্দিরের দিকে মুখ ফিরিয়ে আমি বিশ্রাম করিতেছিলাম। তখন আমি তন্দ্রিত নয়নে দেখিলাম, একটি গৌরবর্ণ সূক্ষ্মদেহী পুরুষ আসিয়া আমার দুই বাহু ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া একটি চতুষ্কোণ বৃহৎ যন্ত্র আমাকে দেখাইলেন ও প্রীতিভরে কিছু বলিলেন। মাথায় মাঝারী কালো জটা, খালি গায় গলায় রুদ্রাক্ষমালা, পরণে রক্তবস্ত্র ও বলিষ্ঠ শরীর। তিনি যে যন্ত্র দেখালেন, তা আমার খাটের চেয়েও বড়; তন্মধ্যে একটি বৃহৎ বৃত্ত, ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন্দ্রস্থলে ত্রিকোণমধ্যে একটি ছোট ছিদ্র আছে। উক্ত যন্ত্র অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত। আমার ডাকে মহাগৌরীও তাঁহাকে ও তাঁহার বৃহৎ যন্ত্রটিকে দেখিলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট থাকিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। ইনি দেবীলোকবাসী শাক্তসাধক হরিকান্ত শর্ম্মা। ব্রহ্মজ্ঞান না নিয়ে ইনি ইষ্টলোকে বাস করেন। ইনি যে যন্ত্র দেখালেন উহা চতুর্বিংশতিতত্ত্বপীঠের ত্রিকোণযন্ত্র। ওই যন্ত্র মধ্যে যে ছিদ্র আছে, তাহার ভিতর দিয়ে কুলকুণ্ডলিনীকে তুলে উপরে যেতে হবে। উক্ত ছিদ্র বন্ধ আছে। কুলকুণ্ডলিনীর মাথা ওই ছিদ্রে ধাক্কা মারলে, ওই ছিদ্র খুলে যাবে।

১৯শে ডিসেম্বর ১৯৬৩, বৃহস্পতিবার ভোর ৫টায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয়শয্যায় বসে আমি ব্রহ্মধ্যান করিতেছিলাম। যখন ধ্যান গভীর হইল, তখন আমি স্তিমিতনয়নে দেখিলাম, একটি স্বর্ণবর্ণা দীর্ঘকায়া দেবীমূর্ত্তি এসে আমার ডান দিকে উচ্চাসনে বসিলেন। আমি তাঁর পূর্ণমূর্ত্তি স্পষ্টভাবে দেখিলাম :— সাদা শাড়ী পরা, মাথার ঘোমটা, হাতে সোনার বালা, গলায় মুক্তাহার ও দোহারা চেহারা। আমার ডাকে মহাগৌরীও তাঁহাকে দেখিলেন। প্রায় ৫ মিনিট থেকে তিনি চলে গেলেন। সকাল ৭টায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে চা পানের সময় আমি ও মহাগৌরী পরস্পরে ঐ দেবীর কথা বলছিলাম। তখন তিনি আবার এসে আমাদের সম্মুখে প্যারাপেটের কাছে উচ্চাসনে পশ্চিমদিকে মুখ ফিরিয়ে বসিলেন, এবং ২।৩ মিনিট পরে চলে গেলেন। ইনি আমার ইষ্টদেবী ও বলছেন, যদি চতুর্বিংশতিতত্ত্বপীঠে ত্রিকোণযন্ত্রের জ্যোতিঃ ধ্যান করিতে অসমর্থ হও, তাহলে দ্বিভুজা শুদ্ধসত্ত্বা ত্রিনয়না মহামায়া, বা জ্যোতির্ময় ইষ্টমূর্ত্তি ধ্যান করলে ওই পীঠজয় হবে।

চতুর্বিংশতিতত্ত্বপীঠের উপরে মহাকুণ্ডলিনীপীঠ অবস্থিত। মহাকুণ্ডলিনীপীঠে জ্যোতির্ময় মহাকুণ্ডলিনী বিরাজিতা। ইহা জ্যোতির্ময় অর্ধচন্দ্র রূপে প্রকটিতা। একগাছা কেশকে দশহাজার ভাগে ভাগ করিলে এক এক ভাগ যত সূক্ষ্ম হয়, জ্যোতির্ময় অর্ধচন্দ্র তত সূক্ষ্ম। অর্ধচন্দ্র কোটিসূর্য্যের জ্যোতিসম্পন্ন। ইহাকে দর্শন করিতে হইলে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির জ্যোতিঃ একত্রে ত্রিনয়নে ধ্যান করিতে হয়। দ্বিতীয়ার চন্দ্রকে মহাকুণ্ডলিনীর প্রতীকরূপে মুসলমানগণ উপাসনা করেন।

পরমশিবপীঠ, নির্ব্বাণকলাপীঠ ও বিসর্গশক্তিপীঠে কোন পদ্ম নেই। নির্ব্বাণকলা ত্রিকোণযন্ত্র মাত্র। পরমশিব জ্যোতির্ময় ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ ও অভি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্ম। চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির জ্যোতিঃ একত্রে ধ্যান করিলে, সমর্থ সাধক ইহার দর্শন পান। মহাকুণ্ডলিনীর পরে ইষ্টমন্ত্র প্রণবে পরিণত হয়। ষোল কোটি চন্দ্রের জ্যোতিঃ একত্র করিলে যে জ্যোতিঃ হয়, তা নির্ব্বাণকলাপীঠে দর্শন হয়। চতুর্বিংশতিতত্ত্বপীঠের পরে বাক্‌মন্ত্র জপ শেষ হয়। মহাকুণ্ডলিনীর শেষে আংশিক প্রণব থাকে। বিসর্গশক্তিপীঠে বিসর্গবৎ দুই বিন্দু বিদ্যমান। প্রথম বিন্দু জয় করিলে নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। দ্বিতীয় বিন্দুতে ছয় স্তর বা ভূমি অবস্থিত। তন্মধ্যে প্রথম তিন স্তর জয় করিলে পারমহংস্য ও অবশিষ্ট তিন স্তর জয় করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। মহাকুণ্ডলিনীপীঠের উপরে পরমশিবপীঠ ; পরমশিবপীঠের উপরে নির্বাণকলাপীঠ ও নির্বাণকলাপীঠের উপরে বিসর্গশক্তিপীঠ বিরাজিত। কুলকুণ্ডলিনী মহাকুণ্ডলিনীতে লয়প্রাপ্ত হন এবং মহাকুণ্ডলিনী পরমশিবে বিলীন হন। চতুর্বিংশতিতত্ত্বপীঠ থেকে বিসর্গশক্তিপীঠ পর্যন্ত পঞ্চ পীঠ যথাক্রমে সহস্রার মহাপদ্মের দশস্তরের দুই দুই স্তরে অবস্থিত। ইহার অর্থ, প্রথম দুই স্তরে চতুর্বিংশতিতত্ত্বপীঠ, পরবর্ত্তী স্তরদ্বয়ে মহাকুণ্ডলিনীপীঠ, তৎপরে দুইস্তরে পরমশিবপীঠ, সপ্তম ও অষ্টম স্তরদ্বয়ে নির্বাণকলাপীঠ ও শেষ দুইস্তরে বিসর্গ–শক্তিপীঠ অবস্থিত। সুতরাং সহস্রারের শেষস্তরে উঠিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। সহস্রারের দশস্তর স্থূল পদ্মের ন্যায় ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হয়ে শেষস্তর ক্ষুদ্রতম হয়েছে।

নরদেহ পঞ্চবিধ—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ ও অণু। স্থূলদেহ মূলাধারে পৃথ্বীতত্ত্বে ক্রিয়াশীল, স্বাধিষ্ঠানে জলতত্ত্ব থেকে বিশুদ্ধচক্রের আকাশতত্ত্ব পর্যন্ত সূক্ষ্মদেহ ক্রিয়াশীল, কারণদেহ ললনাচক্র থেকে সত্ত্বগুণ পীঠ পর্যন্ত ক্রিয়াকারী, মহাকারণ দেহ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব থেকে পরমশিব পর্যন্ত, এবং অণুদেহ নির্বাণকলা থেকে বিসর্গশক্তি পর্য্যন্ত ক্রিয়া করেন। জীবাত্মা অণুদেহে পরমাত্মায় লীন হয়। সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ বহরমপুর সমীপে বলরামপুর গ্রামে কোন ভক্তগৃহে ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৬৩, বৃহস্পতিবার থেকে ৩০শে ডিসেম্বর সোমবার প্রত্যহ উষাকালে ব্রাহ্মমুহূর্তে ধ্যানযোগে এই সকল গুপ্তপীঠ দর্শনপূর্বক হুবহু বর্ণনা দেন।

শিব, শক্তি, বিষ্ণু, গণেশ ও সূর্য্য—প্রধানতঃ এই পঞ্চ আরাধ্য দেবতা। তন্মধ্যে যিনি গণেশভক্ত, তিনি মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধচক্র, ললনাচক্র, আজ্ঞাচক্র, নাদপীঠ, বিন্দুপীঠ, শক্তিপীঠ, সত্ত্বগুণপীঠ, হংসরূপ নিরঞ্জনপীঠ, ইষ্টপাদপীঠ বা জ্যোতিঃপীঠ, চতুর্বিংশতিতত্ত্বপীঠ, মহাকুণ্ডলিনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পীঠ, পরমশিবপীঠ, নির্বাণকলাপীঠ, ও বিসর্গশক্তিপীঠ— এই ১৮ চক্রে যথাক্রমে নিম্নোক্ত ১৮টি গণেশমন্ত্র জপ করিবেন।

(১) ওঁ গং পৃথ্বীতত্ত্বসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।
(২) ওঁ গং জলতত্ত্বসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।
(৩) ওঁ গং অগ্নিতত্ত্বসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।
(৪) ওঁ গং বায়ুতত্ত্বসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।
(৫) ওঁ গং আকাশতত্ত্বসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।
(৬) ওঁ গং ললনাচক্রসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।
(৭) ওঁ গং আজ্ঞাচক্রসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।
(৮) ওঁ গং নাদসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।
(৯) ওঁ গং বিন্দুসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।
(১০) ওঁ গং সর্বশক্তিসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।
(১১) ওঁ গং সত্ত্বগুণসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।
(১২) ওঁ গং নিরঞ্জনসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।
(১৩) ওঁ গং সর্বইষ্টসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।
অথবা ওঁ গং জ্যোতিঃসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।
(১৪) ওঁ গং চতুর্বিংশতিতত্ত্বসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।
(১৫) ওঁ গং মহাকুণ্ডলিনীসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।
(১৬) ওঁ গং পরমশিবতত্ত্বসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।
(১৭) ওঁ গং নির্বাণকলাসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।
(১৮) ওঁ গং বিসর্গশক্তি সিদ্ধিদাতা (অথবা জ্ঞানসিদ্ধিদাতা) গণপতি দেবতায়ৈ নমঃ।

সিদ্ধিদাতা গণপতির মূলমন্ত্র 'ওঁ গং সর্বসিদ্ধিদাতা গণপতি দেবতায়ৈ নমঃ' উল্লিখিত অষ্টাদশ যোগচক্রে জপ করা যায়। ত্রেতাযুগে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য এই মূলমন্ত্র মর্ত্যলোকে প্রকাশ করেন, এবং অন্যান্য অষ্টাদশ গণেশমন্ত্র জানিয়াও গুপ্ত রাখেন। কলিযুগের শেষপাদে মন্ত্রদ্রষ্টা ভৈরবানন্দ এই অষ্টাদশ গণেশমন্ত্র সর্বপ্রথম প্রকাশ করিলেন।

৭ই জানুয়ারী ১৯৬৪, মঙ্গলবার রাত্রি ৮টায় আমি নৈশ ভোজনার্থে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর

একতলার বারান্দায় যাতায়াতের পথে নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে দুইবার দেখিলাম, ভগবান কল্কিদেব সাদা ঘোড়ায় চড়ে আমাদের সঙ্গে নিচে গেলেন ও উপরে এলেন। বলাবাহুল্য, মহাগৌরীও দুইবারই কল্কিদেবকে দেখিলেন। ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৬৩, সোমবার পূর্বাহ্নে আমি ও মহাগৌরী বহরমপুর সমীপে মানকরা গ্রামে ভাস্করদহ স্থানটি দেখে বলরামপুরে ফেরার পথে প্রত্যক্ষ করিলাম, কল্কিদেব একটি ধূসরবর্ণ ঘোড়ায় চড়ে আমাদের সঙ্গে আসছেন। অতএব আমরা কল্কিদেবের দুইটি ঘোড়া দেখেছি।

৬ই জানুয়ারী ১৯৬৪, সোমবার মধ্যরাত্রে ২টার সময় জাগিয়া দেখিলাম, একটি সুন্দরী তরুণী রমণী আসিয়া আমার শয্যায় বসিলেন—সাদা শাড়ী পরা, মাথায় ঘোম্‌টা নাই, মাথার চুল সুন্দর ভাবে ও আঁচড়ান, হাতে সাদা ফুলের মালা। ইনি হাসিমুখে আমাকে মালা দিতে চাহিলেন। আমার ডাকে মহাগৌরীও তাঁকে দেখিলেন। আমি তাঁকে কল্কিপত্নী পদ্মাদেবী বা আমার অন্যতমা জননী ভেবে জিজ্ঞাসা করলাম, "মা,আপনি কে ও কেন ফুলের মালা এনেছেন ?" আমার মাতৃ সম্বোধনে তিনি লজ্জিতা হয়ে চলে গেলেন। ইনি অপ্সরা রম্ভা, গণেশ পত্নী রম্ভা নহেন। ইনি ইন্দ্রপ্রেরিত হয়ে আমাকে মাল্যদানে প্রলোভিত করিতে এসেছিলেন। যদি তিনি মালা পরিয়ে দিতেন, তাহলে আমার মনে কাম ভাব জাগিত। মোক্ষমার্গে সাধনরত সাধকসাধিকা এইরূপে নানা প্রলোভনে পতিত হয়। দৃঢ়চিত্ত না হলে মন টলে যায় ও অধঃপতন ঘটে। ২১শে জানুয়ারী ১৯৬৪, মঙ্গলবার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পাঁচরোল গ্রামে, কোন ভক্তগৃহে আমরা অতিথি ছিলাম। উক্তদিন আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হওয়ায় রাত্রি দশটায় আমি স্বীয় শয্যায় শুয়েছিলাম। তখন আমি স্তিমিতনয়নে দেখিলাম, শুভ্রবর্ণ শিবঠাকুর এসে আমার বাম পাশে দাঁড়ালেন, এবং ডান হাত আমার মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করিলেন। তাঁর শুভ্রবর্ণ ডান হাত এবং উহার কব্জিতে রুদ্রাক্ষমালা আমি স্পষ্টভাবে দেখিলাম। অদূরে শায়িত মহাগৌরী ও ভৈরবানন্দ ঐ রজতগিরিনিভ শিবমূর্ত্তি:কে দেখিলেন। এমন সৌম্য, শুভ্র, শিবমূর্ত্তি আর কখন দেখিনাই। অনন্তর মহাদেব একটি কুঠার (কাঠের হাতল ও লোহার ফলক যুক্ত) আমাকে দিয়ে বললেন, "ইহার দ্বারা তুমি দুষ্ট সূক্ষ্মদেহী বা অপদেবতাকে তাড়াবে।

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৩, মঙ্গলবার নৈশ ভোজনান্তে রাত্রি ৯টায় মন্দিরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে তন্দ্রিতনয়নে আমি দেখিলাম, একটি স্থূলকায় শ্যামবর্ণা স্বল্পদেহী নারীমূর্ত্তি আসিয়া আমার খাটের পূব পাশে দাঁড়ালেন, ও ডান হাতে একমুঠো কোন কালো দ্রব্য নিয়ে আমাকে খেতে দিলেন।— সাদাশাড়ী পরা, মাথায় ঘোম্‌টা, দুই হাতে বালা ও মাথায় চুল খোলা। আধঘণ্টা পরেও পুনরায় তাঁকে উক্ত অবস্থায় দেখা গেল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল তিনি আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইনি আমার পূর্বজন্মের ধর্মপত্নী স্বর্গবাসিনী করুণাময়ী। কিছুদিন যাবৎ আমার শরীর রুগ্ন থাকায় উহাকে সুস্থ সবল করার জন্য তিনি স্বর্গামৃত এনে আমাকে খাওয়ালেন।

১৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৩, বুধবার ভোর পাঁচটায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় বসে আমি দুই ঘণ্টা ব্রহ্মধ্যান করিলাম। যখন ধ্যান শেষ হয়ে এল, তখন আমি স্তিমিতনয়নে দেখিলাম, একটি শ্যামবর্ণা দেবীমূর্ত্তি এসে পেছন থেকে আমাকে জড়িয়ে আমার যুক্ত কর তার দুই হাতে ধরে আমাকে কিছু বললেন। আমি তাঁর শ্যামবর্ণ বামহস্ত ও উহাতে স্বর্ণবলয় স্পষ্টভাবে দেখিলাম। ইনি আমার ইষ্টদেবী ও বলছেন, "বাবা তুই উতলা হ'সনি। আমি তোর পেছনে সর্বদা রয়েছি। মা যেমন ছেলেকে বাহুপাশে বদ্ধ রাখে, আমি তেমনি তোকে ধরে আছি। যথাসময়ে তোর সাধন শেষ ও জ্ঞানলাভ হবে"।

২রা জানুয়ারী ১৯৬৪, বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বেলা একটায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম করিতে ছিলাম। তখন আমি তন্দ্রিত নয়নে দেখিলাম একটি শুভ্রবর্ণা সুন্দরী দেবীমূর্ত্তি এসে আমার সম্মুখে শূন্যে বিরাজ করলেন, ও প্রসন্নবদনে আমাকে কিছু বললেন। সবুজ রঙের জামা পরা, ও গলায় শুভ্রবর্ণ গজদন্তহার, ও মাথায় সুকুঞ্চিত কেশদাম। ইনি হিমালয়-পত্নী মেনকা দেবী ও গৌরীর জননী। প্রায় দুই বর্ষ পূর্বে হিমালয় আমাকে দর্শন দিয়েছিলেন। তৎপত্নী মেনকা এসে আজ বললেন, "তুমি শৈবমার্গে সাধন করছ, ও আগামী শিবরাত্রিতে প্রতিমায় শিবগৌরীর বাৎসরিক মহাপূজার সংকল্প করেছো। তোমার পরম মঙ্গল হউক।" হিমালয় দুর্গাদেবীকে সিংহ দান করেন। মেনকার প্রিয় পশু হস্তী, তাই তিনি হস্তীদন্ত নির্মিত নানা অলঙ্কার পরিধান করেন। রাত্রি নয়টায় নৈশ্য ভোজনান্তে স্বীয় শয্যায় শুয়ে তন্দ্রিত নয়নে আমি দেখিলাম, একটি শ্যামবর্ণ সিদ্ধঋষি আমায় সম্মুখে এসে কোন বিষয় আমাকে ইঙ্গিত করলেন। যখন আমি পূর্ব মুখে শুয়ে ছিলাম, তখন তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনবার আমাকে দেখা দিলেন, এবং আমি যখন পাশ ফিরে পশ্চিম মুখে শুইলাম, তখন তিনি আরও দুইবার দেখা দিলেন, এবং কোন বিষয়ে পুনঃ পুনঃ পাঁচবার ইঙ্গিত করলেন। ইনি যুগগুরু ব্যাসদেব ও আমাকে বললেন, "তুমি বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা, শিবরাত্রিতে শিবপূজা, বসন্ত কালে দুর্গাপূজা, মহালয়ায় চণ্ডিকাপূজা বা অন্য কোন পূজা করিও না। ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে না"। ব্যাসদেব গত তিনবর্ষ যাবৎ আমাদের মন্দিরে ভগবান বালকৃষ্ণ ও কল্কিদেবের পূতসঙ্গে বিরাজ করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চার

সমাধিলব্ধ মন্ত্রমালা

নিম্নলিখিত দুই শতাধিক সিদ্ধমন্ত্র মন্ত্রদ্রষ্টা ভৈরবানন্দ কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও স্থানে, ব্রহ্মযোগে আবিষ্কৃত হয়। দেবপিতা মহর্ষি কশ্যপ মন্ত্রবিদ্যার আদিগুরু ছিলেন। সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ অধুনালুপ্ত মন্ত্রবিদ্যা তাঁহার নিকট শিক্ষা করেন। মন্ত্রোদ্ধার একমাত্র যোগবলে সম্ভব হয়, গাণিতিক, রাসায়নিক, বা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে হয় না।

দেবীকবচোক্ত দেবতাগণের মন্ত্র—

১। চূড়ামণি—ওঁ চুং চূড়ামণিদেবায় নমঃ।

চূড়ামণি পুরুষ দেবতা, স্বর্গবৈদ্য ও কফ্ রোগের চিকিৎসক। ইনি শুভ্রবর্ণ, বামহাতে বাটি, ডান হাতে তুলি, সাদা লম্বা জামা গায়, ও মাথায় ঝুঁটি। এই মন্ত্র জপ করিলে কফ্ রোগ আরোগ্য হয়।

২। মালাধরী—ওঁ মুং মালাধরীদেব্যৈ নমঃ।

ইনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, সর্বালংকারে ভূষিতা। নীল, লাল, সাদা, নানা রঙের শাড়ী পড়া। এঁর মাথায় কেয়ুর আছে। ইনি দ্বিভুজা ও দুই হাতে একটি শ্বেতবর্ণ পুষ্পমাল্য ধারণ করেন। এই মন্ত্র জপ করিলে ললাটের রোগ সারিয়া যায়।

৩। চিত্রনেত্রা—ওঁ চিং চিত্রনেত্রাদেব্যৈ নমঃ।

চিত্রনেত্রা দেবী নেত্রদ্বয় রক্ষা করেন। ইনি শ্বেতবর্ণা, বাম চক্ষু চন্দ্রবর্ণ ও ডান চক্ষু সূর্য্যবর্ণ। নানা অলংকারে ভূষিতা, শ্বেতশাড়ী পরিহিতা, মাথায় কেয়ুর ও দ্বিভুজা। এই মন্ত্র জপিলে নেত্ররোগ আরোগ্য হয়।

৪। যমঘণ্টা—ওঁ য়ুং যমঘণ্টাদেবায় নমঃ।

ইনি নীলবর্ণ পুরুষ দেবতা ও পার্শ্বদ্বয় রক্ষা করেন। ইনি বায়ুবৎ নিরাকার ও প্রয়োজন হইলে মূর্তি ধারণে সমর্থ। ইনি বায়ুদেবতা হইতে উদ্ভুত ও স্বর্গবাসী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........

৫। দ্বারবাসিনী—ওঁ দাং দ্বারবাসিনীদেব্যৈ নমঃ।

দ্বারবাসিনী দেবী শ্রোত্রদ্বয় রক্ষা করেন। ইনি দ্বিভুজা, ধূসরবর্ণা, ধূমাবতীবৎ মুকুটহীনা, ধূসর শাড়ী পরা, নানা অলংকারে ভূষিতা, ও কোন হাতে কিছু নেই। এই মন্ত্র জপিলে কর্ণরোগ সারিয়া যায়।

৬। শংকরী—ওঁ শং শংকরীদেব্যৈ নমঃ।

শংকরী দেবী কর্ণদ্বয়ের মূলদেশ রক্ষা করেন। ইনি দ্বিভুজা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, এলোকেশী, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, ত্রিনয়না, কুমারী, মাথায় মুকুট পরিহিতা, ও বিবিধ অলংকারে ভূষিতা। এই মন্ত্র জপিলে কর্ণমূলের সর্বরোগ আরোগ্য হয়।

৭। সর্বমংগলা—ওঁ হ্রীং শ্রীং সর্ব্বমঙ্গলাদেব্যৈ নমঃ।

সর্ব্বমঙ্গলাদেবী বাক্ রক্ষা করেন। ইনি দশভুজা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, দুর্গাতুল্য ত্রিনয়না, মুকুটধারিণী, সিংহবাহিনী, চারি হস্তে বর, অভয়, ফল, ও পদ্ম এবং বাকি ছয় হস্তে ছয় আয়ুধধারিণী। দুর্গাদেবী মহিষাসুর বধার্থ দশহাতে দশ আয়ুধ ধারণ করেন। ইনি ছয় হস্তে ছয় অস্ত্র ধারণ করেন, ভক্তের ষড় রিপু দমনার্থ। বাকি চার হস্তস্থিত পদ্মাদি দ্বারা ইনি ভক্তের মঙ্গলবিধান করেন।

৮। সুগন্ধা—ওঁ সুং সুগন্ধাদেব্যৈ নমঃ।

সুগন্ধাদেবী নাসিকাদ্বয় রক্ষা করেন। ইনি দ্বিভুজা, ধূম্রবর্ণা, ধূসর বস্ত্র পরিহিতা, মুকুটধারিণী, অলংকৃতা ও কোন হাতে কিছু নেই। এই নবাক্ষর মহামন্ত্র জপ করিলে নাসিকারোগ সারিয়া যায়।

৯। ভদ্রকালী—ওঁ ভং ভদ্রকালীদেব্যৈ নমঃ।

ভদ্রকালী গ্রীবাদেশ রক্ষা করেন। ইনি চতুর্ভুজা, কালীতুল্যা কৃষ্ণবর্ণা, মাথায় মুকুট, বাম হাতে নরমুণ্ড স্থলে পানপাত্র, ত্রিনয়না, কোমরে হস্তকাঞ্চী, নগ্নমূর্তি ও শববাহনা। এই মন্ত্র জপ করিতে গ্রীবারোগ সারিয়া যায়।

১০। ধনুর্ধরা—ওঁ ধুং ধনুর্ধরীদেব্যৈ নমঃ।

ধনুর্ধরী পৃষ্ঠবংশ বা মেরুদণ্ড রক্ষা করেন। ইনি দ্বিভুজা, রক্তবর্ণা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, সর্বালংকারে ভূষিতা, ত্রিনয়না, মাথায় মুকুট, পিঠে তূণ, বাম হাতে ধনু ও ডান হাতে তীর। এই মন্ত্র জপ করিলে মেরুদণ্ডের সর্বরোগ উপশম হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১। জয়া—ওঁ জং জয়াদেব্যৈ (বা জয়ায়ৈ) নমঃ।

জয়া দেবী অগ্রদেশ রক্ষা করেন। ইনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, এলোকেশী, দ্বিভুজা, দুই হাতে ও গলায় রুদ্রাক্ষমালা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, মুকুট বা অন্য কোন অলংকার নেই। এই মন্ত্র জপ করিলে অগ্রদেশে কোন বিপদ ঘটে না।

১২। বিজয়া—ওঁ বিং বিজয়াদেব্যৈ নমঃ।

বিজয়া দেবী পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করেন। ইনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, এলোকেশী, দ্বিভুজা, বাম হস্তে ত্রিশূল, দুই হাতে ও গলায় রুদ্রাক্ষমালা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, মাথায় মুকুট বা অন্য অলংকার নেই। বিজয়ামন্ত্র জপ করিলে পশ্চাতে কোন বিপদ আসে না।

যদি জয়া ও বিজয়া উভয়কে একত্রে পূজা করিতে হয়, তখন জয়াবিজয়া মন্ত্রে বিং জিং দুইবীজ থাকবে। যথা—

ওঁ বিং জিং জয়াবিজয়াভ্যাং নমঃ।

২২শে ডিসেম্বর ১৯৬৩, রবিবার আমাদের নাটমন্দিরে প্রতিমায় তৃতীয় বার্ষিক গণেশ পূজা হয়। পরদিন সোমবার পূর্বাহ্নে বিজয়াকৃত্য অনুষ্ঠান কালে আমি জয়া ও বিজয়া দেবীদ্বয়ের দর্শন লাভ করি।

১৩। বারুণী—ওঁ বুং বারুণীদেব্যৈ নমঃ।

বারুণী দেবী পশ্চিমদিক রক্ষা করেন। ইনি শ্বেতবর্ণা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, সর্বালংকারে ভূষিতা, মুকুটধারিণী, দ্বিভুজা, দক্ষিণ হস্তে পাশ অস্ত্র, এলোকেশী, বরুণ শক্তি। বারুণী মন্ত্র জপিলে পশ্চিম দিক্ সুরক্ষিত হয়।

১৪। কৌবেরী—ওঁ কুং কৌবেরীদেব্যৈ নমঃ।

কৌবেরী দেবী উত্তর দিক রক্ষা করেন। ইনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, এলোকেশী, মুকুটধারিণী, সর্বালংকারে ভূষিতা, বেনারসী রক্তবস্ত্র পরিহিতা, দ্বিভুজা, বাম হস্তে খড়্গ। ইনি কুবের শক্তি। এই মন্ত্র জপিলে উত্তর দিক বিপদমুক্ত হয়।

১৫। অজিতা—ওঁ ওং অজিতাদেব্যৈ নমঃ।

অজিতা দেবী বাম পার্শ্ব রক্ষা করেন। ইনি চন্দ্রবর্ণা, দ্বিভুজা, এলোকেশী, লালপেড়ে গৈরিক বস্ত্র পরিহিতা, গলায় ও দুই হস্তে অলংকার, কোন হাতে অস্ত্র নাই। এই মন্ত্র জপিলে বাম পার্শ্বে বিপদ ঘটে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৬। নীলগ্রীবা—ওঁ নৌং নীলগ্রীবাদেব্যৈ নমঃ।

নীলগ্রীবা দেবী বহিঃকণ্ঠ রক্ষা করেন। ইনি নীলবর্ণা, সর্বালংকারে ভূষিতা, চতুর্হস্তা, বাম দুই হস্তে উপরে বজ্র ও নিচে পাশ, ডান দুই হস্তে বরমুদ্রা ও অভয়-মুদ্রা, নীলশাড়ী পরা, মাথায় মুকুট ও এলোকেশী।

১৭। নলকুবরী—ওঁ নং নলকুবরীদেব্যৈ নমঃ।

নলকুবরী কণ্ঠনালী রক্ষা করেন। ইনি রক্তবর্ণা দ্বিভুজা, সর্বালংকারে ভূষিতা, এলোকেশী, ডান হাতে তুলিকা, বাম হাতে কিছু নাই, রক্ত বস্ত্র পরিহিতা, ও মাথায় মুকুট। এই মন্ত্র জপিলে কণ্ঠনালীর সর্বরোগ উপশম হয়।

১৮। খড়্গিনী—ওঁ খং খড়্গিনীদেব্যৈ নমঃ।

খড়্গিনী দেবী স্কন্ধদ্বয় রক্ষা করেন। ইনি উলঙ্গিনী, এলোকেশী, গলায় ও দুই হস্তে রুদ্রাক্ষমালা, বিদ্যুৎবর্ণা, দ্বিভুজা, দুই হস্তে দুই খড়্গ, মুকুট বা অন্য কোন অলংকার নেই। খড়্গিনী মন্ত্র জপিলে স্কন্ধরোগ সারিয়া যায়।

১৯। বজ্রধারিণী—ওঁ ব্রং বজ্রধারিণীদেব্যৈ নমঃ।

বজ্রধারিণী বাহুদ্বয় রক্ষা করেন। ইনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, সর্বালংকারে ভূষিতা, মাথায় মুকুট, এলোকেশী, ডান হাতে বজ্র ও বাম হাতে ধনু, দ্বিভুজা ও রক্তবর্ণ বেনারসী পরিহিতা। এই মন্ত্র জপ করিলে বাহুরোগ আরোগ্য হয়।

২০। দণ্ডিনী—ওঁ দং দণ্ডিনীদেব্যৈ নমঃ।

দণ্ডিনী দেবী হস্তদ্বয় রক্ষা করেন। ইনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, ষড়ভুজা, সর্বালংকারে ভূষিতা, মাথায় মুকুট, গৈরিক বেনারসী বস্ত্র পরিহিতা, দক্ষিণ তিন হস্তে বজ্র, পাশ ও অংকুশ, এবং বাম তিন হস্তে ধনু, খড়্গ ও কুঠার। এই মন্ত্র জপিলে হস্ত রোগ আরোগ্য হয়।

২১। অম্বিকা—ওঁ অং অম্বিকাদেব্যৈ নমঃ।

অম্বিকা দেবী হস্তাঙ্গুলি সমূহ রক্ষা করেন। ইনি চতুর্ভুজা, রক্তবর্ণা, এলোকেশী, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, সর্বালংকারে ভূষিতা, মাথায় মুকুট, ডান উপরহস্তে শংখ, বাম উপরহস্তে চক্র, নিচে দুই হস্তে বর ও অভয়, ও ত্রিনয়না। এই মন্ত্র জপিলে আঙ্গুলহাড়া প্রভৃতি অঙ্গুলীরোগ সারিয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২২। শূলেশ্বরী—ওঁ শূং শূলেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ।

শূলেশ্বরী দুই হস্তের নখসমূহ রক্ষা করেন। ইনি শ্বেতবর্ণা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, এলোকেশী, দ্বিভুজা, বাম হাত খালি, ডান হাতে কুশ, মাথায় মুকুট নাই, ও শ্বেতবর্ণ অলংকারে ভূষিতা। এই মন্ত্র জপিলে নখরোগ আরোগ্য হয়।

২৩। নরেশ্বরী—ওঁ নিং নরেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ।

নরেশ্বরী কুক্ষিদেশ (বাহুমূল) রক্ষা করেন। ইনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, সর্বালংকারে ভূষিতা, বেনারসী গৈরিক বস্ত্র পরিহিতা, এলোকেশী, দ্বিভুজা, হাতে কোন অস্ত্র নেই ও মাথায় মুকুট। এই মন্ত্র জপিলে কুক্ষিরোগ আরোগ্য হয়।

২৪। মহাদেবী—ওঁ মৌং মহাদেবীদেব্যৈ নমঃ।

মহাদেবী স্তনদ্বয় রক্ষা করেন। ইনি বিদ্যুৎবর্ণা, সর্বালংকারে ভূষিতা, বিদ্যুৎ-বর্ণ বস্ত্র পরিহিতা, চতুর্ভুজা, কোন হাতে অস্ত্র নেই, মাথায় মুকুট ও ত্রিনয়না। এই মন্ত্র জপিলে স্তনরোগ আরোগ্য হয়।

২৫। কামিনী—ওঁ ক্রোং কামিনীদেব্যৈ নমঃ।

কামিনী দেবী নাভিদেশ রক্ষা করেন। এঁর কোন মূর্তি নাই, জ্যোতিঃ মূর্তি। এই মন্ত্র জপিলে নাভিরোগ আরোগ্য হয়।

২৬। দুর্গন্ধা—ওঁ দোং দুর্গন্ধাদেব্যৈ নমঃ।

দুর্গন্ধা দেবী মেঢ্রদেশ রক্ষা করেন। ইনি শ্বেতবর্ণা, সর্বালংকারে ভূষিতা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, দ্বিভুজা, এলোকেশী, মুকুটধারিণী; দক্ষিণ হস্তে শর ও বাম হাত খালি। এই মন্ত্র জপিলে বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, মেহরোগাদি লিঙ্গরোগ এবং শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

২৭। ভগবতী—ওঁ ভূং ভগবতীদেব্যৈ নমঃ।

ভগবতী কটিদেশ রক্ষা করেন। ইনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, মুকুটধারিণী, এলোকেশী, দ্বিভুজা, ত্রিনয়না, ও হাতে কোন অস্ত্র নেই। এই মন্ত্র জপ করিলে কটিরোগ আরোগ্য হয়।

ভগবতী মন্ত্রে 'ভূং' বীজ থাকবে, যখন ভগবতী কটিদেশ রক্ষক। কারণ তখন তিনি ত্রিগুণের অন্তর্গত। এই মন্ত্র মূলাধার থেকে জপ করতে হয়। আর ভগবতী যখন পরমাপ্রকৃতি, তখন তাঁর বীজ 'হ্রীং' হবে।

২৮। মেঘবাহনা—ওঁ ম্রং মেঘবাহনাদেব্যৈ নমঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেঘবাহনা উরুদ্বয় রক্ষা করেন। ইনি নীলবর্ণা, সর্বালংকারে ভূষিতা, নীলবস্ত্র পরিহিতা, দ্বিভূজা, বাম হাতে ধনু, ডান হাতে তীর ও মাথায় মুকুট। এই মন্ত্র জপিলে উরুরোগ আরোগ্য হয়।

২৯। মহাবলা—ওঁ ম্রাং মহাবলাদেব্যৈ নমঃ।

মহাবলাদেবী জঙ্ঘাদ্বয় রক্ষা করেন। ইনি শ্বেতবর্ণা, দ্বিনয়না, দ্বিভুজা, সর্বালংকারে ভূষিতা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, হাতে কোন অস্ত্র নেই, ও মাথায় মুকুট। এই মন্ত্র জপ করিলে জঙ্ঘারোগ সারিয়া যায়।

৩০। শ্রীধরী—ওঁ শ্রীশ্রীধরীদেব্যৈ নমঃ।

শ্রীধরী দেবী পাদাঙ্গুলি সমূহ রক্ষা করেন। ইনি নীলবর্ণা, দ্বিভুজা, নীলবস্ত্র পরিহিতা, কপালে তিলক, হাতে ক্রুশ জাতীয় অস্ত্র, মাথায় মুকুট, এলোকেশী ও চেহারা শ্রীধর বা শ্রীকৃষ্ণতুল্য। এই মন্ত্র জপিলে পদদ্বয়ের অঙ্গুলিরোগ সারিয়া যায়।

৩১। যোগেশ্বরী—ওঁ যোং যোগেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ।

যোগেশ্বরী গাত্রচর্ম রক্ষা করেন। ইনি শ্বেতবর্ণা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, দ্বিভুজা, মাথায় মুকুট, বামহাতে তোয়ালে জাতীয় বস্ত্র ভাঁজ করা, ডানহাতে কিছু নেই ও সর্বালংকারে ভূষিতা। এই মন্ত্র জপিলে ত্বক্‌রোগ বা চর্মরোগ সারিয়া যায়।

৩২। পার্বতী—ওঁ পং পার্বতীদেব্যৈ নমঃ।

পার্বতী দেবী রক্ত, মজ্জা, বসা (চর্বি), মাংস, অস্থি, ও মেদ রক্ষা করেন। ইনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, ত্রিনয়না, গলায় ও দুই হাতে রুদ্রাক্ষ মালা, মাথায় মুকুট নেই, এলোকেশী, দ্বিভুজা, কুমারীমূর্তি ও পর্বতকন্যা। এই মন্ত্র জপিলে রক্তদুষ্টি, অস্থিক্ষয়, মেদরোগ, মাংসবৃদ্ধি প্রভৃতি সারিয়া যায়।

৩৩। মুকুটেশ্বরী—ওঁ মুকুটেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ।

মুকুটেশ্বরী পিত্ত রক্ষা করেন। এঁর কোন মূর্তি বা বীজ নাই। শুধু মুকুটাকৃতি অগ্নিবর্ণ জ্যোতিজাল দৃষ্ট হয়। এই মন্ত্র জপিলে পিত্তরোগ সারিয়া যায়।

৩৪। কালরাত্রি—ওঁ ক্লাং কালরাত্রিদেব্যৈ নমঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালরাত্রি অন্ত্রসমূহ রক্ষা করেন। ইনি কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, উলঙ্গিনী, সর্বালংকারে ভূষিতা, মাথায় মুকুট, উপর বামহস্তে খড়্গ ও নিম্ন বামহস্তে তুলিকা, ডান দুই হস্তে বর ও অভয়, এলোকেশী, ও ত্রিনয়না। দশদল মণিপুর পদ্মে এই মন্ত্র জপিলে অন্ত্ররোগ সারিয়া যায়।

৩৫। ঊর্ধ্বকেশিণী—ওঁ উং ঊর্ধ্বকেশিনীদেব্যৈ নমঃ।

ঊর্ধ্বকেশিনী কেশরাশি রক্ষা করেন। ইনি কৃষ্ণবর্ণা, দ্বিভুজা, কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিতা, সর্বালংকারে ভূষিতা, এলোকেশী, ডান হাতে চিরুণী, বাম হাত খালি। এই মন্ত্র জপ করিলে চুল পাকে না, বা পড়ে না।

৩৬। গুহ্যবাহিনী—ওঁ গোং গুহ্যবাহিনীদেব্যৈ নমঃ।

গুহ্যবাহিনী পায়ু দেশ রক্ষা করেন। ইনি রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা, দ্বিনয়না, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, সর্বালংকারে ভূষিতা, এলোকেশী, মাথায় মুকুট ও দুইহাত খালি। প্রাণবায়ু নামিয়ে নাভিদেশে এই মন্ত্র জপ করিলে পায়ু রোগ সারিয়া যায়।

৩৭। দ্যোতিনী—ওঁ দং দ্যোতিনীদেব্যৈ নমঃ।

দ্যোতিনীদেবী শিখা রক্ষা করেন। ইনি শ্বেতবর্ণা, সর্বালংকারে ভূষিতা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, দ্বিভুজা, এলোকেশী, ও দুই হাত খালি। এই মন্ত্র জপ করিলে তালুদেশের যন্ত্রণা উপশম হয়।

৩৮। পাতালবাসিনী—ওঁ পাং পাতালবাসিনীদেব্যৈ নমঃ।

পাতালবাসিনী পদতল রক্ষা করেন। ইনি শ্বেতবর্ণা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, মাথায় শ্বেত মুকুট, দ্বিভুজা, ডান হাতে নরুন, বাম হাত খালি, ও শ্বেত অলংকারে ভূষিতা। এই মন্ত্র জপ করিলে পদতলের নানারোগ সারিয়া যায়।

৩৯। ক্ষেমঙ্করী—ওঁ সুং ক্ষেমঙ্করীদেব্যৈ নমঃ।

ক্ষেমঙ্করী গন্তব্যপথ রক্ষা করেন। ইনি স্বর্ণবর্ণা, মাথায় মুকুট, এলোকেশী, ত্রিনয়না, দ্বিভুজা, দক্ষিণ হস্তে লাল পদ্ম, বাম হাতে বর, ও লাল বেনারসী শাড়ী পরিহিতা। এই মন্ত্র জাপলে যাত্রাপথের বিপদ কাটিয়া যায়।

৪০। সুপথা—ওঁ সুং সুপথাদেব্যৈ নমঃ।

সুপথা দেবী কর্মপন্থা রক্ষা করেন। ইনি ধূসরবর্ণা, এলোকেশী, সর্বালংকারে ভূষিতা, ধূসর বস্ত্র পরিহিতা, দ্বিভুজা ও দক্ষিণ হস্তে ঝাঁটা। এই মন্ত্র জপিলে পন্থাদোষ দূরীভূত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪১। ধর্ম্মধারিণী—ওঁ ধং ধর্ম্মধারিণীদেব্যৈ নমঃ।

ধর্মধারিণী বুদ্ধি রক্ষা করেন। ইনি সোনালী রক্তিম বর্ণা, বড় বড় চক্ষু, রক্তবর্ণালংকারে ভূষিতা, এলোকেশী, মাথায় লাল মুকুট, দ্বিভুজা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, সর্বদা রুদ্রমূর্তি ও মুষ্টিবদ্ধ। এই মন্ত্র জপ করিলে সুবুদ্ধি লাভ হয়।

৪২। বজ্রহস্তা—ওঁ ব্রাং বজ্রহস্তাদেব্যৈ নমঃ।

বজ্রহস্তা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু রক্ষা করেন। ইনি আকাশতত্ত্ববৎ নানাবর্ণা, চতুর্ভুজা, উর্দ্ধ বাম হস্তে বজ্র, উর্দ্ধ ডান হস্তে পাশ, নিম্ন দুই হস্তে বর ও অভয়, নানা বর্ণ শাড়ী ও অলংকার পরিহিতা, মাথায় নানা বর্ণ মুকুট, ও এলোকেশী। এই মন্ত্র জপিলে পঞ্চবায়ু সুরক্ষিত হয়।

৪৩। যোগিনী—ওঁ জোং যোগিনীদেব্যৈ নমঃ।

যোগিনী দেবী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ বিষয় রক্ষা করেন। ইনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, এলোকেশী, উলঙ্গিনী, সর্বালংকারে ভূষিতা, দক্ষিণ হস্তে খড়্গ, বাম হাত খালি, দ্বিভুজা, হাতে ও গলায় অলংকার। এই মন্ত্র জপিলে পঞ্চ ইন্দ্রিয়বিষয় রক্ষিত হয়।

৪৪। গুহ্যেশ্বরী—ওঁ গুং গুহ্যেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ।

এই মন্ত্র নিষ্ঠাভরে জপ করিতে অর্শ, ফোঁড়া ও ভগন্দরাদি গুহ্যদ্বারের রোগ সমূহ আরোগ্য হয়। নেপালে বাগমতী নদীতীরে ছোট পাহাড়ের উপর গুহ্যেশ্বরী মন্দির অবস্থিত। উক্ত মন্দিরগাত্রে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উল্লিখিত তান্ত্রিক দেবীসূক্ত 'নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ....' উৎকীর্ণ। উক্ত মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নেই কেবল একটি পাতালগামী ছিদ্র আছে। উহার উপর ফুল বেলপাতাদি দেওয়া হয়। পাণ্ডারা সর্ব্বদা উহা আবৃত রাখে।

৪৫। ললিতা—ওঁ লোং ললিতাদেব্যৈ নমঃ।

এই মন্ত্র নিষ্ঠাভরে জপিলে বুকের ব্যাথা, হৃদ্‌রোগাদি উপশম হয়। ললিতাদেবী হৃদয় রক্ষা করেন।

৪৬। মাধবনায়িকা—ওঁ মোং মাধবনায়িকাদেব্যৈ নমঃ।

মাধবনায়িকা জানুদ্বয় রক্ষা করেন। এই মন্ত্র জপিলে জানুরোগ সারিয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৭। চর্চিকা—ওঁ চোং চর্চিকাদেব্যৈ নমঃ।

চর্চিকা দেবী উত্তরোষ্ঠ রক্ষা করেন। এই মন্ত্র জপিলে ওষ্ঠরোগ সারিয়া যায়।

৪৮। শূলধারিণী—ওঁ শৌং শূলধারিণীদেব্যৈ নমঃ।

শূলধারিণী শূলহস্তা, শুভ্রবর্ণা, ও উদররক্ষক। এই মন্ত্র জপিলে সর্ববিধ উদরাময় আরোগ্য হয়।

৪৯। শংখিনী—ওঁ শ্রীং শংখিনীদেব্যৈ নমঃ।

শংখিনী শংখবৎ শুভ্রবর্ণা, ও চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থল রক্ষা করেন। এই মন্ত্র জপিলে চোখওঠা, চক্ষু ছানি প্রভৃতি চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়।

৫০। পদ্মাবতী—ওঁ পদ্মাবতীদেব্যৈ নমঃ।

পদ্মাবতী পদ্মকোষ (ফুসফুস্) রক্ষা করেন। এই মন্ত্র জপিলে যক্ষ্মাদি ফুসফুস রোগ আরোগ্য হয়। পদ্মাবতী রক্তবর্ণা, উলঙ্গিনী, চতুর্ভুজা, এলোকেশী, ঊর্দ্ধ বাম হাতে ত্রিশূল, অন্য তিন হাত খালি, ও দ্বিনয়না।

৫১। মৃগবাহিনী—ওঁ যং মৃগবাহিনীদেব্যৈ নমঃ।

মৃগবাহিনী বায়ুকোণ রক্ষা করেন। এই মন্ত্র জপিলে বায়ুকোণে বিপদ ঘটে না।

৫২। খড়্গধারিনী—ওঁ খূং খড়্গধারিনীদেব্যৈ নমঃ।

খড়্গধারিণী নৈঋত কোণ রক্ষা করে। এই মন্ত্র জপিলে নৈঋত কোণে যাত্রা কালে বিপদ ঘটে না।

৫৩। যশস্বিনী—ওঁ যোং যশস্বিনীদেব্যৈ নমঃ।

যশস্বিনী ভ্রূযুগলের মধ্যস্থান রক্ষা করেন। ইনি স্বর্ণবর্ণা, দ্বিভুজা, সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা, মাথায় মুকুট, এলোকেশী, দুই হাত খালি, হরিদ্রাবর্ণ শাড়ী পরিহিতা ও দ্বিনয়না। যিনি মন্ত্রচৈতন্য সহকারে প্রকৃতিগত ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক সাধন করেন, তিনি দেবীকবচোক্ত দেবতাদের মন্ত্রজপে আশুফল পাইবেন। আর যিনি অদীক্ষিত, তিনি কিঞ্চিত বিলম্বে ফল পাবেন যদি যাঁর কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়েছে এমন লোকের কাছে ঐ মন্ত্রটি শুনেন। আর যিনি তাহাও না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারেন, তাঁর পক্ষে ফল লাভ সময়সাপেক্ষ হয়। উল্লিখিত মন্ত্র জপের ফল প্রাকৃত মানুষও কিছু না কিছু অবশ্যই পাইবেন।

উল্লিখিত সিদ্ধমন্ত্রাবলী বহরমপুর সমীপে বলরামপুর গ্রামে কোন ভক্তগৃহে ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৬৩, বৃহস্পতিবার থেকে ৩০শে ডিসেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত পাঁচদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে মন্ত্রদ্রষ্টা ভৈরবানন্দ কর্তৃক ধ্যানযোগে আবিষ্কৃত হয়। তখন মন্ত্রাচার্য্য মহর্ষি কশ্যপ ভৈরবানন্দকে বলেছিলেন, "দেবী কবচোক্ত দেবতাদের মন্ত্রাবলী চারিযুগেই গুপ্ত ছিল। সর্বপ্রথম তুমি এই সকল মন্ত্র কলিযুগের শেষ-ভাগে আবিষ্কার করলে, ও তোমার বৃদ্ধ গুরু প্রকাশ করিল। ইহাতে জগতের পরম মঙ্গল হইবে।"

৫৪। হিঙ্গুলা—ওঁ হিং হিঙ্গুলাদেব্যৈ নমঃ।

বেলুচিস্থানে সমুদ্র তীরে হিঙ্গুলাদেবীর মন্দির অবস্থিত। উহা অন্যতম দেবী-পীঠ ও হিন্দুতীর্থ। উক্ত মন্ত্রের ক্রিয়া রজগুণ মিশ্রিত সত্ত্বগুণ পর্য্যন্ত উঠে।

৫৫। পদ্মাদেবী (কল্কিপত্নী)—ওঁ পদ্মাদেব্যৈ নমঃ।

৫৬। মীনাক্ষী—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং মীনাক্ষীদেব্যৈ নমঃ।

দক্ষিণ ভারতে মাদুরা শহরে মীনাক্ষীমন্দির অবস্থিত। মীনাক্ষী দেবী মহামায়ার অন্যতম মূর্ত্তি। অধুনা মায়াবীজে মীনাক্ষী দেবীর পূজা হয়।

৫৭। বদ্রীনারায়ণ—ওঁ ক্লীং বদ্রীনারায়ণায় নমঃ।

বদ্রীনারায়ণ বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি। উহার মন্দির হিমালয়ে অবস্থিত। তথায় শংকরাচার্য্য একটি মঠ স্থাপন করেন।

৫৮। সোমনাথ—ওঁ সোমনাথায় নমঃ।

পশ্চিম ভারতে কাথিয়াবাড়ে প্রভাসতীর্থে সোমনাথ মন্দির অবস্থিত। মূলতঃ সোমনাথ পরমশিব। শৈব্য সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে, সহস্রারচ্যুত অমৃত বা সোম লাভ হয়। সোমনাথ উক্ত মহামৃত বা সোমরস, সিদ্ধভক্তকে প্রদান করেন বলে, তাঁর নাম সোমনাথ।

৫৯। খ্রীষ্ট মন্ত্র—O my God our Christ.

৬০। ইসলাম মন্ত্র—ইআল্লা মহম্মদ বিসমিল্লা।

৬১। সূর্য্য—ওঁ সৌং সূর্য্যায় নমঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি সূর্য্যদেবকে ইষ্টরূপে উপাসনা করেন, তিনি এই মন্ত্র জপিবেন। এই মন্ত্র জপিলে সূর্য্যদেবের দর্শন লাভ হয়।

উড়িষ্যায় কোনারকে ও কাশ্মীরে মার্তণ্ডে সুপ্রাচীন সূর্য্যমন্দির দৃষ্ট হয়।

৬২। কবীর মন্ত্র—ওঁ নাদব্রহ্মণে নমঃ।

৬৩। নানক—ওঁ অলখ নিরঞ্জনায় নমঃ।

অথবা

ওঁ বিশ্বব্রহ্মাণে নমঃ।

৬৪। বুদ্ধমন্ত্র—ওঁ নির্বাণায় নমঃ।

অথবা

ওঁ বুদ্ধসাধনায় নমঃ।

বুদ্ধদেব তাঁর ভিক্ষু শিষ্যগণকে প্রথম মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, ও দ্বিতীয় মন্ত্রে গৃহীশিষ্যগণকে দীক্ষা দেন। প্রথম মন্ত্রের ক্রিয়া নির্বাণকলাবধি উঠে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রের ক্রিয়া বিষ্ণুমার্গ বা সহস্রারের তলদেশে দ্বাদশদল পদ্ম পর্য্যন্ত উঠে। অধুনাপ্রচলিত পালিমন্ত্র 'নমো তস্সো অরহতো ভগবতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স', বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণ কর্তৃক সংঘমন্ত্ররূপে রচিত হয়।

৬৫। জৈন মন্ত্র—ওঁ অহিংসায় নমঃ।

উক্ত মন্ত্রের ক্রিয়া কণ্ঠদেশে অবস্থিত বিশুদ্ধ চক্র অবধি উঠে।

৬৬। কাবেরী—ওঁ কাবেরীদেব্যৈ নমঃ।

৬৭। সিন্ধু—ওঁ সিন্ধুদেব্যৈ নমঃ।

৬৮। নর্মদা—ওঁ নর্মদাদেব্যৈ নমঃ।

৬৯। গোদাবরী—ওঁ গোদাবরীদেব্যৈ নমঃ।

৭০। যমুনা— ওঁ ঔং যমুনাদেব্যৈ নমঃ।

৭১। গঙ্গা—ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ (বা গঙ্গাদেব্যৈ) নমঃ।

৭২। কেতুগ্রহ—ওঁ কোং কেতুগ্রহায় নমঃ।

৭৩। রাহুগ্রহ—ওঁ রাং রাহুগ্রহায় নমঃ।

৭৪। শনি গ্রহ—ওঁ সাং শনিগ্রহায় নমঃ।

৭৫। শুক্র গ্রহ—ওঁ শোং শুক্রগ্রহায় নমঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মণীন্দ্র সরকার

৭৬। বৃহস্পতি গ্রহ—ওঁ বাং বৃহস্পতিগ্রহায় নমঃ।

৭৭। বুধ গ্রহ—ওঁ বৌং বুধগ্রহায় নমঃ।

৭৮। মঙ্গল গ্রহ—ওঁ মং মঙ্গলগ্রহায় নমঃ।

৭৯। সোম গ্রহ—ওঁ সোং সোমগ্রহায় নমঃ।

৮০। রবি গ্রহ—ওঁ রৌং রবিগ্রহায় নমঃ।

গ্রহতুষ্টির নিমিত্ত শরীরস্থ গ্রহস্থান অবশ্য জ্ঞাতব্য। গ্রহরাজ রবি হৃৎপদ্ম ও মণিপুর পদ্মের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত। রবির নীচে সোম, ও সোমের নীচে মঙ্গল অবস্থিত। সোমের বামে বৃহস্পতি, বৃহস্পতির নীচে শুক্র, ও শুক্রের নীচে রাহুগ্রহ বিদ্যমান। সোমের দক্ষিণে শনি, শনির নীচে কেতু ও কেতুর নীচে বুধ গ্রহ বিদ্যমান। সোমের ইষ্ট সত্ত্বগুণী শিব, মঙ্গলের ইষ্ট বগলা, রবি ও বুধের ইষ্ট বিষ্ণু, শুক্র ও বৃহস্পতির ইষ্ট শিব, শনি ও কেতুর ইষ্ট কালী, এবং রাহুর ইষ্ট ছিন্নমস্তা। গ্রহমন্ত্র ও গ্রহের ইষ্টমন্ত্র ১০৮ বার করে সকালে ও সন্ধ্যায় জপ ও গ্রহপ্রণাম করিলে, গ্রহবৈগুণ্য ক্রমশঃ বিদূরিত হয়।

গ্রহতত্ত্ব সম্বন্ধে পরাশর সংহিতায় এই শ্লোক দৃষ্ট হয়—

"পূর্ব্বজন্ম কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভ ফলপ্রদম্।
পুণ্যপাপসমুদ্ভূতং গ্রহরূপেন সংস্থিতম্॥"

ইহার অর্থ—শুভাশুভ ফলপ্রদ পাপপুণ্য সমুদ্ভূত পূর্ব্বজন্মকৃত সর্বকর্ম্ম নরদেহে গ্রহরূপে বিদ্যমান।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আছে—

ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ রক্ষাংসি বিবিধানি চ।
মরণাভিমুখং নিত্যমুপসর্পন্তি মানবম্॥
তানি ঔষধ বীর্য্যানি উপহন্তি জিঘাংসয়া।
তস্মাৎ সর্বাঃ ক্রিয়া মোঘাঃ ভবতি বিগতায়ুষাঃ॥

ভূত, প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস প্রভৃতি সূক্ষ্মদেহী ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের সমীপে আসে, এবং হিংসার ইচ্ছায় তাহার প্রাণনাশ করিবার উদ্দেশ্যে, ঔষধশক্তি হরণ করে। সেইজন্য ঔষধপ্রয়োগে তাহারা রোগমুক্ত হয় না। দৈবক্রিয়াই ইহাদের একমাত্র চিকিৎসা। এই হেতু গ্রহতুষ্টি প্রয়োজন।

৮১। শুক্রাচার্য্য—ওঁ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যায় নমঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮২। বিশ্বকর্মা—ওঁ বীং বিশ্বকর্মণে নমঃ।

বিশ্বকর্মা চতুর্ভুজা ও হস্তী বাহন এবং নানাস্থানে প্রতিমায় পুজিত হয়।

৮৩। অশ্বিনীকুমার—ওঁ অং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ায় নমঃ।

৮৪। কার্ত্তিক—ওঁ কং দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ায় নমঃ।

৮৫। বরুণ—ওঁ বং বরুণদেবায় নমঃ।

অথবা

ওঁ বরুণদেবায় নমঃ।

দ্বিতীয় মন্ত্রই যথার্থই বরুণমন্ত্র। অধুনা প্রথম মন্ত্রেই বরুণপূজা হয়ে থাকে। কারণ, বরুণ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন ; বিষ্ণু চতুর্দশভূবনে জল দেবতা, আর বরুণ ত্রিভুবনে জলবন্টনকারী দেবতা।

৮৬। অগ্নি—ওঁ রং অগ্নিদেবায় (বা অগ্নয়ে) নমঃ।

৮৭। বায়ু— ওঁ যং বায়ুদেবায় (বা বায়বে) নমঃ।

৮৮। চন্দ্র—ওঁ চং চন্দ্রদেবায় নমঃ।

৮৯। ইন্দ্র—ওঁ ঈং ইন্দ্রদেবায় নমঃ।

৯০। গগনদেব—ওঁ গৌং গগনদেবায় নমঃ।

ত্রেতাযুগে এই সিদ্ধ মন্ত্র জপ করে জন্মান্ধ মহর্ষি বিশ্বাবসু দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন। কলিযুগের শেষভাগে সূর্য্যদেব স্বয়ং উক্তমন্ত্র আমাদের নিকট প্রকাশ করেন। এই মন্ত্র জপিলে আন্ধ্যরোগ আরোগ্য হয়।

৯১। ব্রহ্মা—ওঁ ব্রোঁং ব্রহ্মণে নমঃ।

অদ্যাপি প্রতিমায় ব্রহ্মাপূজা নানাস্থানে প্রচলিত। বেলুড় ধর্ম্মচক্রেও আমরা প্রতিমায় ব্রহ্মাপূজা করেছি। পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মার মন্দির অবস্থিত।

৯২। মহিষাসুর—ওঁ মুং মহাভক্তায় মহিষাসুরায় নমঃ।

৯৩। বাস্তুদেবতা—ওঁ বং বাস্তুদেবায় নমঃ।

৯৪। সিংহ—ওঁ সীং দেবীবাহনায় মহাসিংহায় নমঃ।

প্রতিমায় দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা ও চণ্ডিকা পূজার সময় দেবীবাহন মহাসিংহকে পূজা করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯৫। অনন্ত—ওঁ অনন্তায় নমঃ।

৯৬। বাসুকী—ওঁ বং বাসুকীদেবায় নমঃ।

৯৭। কৌষিকী—ওঁ কীং কৌষিকীদেব্যৈ নমঃ।

৯৮। কুব্জিকা—ওঁ কুং কুব্জিকাদেব্যৈ নমঃ।

কুব্জিকা ষোড়শ কুমারীর অন্যতমা ও কুমারীপূজা দুর্গাপূজার অঙ্গীভূতা।

৯৯। অপরাজিতা—ওঁ অং অপরাজিতাদেব্যৈ নমঃ।

অপরাজিতাপূজা দুর্গাপূজার অঙ্গীভূত।

১০০। যোগিনী—ওঁ যাং যোগিনীদেব্যৈ নমঃ।

অথবা

ওঁ যৌং যোগিনীদেব্যৈ নমঃ।

প্রথম মন্ত্র কাম্যফলপ্রদ ও দ্বিতীয় মন্ত্রে যোগিনী দেবীর পূজা হয়। যোগিনী পূজা কালীপূজার অঙ্গীভূতা। কারণ ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতি দেবতা কালী মাতার অনুচরী।

১০১। ডাকিনী—ওঁ ডাং ডাকিনীদেব্যৈ নমঃ।

১০২। পৃথিবী—ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং পৃথিবীদেব্যৈ নমঃ।

১০৩। প্রকৃতি—ওঁ প্রকৃতিদেব্যৈ নমঃ।

১০৪। আধারশক্তি—ওঁ হ্রীং আধারশক্ত্যয়ে নমঃ।

১০৫। গন্ধেশ্বরী—ওঁ ঐং গন্ধেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ।

১০৬। উত্তর বাহিনী—ওঁ শ্রীশ্রী উত্তরবাহিন্যৈ নমঃ।

হাওড়া জেলায় শিয়াখালা গ্রামে উত্তরবাহিনী দেবীর মন্দির অবস্থিত।

১০৭। রম্ভা—ওঁ রোং রম্ভাদেব্যৈ নমঃ।

রম্ভাদবী গণেশপত্নী, ও রম্ভাপূজা গণেশপূজার অঙ্গীভূতা। দুর্গাপূজায় রম্ভাদেবীই কলাবৌ রূপে পূজিতা হন।

১০৮। মনসা—ওঁ মিং মনসাদেব্যৈ নমঃ।

প্রতি গৃহে মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মনসা গাছে বা প্রতিমায় বা ঘটে মনসাপূজা হয়। মনসা মন্ত্র জপিলে সর্পভীতি নিবারিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০৯। ষষ্ঠী—ওঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমঃ।

প্রতি গৃহে শিশু জন্মের ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠী পূজা হয়। ষষ্ঠীদেবী শিশুগণকে রক্ষা করেন।

১১০। শীতলা—ওঁ রিং শীং শীতলাদেব্যৈ নমঃ।

শীতলাদেবীর পূজা বা শীতলা মন্ত্র জপ করিলে বসন্তরোগাদি দূরীভূত হয়।

১১১। দক্ষিণা—ওঁ শ্রীঃ ক্লীং হ্রীং দক্ষিণাদেব্যৈ নমঃ।

১১২। মাকড়চণ্ডী—ওঁ হ্রীং মাকড়চণ্ডীদেব্যৈ নমঃ।

হাওড়া জেলায় মাকড়দহ গ্রামে সরস্বতী নদীতীরে মাকড়চণ্ডী দেবীর মন্দির অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে যে, এই স্থানে চণ্ডীদেবীর মাকৃড়ী পড়েছিল।

১১৩। হংসেশ্বরী—ওঁ হ্রীং (অথবা হং) হংসেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ।

হুগলী জেলার অন্তর্গত বংশবাটী গ্রামে হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির অবস্থিত।

১১৪। ভবানী—ওঁ হ্রীং (অথবা ভং) ভবানী দেব্যৈ নমঃ।

মহারাষ্ট্রে পুনা শহরে ভবানীদেবীর মন্দির অবস্থিত। ভবানী শিবাজীর ইষ্টদেবী ছিলেন। স্বর্গবাসী শিবাজী কল্কিযুগে জন্মাবেন, ও পূর্ব্ববৎ হিন্দুশৌর্য্য দেখাবেন।

১১৫। কন্যাকুমারী—ওঁ কাং কন্যাকুমারীদেব্যৈ নমঃ

দক্ষিণ ভারতের শেষপ্রান্তে সমুদ্রগর্ভে পর্বতোপরি কন্যাকুমারী দেবীর মন্দির অবস্থিত।

১১৬। কামাখ্যা—ওঁ ক্রীং হ্রীং কামাখ্যাদেব্যৈ নমঃ।

আসামে গৌহাটী শহর সমীপে ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে কামাখ্যা দেবীর মন্দির বিদ্যমান। ইহা যোনিপীঠ ও তীর্থস্থান। কামাখ্যা বা কামাক্ষী চিবুক রক্ষা করেন।

১১৭। ভবতারিণী—ওঁ হ্রাং ভবতারিণীদেব্যৈ নমঃ।

কলিকাতার অদূরে গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে ভবতারিণী দেবীর মন্দির অবস্থিত। এই মন্দির রাণী রাসমণির কর্তৃক ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই স্থানে কঠোর সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন এবং ত্রিশ বৎসর বাস করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১৮। বিশালাক্ষী—ওঁ হ্রীং ব্রীং বিশালাক্ষীদেব্যৈ নমঃ।

হুগলী জেলার বহুস্থানে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির অবস্থিত।

১১৯। মহাগৌরী—ওঁ ঐং হ্রীং ক্রীং মহাগৌরীদেব্যৈ নমঃ।

শ্রীশ্রীচণ্ডী অনুসারে মহাগৌরী নবদুর্গার অন্যতমা।

১২০। সিদ্ধকালী—ওঁ ক্রাং সিদ্ধকালীদেব্যৈ নমঃ।

১২১। ক্ষিপ্তেশ্বরী—ওঁ খোং ক্ষিপ্তেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ।

মেদিনীপুর জেলায় রূপনারায়ণ নদীতীরে খেপুত গ্রামে ক্ষিপ্তেশ্বরী দেবীর প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা মৎপ্রণীত 'অমর ভারত' পুস্তকে প্রদত্ত।

১২২। ভ্রামরী—ওঁ ভাং ভ্রামরীদেব্যৈ নমঃ।

১২৩। শতাক্ষী—ওঁ শং থং শতাক্ষীদেব্যৈ নমঃ।

১২৪। রক্তদান্তিকা—ওঁ রীং রক্তদান্তিকাদেব্যৈ নমঃ।

১২৫। ভীমা— ওঁ ভোং ভীমাদেব্যৈ নমঃ।

১২৬। নন্দা—ওঁ নোং নন্দাদেব্যৈ নমঃ।

১২৭। চামুণ্ডা—ওঁ হ্রীং চোং চামুণ্ডাদেব্যৈ নমঃ।

শারদীয়া ও বাসন্তী দুর্গাপূজার মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে ৪৮মিঃ যাবৎ চামুণ্ডাপূজা হয়। ইহাই সান্ধপূজা নামে অভিহিত। চামুণ্ডা দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা।

১২৮। নারসিংহী—ওঁ নাং নারসিংহীদেব্যৈ নমঃ।

১২৯। ইন্দ্রাণী—ওঁ ইং ইন্দ্রাণীদেব্যৈ নমঃ।

ইন্দ্রাণী বা ঐন্দ্রী পূর্ব্বদিক রক্ষা করেন। এই মন্ত্র জপিলে পূর্ব্বদিকে বিপদ আসে না।

১৩০। মাহেশ্বরী—ওঁ মাং মাহেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ।

১৩১। নরসিংহ—ওঁ নং নরসিংহদেবায় নমঃ।

হাজারীবাগ সমীপে নরসিংহস্থানে নরসিংহ মূর্ত্তিএকটি শিলাখণ্ডে খোদিত। উহার মধ্যে শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি, মাথার দুপাশে মনুষ্যমুখ ও মধ্যে সিংহমুখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা নেপালের তরাই অঞ্চলে প্রাপ্ত মূর্ত্তি। স্বপ্নাদেশ পেয়ে হাজারীবাগের নরসিংহস্থানে উহাকে এনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

১৩২। রামচন্দ্র—ওঁ শ্রীরামচন্দ্রদেবায় নমঃ।

অযোধ্যা নগরে প্রাচীন রামমন্দির বিদ্যমান। দেব্যৈ নমঃ।

১৩৩। কামধেনু—ওঁ ঐং শ্রীং ক্লীং কামধেনু (বা সবলা-)

১৩৪। গৌরী—ওঁ ঐং হ্রাং শ্রীঃ ক্লীং গৌরীদেব্যৈ নমঃ।

১৩৫। বামন—ওঁ বং বামনদেবায় নমঃ।

১৩৬। বৈষ্ণবী—ওঁ বীং বৈষ্ণবীদেব্যৈ নমঃ।

কাশ্মীরে জম্মু শহরের অদূরে বৈষ্ণবীদেবীর মন্দির অবস্থিত। উহা কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের হিন্দুদের মহাতীর্থ।

১৩৭। বারাহী—ওঁ বাং বারাহীদেব্যৈ নমঃ।

১৩৮। ব্রহ্মাণী—ওঁ বৌং ব্রহ্মাণীদেব্যৈ নমঃ।

ব্রহ্মাণী শুক্র রক্ষা করেন। এই মন্ত্র জপিলে শুক্রক্ষয়াদি রোগ সারিয়া যায়।

১৩৯। কৌমারী—ওঁ কীং কৌমারীদেব্যৈ নমঃ।

কৌমারী দুর্গাদেবীর অষ্টশক্তির অন্যতমা ও কুমারশক্তি। দেবীকবচ অনুসারে কৌমারী দন্তসমূহ, রোমকূপ সমূহ, ও কন্যাদের রক্ষা করেন। এই মন্ত্র জপিলে কৌমারী দেবীর দর্শন লাভ হয়। কৌমারী কন্যারূপে ছয় মাস আমার সহিত লীলা করেন।

১৩০। কেদার নাথ—ওঁ কেদারনাথায় নমঃ।

কেদারনাথ পূর্ণশিব ও কেদারনাথ মন্দির হিমালয়ে অবস্থিত।

১৪১। অমরনাথ—ওঁ অমরনাথায় নমঃ।

কাশ্মীরে অমরনাথ মন্দির অবস্থিত। অমরনাথ পূর্ণশিব ও তুষারলিঙ্গ। পার্শ্ববর্ত্তী অমর গঙ্গায় অবগাহনপূর্ব্বক অমরনাথ তুষারলিঙ্গ দর্শন করিতে হয়।

১৪২। রামেশ্বর—ওঁ রামেশ্বরায় নমঃ।

মাদ্রাজে সমুদ্রতীরে রামেশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত। রামেশ্বর পূর্ণশিব ও ভগবান রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণবধান্তে প্রতিষ্ঠিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪৩। কল্যাণেশ্বর—ওঁ কল্যাণেশ্বরায় নমঃ।

হাওড়া জেলায় বালি গ্রামে কল্যাণেশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত।

১৪৪। মহাকাল—ওঁ হুং মহাকালভৈরবায় নমঃ।

১৪৫। বাণলিঙ্গ—ওঁ বাণেশ্বরায় বাণলিঙ্গায় নমঃ।

ইহা শিবভক্ত বাণরাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

১৪৬। তারকব্রহ্ম—ওঁ তারকব্রহ্ম নারায়ণায় নমঃ।

এই মন্ত্র বাবা বিশ্বনাথ কাশীধামে মৃত ব্যক্তির কর্ণে উচ্চারণ করেন। যে সাধকগণ সিদ্ধিলাভে অক্ষম হয়ে দেহত্যাগ করেন, তাহাদের সূক্ষ্মদেহকে বিশ্বনাথ ভৈরব এই মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া ইষ্টসিদ্ধির স্তরে তুলিয়া দেন। ইহার পর বাকী সাধন সাধককে সূক্ষ্মদেহে করিতে হয়। যদি তিনি করেন, তবেই তিনি মুক্তি পাবেন ; নচেৎ পুণ্যক্ষয়ে মর্তে নামেন।

১৪৭। হরিনারায়ণ—ওঁ হরিনারায়ণ ব্রহ্ম।

এই সিদ্ধমন্ত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে প্রচার করিতে দেন, কিন্তু বৈষ্ণব সমাজে ইহা বিস্মৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ নারদপঞ্চরাত্রে ইহা উল্লিখিত।

১৪৮। জগন্নাথ—ওঁ জগন্নাথদেবায় নমঃ।

উড়িষ্যায় পুরীধামে সমুদ্রতীরে জগন্নাথ মন্দির অবস্থিত। ইহা বিষ্ণুতীর্থ ও এখানে আষাঢ়মাসে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা হয়। এই পুণ্যতীর্থে শ্রীচৈতন্য শেষ আঠার বৎসর বাসান্তে দেহত্যাগ করেন।

১৪৯। লক্ষ্মীনারায়ণ—ওঁ নং লং লক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাং নমঃ।

রামানুজ সম্প্রদায়ে লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্ত্তি উপাসিত হয়। শ্রীবৈষ্ণবগণ লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্ত্তি পূজা করেন।

১৫০। রাধাকৃষ্ণ—ওঁ ক্লীং শ্রীং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

বিষ্ণুমার্গে সাধক সাধিকার পক্ষে কামবীজ ক্লীং মন্ত্র জপ অবশ্য কর্ত্তব্য। উহা সর্ব্বকামনা পূরক ও মোক্ষমার্গ প্রদর্শক। যাহাদের ইষ্টদেব রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি হন, তাদের ইষ্টমন্ত্রে কামবীজের পাশে লক্ষ্মীবীজ বা ধনবীজ শ্রীং বসিবে। যাহাদের ইষ্ট শুধু রাধা হন, তাহাদের ইষ্টমন্ত্র, 'ওঁ শ্রীরাধায়ৈ নমঃ'। যেমন তন্ত্রপথে শিব ও গৌরীকে নিয়ে সাধন করতে হয়, তেমনি বিষ্ণুপথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে নিয়ে সাধন করতে হয়। বৈষ্ণব সাধনে শ্রীরাধাই পরমাপ্রকৃতি
ও কৃষ্ণই পরমপুরুষ; যেমন হরগৌরী সাধনে গৌরীকে পরমাপ্রকৃতি ও শিবকে
পরমপুরুষ বলা হয়। পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি উভয়ের বীজমন্ত্র প্রণব।
তাই রাধা মন্ত্রে শুধু প্রণবই থাকবে, অন্য বীজ থাকবে না; কিন্তু যুগলমন্ত্রে
কামবীজ ও লক্ষ্মীবীজ উভয়ই থাকিবে।

রাধা বা লক্ষ্মী নিরাকার পরমাপ্রকৃতি নন। যেমন বিষ্ণু পরমাত্মার
স্থূলমূর্ত্তি, তেমনি রাধা বা লক্ষ্মী পরমাপ্রকৃতির স্থূলমূর্ত্তি। স্থূল মার্গের সাধনে
স্থূল ইষ্ট প্রয়োজন হয়। কামবীজ ও লক্ষ্মীবীজ উভয়ই ভোগবীজ; যুগলমন্ত্রে
কামবীজ ত্যাগবীজ তুল্য কার্য্যকরী হয়। যাদের ইষ্ট শুধু কৃষ্ণই হন, তাদের মন্ত্র
হবে, 'ওঁ ক্লীং ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ'। এখানে গোলকমন্ত্র কামবীজ ক্লীং ত্যাগ-
বীজ ও ভোগবীজ তুল্য ফলপ্রদ হবে। ইহার অর্থ, উক্ত বীজ সাধকে ভোগের
মধ্য দিয়ে ত্যাগে নিয়ে যাবে। সেইজন্য যুগলমন্ত্রে কামবীজ হবে ত্যাগবীজ
ও লক্ষ্মীবীজ হবে ভোগবীজ। উক্ত কৃষ্ণ অবতারপুরুষ। আর যিনি পরমাত্মা, পরম
পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে অর্জুন গীতায় দশম অধ্যায়ে পরমব্রহ্ম ও পরমধাম বলেছেন,
তাঁর মন্ত্র শুধু প্রণব হবে, কামবীজ ও কৃষ্ণনাম থাকবে না। কারণ তখন শ্রীকৃষ্ণ
নিরাকার পরমাত্মা।

১৫১। সীতারাম—ওঁ শ্রীং সীতারামাভ্যাং নমঃ।
১৫২। হরগৌরী—ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং শ্রীং হরগৌরীভ্যাং নমঃ।
১৫৩। গোপাল—ওঁ ক্লীং বালকৃষ্ণায় (অথবা বালগোপালায়)
নমঃ।

এই মন্ত্রে 'ভগবতে' যোগ করিলে মন্ত্রশক্তি হ্রাস পায়। কামারহাটীর
অঘোরমণি দেবী গোপালমন্ত্রে জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করেন ভগবান বালকৃষ্ণ বেলুড়
ধর্ম্মচক্রের মন্দিরে গত তিনবর্ষ যাবৎ সুমধুর প্রেমলীলা করিতেছেন।

১৫৪। গণেশ—ওঁ গং সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।

অষ্টাদশ যোগচক্রে জপণীয় অষ্টাদশ গণেশমন্ত্র ইতঃ পূর্ব্বে উল্লিখিত।

১৫৫। মহাবিষ্ণু—ওঁ মাং মহাবিষ্ণুদেবতায়ৈ নমঃ।
১৫৬। বিষ্ণু—ওঁ বং নমোভগবতে বিষ্ণুদেবায় নমঃ।
১৫৭। নারায়ণ—ওঁ নং নারায়ণায় নমঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫৮। বাসুদেব—ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ।

১৫৯। কেশব—ওঁ কং কেশবায় নমঃ।

১৬০। মাধব—ওঁ মং মাধবায় নমঃ।

১৬১। কৃষ্ণ—ওঁ ক্লীং ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

উল্লিখিত সপ্তবিধ বিষ্ণুমন্ত্র বিভিন্ন বৈষ্ণব সাধকের ইষ্টমন্ত্র হয়।

১৬২। কাল্কি—ওঁ কৌং কল্কিদেবায় নমঃ।

এই মন্ত্রে 'ভগবতে' যোগ করিলে মন্ত্রশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কল্কিমন্ত্র কলিযুগের মোক্ষমন্ত্র। মহামায়া স্বয়ং ১৩৭০ সালে কল্কিমন্ত্র আমাদের নিকট প্রকাশ করেন। এক মাত্র অনাগত অবতার কল্কিদেব তিন বর্ষ যাবৎ বেলুড় ধর্মচক্রের মন্দিরে সূক্ষ্মদেহে গুপ্তলীলা করিতেছেন, ও ১৩৯২ বঙ্গাব্দে বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী তিথীতে স্থূলদেহে মথুরায় অবতীর্ণ হবেন।

১৬৩। বরাহ—ওঁ বরাহদেবায় নমঃ।

১৬৪। কূর্ম—ওঁ কূর্মায় নমঃ।

১৬৫। মৎস্য—ওঁ মুং মৎস্যায় নমঃ।

১৬৬। হংস—ওঁ হং হংসায় নমঃ।

১৬৭। রাধিকা—ওঁ শ্রীরাধিকাদেব্যৈ নমঃ।

১৬৮। সাবিত্রী—ওঁ সৌং সাবিত্রীদেব্যৈ নমঃ।

রাজস্থানে আজমীর সমীপে পুষ্কর তীর্থে সাবিত্রী পাহাড়ে, ও ঝাড়গ্রামে রাজবাড়ী সমীপে সাবিত্রী দেবীর মন্দির অবস্থিত।

১৬৯। সীতা—ওঁ শ্রীং সীতাদেব্যৈ নমঃ।

১৭০। সরস্বতী—ওঁ ঐং শ্রীং সরস্বতীদেব্যৈ নমঃ।

১৭১। লক্ষ্মী—ওঁ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।

১৭২। কালিকা—ওঁ হ্রীং কালিকায়ৈ নমঃ।

১৭৩। দুর্গা—ওঁ হ্রীং দুর্গাদেব্যৈ নমঃ।

১৭৪। চণ্ডীকা—ওঁ হ্রীং চণ্ডীকাদেব্যৈ নমঃ।

উল্লিখিত মন্ত্রত্রয় মোক্ষপ্রদ ইষ্টমন্ত্র। কালী, দুর্গা ও চণ্ডিকা যথাক্রমে মহামায়ার তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭৫। অন্নপূর্ণা—ওঁ আং হ্রাং অন্নপূর্ণাদেব্যৈ নমঃ।

বসন্তকালে রামনবমী তিথিতে প্রতিমায় অন্নপূর্ণাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কাশীধামে বিশ্বনাথ মন্দির সমীপে অন্নপূর্ণা মন্দির অবস্থিত।

১৭৬। জগদ্ধাত্রী—ওঁ ঐং জগদ্ধাত্রীদেব্যৈ নমঃ।

জগদ্ধাত্রী শিব ঠাকুরের ইষ্ট দেবী, ও জগদ্ধাত্রীমন্ত্র মোক্ষপ্রদ ইষ্টমন্ত্র। কার্ত্তিক মাসে কালীপূজার পরে শুক্লা নবমীতে, প্রতিমায় জগদ্ধাত্রী দেবীর বাৎসরিক মহাপূজা সম্পন্ন হয়।

১৭৭। কমলা—ওঁ শ্রীং কমলাদেব্যৈ নমঃ।

১৭৮। মাতঙ্গী—ওঁ মোং মাতঙ্গীদেব্যৈ নমঃ।

১৭৯। বগলা—ওঁ বোং বগলাদেব্যৈ নমঃ।

১৮০। ধূমাবতী—ওঁ ধূং ধূমাবতীদেব্যৈ নমঃ।

১৮১। ভুবনেশ্বরী—ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ভুবনেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ।

১৮২। ষোড়শী—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্রীং ক্লীং ষোড়শীদেব্যৈ নমঃ।

১৮৩। ভৈরবী—ওঁ ভোং ভৈরবীদেব্যৈ নমঃ।

১৮৪। ছিন্নমস্তা—ওঁ ছোং ছিন্নমস্তাদেব্যৈ নমঃ।

১৮৫। তারা—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং তারায়ৈ নমঃ।

১৮৬। কালী—ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ নমঃ।

উল্লিখিত দশ মহাবিদ্যার দশ মন্ত্র, মোক্ষপ্রদ ইষ্টমন্ত্র। সাধকবৃন্দে প্রকৃতিভেদে মহামায়া এই দশমূর্ত্তি ধারণ করেন। ক্রীং ভোগবীজ ও হ্রীং ত্যাগবীজ বা মায়াবীজ। ঐং বিদ্যাবীজ, শ্রীং ধনবীজ, ও ক্লীং কামবীজ।

১৮৭। পরম শিব—ওঁ শিবায় নমঃ।

১৮৮। আশুতোষ—ওঁ অং আশুতোষায় নমঃ।

১৮৯। পশুপতি—ওঁ পং পশুপতয়ে নমঃ।

১৯০। জলেশ্বর—ওঁ জং জলেশ্বরায় নমঃ।

১৯১। নাগেশ্বর—ওঁ নং নাগেশ্বরায় নমঃ।

১৯২। পরমেশ্বর—ওঁ পিং পরমেশ্বরায় নমঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৩। ঈশান—ওঁ ঈং ঈশানায় নমঃ।

১৯৪। অঘোর—ওঁ আং অঘোরায় নমঃ।

১৯৫। ভৈরব—ওঁ হৌং ভৈরবায় নমঃ।

১৯৬। কালভৈরব—ওঁ কাং কালভৈরবায় নমঃ।

১৯৭। জগদীশ্বর—ওঁ জোং জগদীশ্বরায় নমঃ।

১৯৮। নির্জলেশ্বর—ওঁ নীং নির্জলেশ্বরায় নমঃ।

পরমশিব জ্যোতির্লিঙ্গ ও শিবমন্ত্র মোক্ষপ্রদ ইষ্টমন্ত্র। সকল সাধক সাধিকাকে শেষকালে শৈবসাধন করিতে হয়। মহাভারতে আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অন্তিমজীবনে শৈবসাধন করেন। নেপালে পশুপতিনাথ, পশ্চিমবঙ্গে তারকেশ্বর, কাশীধামে বিশ্বনাথ, হিমালয়ে কেদারনাথ, কাশ্মীরে অমরনাথ, গুজরাঠে সোমনাথ, উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বর ও মাদ্রাজে রামেশ্বর সুপ্রাচীন শিব।

১৯৯। গায়ত্রী—ওঁ গায়ত্রীদেব্যৈ নমঃ।

২০০। বিরজা—ওঁ ঐং বিরজাদেব্যৈ নমঃ।

২০১। ব্রহ্মময়ী—ওঁ ব্রহ্মময়ীদেব্যৈ নমঃ।

চব্বিশপরগণা জেলায় শ্যামনগরে গঙ্গাতীরে ব্রহ্মময়ী দেবীর মন্দির অবস্থিত।

২০২। ব্রহ্মবিদ্যা—ওঁ ঐং ব্রহ্মবিদ্যাদেব্যৈ নমঃ।

২০৩। মহালক্ষ্মী—ওঁ ঐং শ্রীং মহালক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।

২০৪। মহাকালী—ওঁ ঐং হ্রীং মহাকালীদেব্যৈ নমঃ।

২০৫। মহাসরস্বতী—ওঁ হ্রীং শ্রীং মহাসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ।

২০৬। মহামায়া—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং মহামায়াদেব্যৈ নমঃ।

মহামায়া নিরাকারা জ্যোতির্মূর্তি এবং শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকল্কি প্রমুখ পূর্ণশক্তি অবতারগণের ইষ্টদেবী।

২০৭। বিশ্বনাথ—ওঁ বিশ্বনাথায় নমঃ।

বিশ্বনাথ সত্ত্বগুণি ভৈরব বা শিবের মূর্তি।

২০৮। তারকেশ্বর—ওঁ হৌং তারকেশ্বরায় নমঃ।

তারকেশ্বর পূর্ণশিব নন, ইনি ভৈরব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০৯। ভুবনেশ্বর—ওঁ ভুবনেশ্বরায় নমঃ।

ভুবনেশ্বর রজোলেশযুক্ত সত্ত্বগুণী শিব।

২১০। লোকনাথ—ওঁ লোকনাথায় নমঃ।

লোকনাথ রজোমিশ্রিত সত্ত্বগুণী শিব।

তারকেশ্বর সমীপে লোকনাথ শিবমন্দির অবস্থিত।

২১১। সুরথেশ্বর—ওঁ সুরথেশ্বরায় নমঃ

সুরথেশ্বর শিবের পূর্ণ রজোমূর্ত্তি। বীরভূম জেলায় বোলপুর সমীপে সুরুল গ্রামে সুরথেশ্বর শিবমন্দির বিদ্যমান।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে কথিত সম্রাট সুরথ কর্তৃক উক্ত শিব প্রতিষ্ঠিত। সুরথের নামানুসারে উক্ত শিবের নাম সুরথেশ্বর হয়েছে।

২১২। ক্ষীরভবানী—ওঁ ক্ষীরভবানীদেব্যৈ নমঃ।

ক্ষীরভবানী দেবীস্থান কাশ্মীরে অবস্থিত। উক্ত দেবীর কোন মূর্তি বা মন্দির নাই। একটি বৃহৎ কুণ্ডের জলে ক্ষীর বা দুধ ঢালিয়া দেবীর পূজা করিতে হয়।

২১৩। পরশুরাম—ওঁ পং পরশুরামায় নমঃ।

পরশুরাম খণ্ডশক্তি অবতার। দশ অবতারের পূজা কালে পরশুরামের পূজা করিতে হয়।

২১৪। উমা—ওঁ উং উমাদেব্যৈ নমঃ।

উমাদেবী মূর্দ্ধাদেশ রক্ষা করেন। উমামন্ত্র জপিলে মূর্দ্ধা দেশের যন্ত্রণা ও ক্ষতাদি সারিয়া যায়।

২১৫। ষড়ভুজা সরস্বতী—ওঁ ঐং শ্রীং ক্লীং ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনৈ সরস্বতীদেব্যৈ নমঃ।

ষড়ভুজা সরস্বতীর উর্দ্ধহস্তদ্বয়ে শংখ ও চক্র, মধ্য হস্তদ্বয়ে বেদ ও বীণা এবং নিম্ন হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা বিদ্যমান। যাজ্ঞবল্ক্য গুরুশাপে বেদবিদ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্মৃত হয়েছিলেন। ইনি মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে ষষ্ঠ পঞ্চমী তিথিতে ষড়ৈশ্বর্য্য শালিনী ইষ্টদেবী ষড়ভূজা সরস্বতীর আরাধনা করে পুনরায় বেদবিদ্যা প্রাপ্ত হন।

২১৬। হয়গ্রীব—ওঁ শ্রীহয়গ্রীবায় নমঃ।

হয়গ্রীব শশিবর্ণ বিষ্ণুমুর্ত্তি ও চন্দ্রলোকের অধিপতি। ২৬শে জানুয়ারী ১৯৬৪, রবিবার মধ্যরাত্রে হয়গ্রীব ধর্মচক্রে মহাগৌরীর নিকট আবির্ভূত হয়ে বলেন, তোমার গুরুকে আমার মন্ত্র প্রকাশ করিতে বলো। হয়গ্রীবের গলা লম্বা ও অশ্ববৎ মুখাকৃতি, মাথায় মুকুট, ও গাত্রে বিবিধ অলংকার, চতুর্ভুজ, শংখ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি। মর্ত্যলোকে দেহধারণার্থ সমস্ত উর্দ্ধলোকের অধিবাসিকে চন্দ্রলোকে অবতরণ করিতে হয়।

———

১২ই জানুয়ারী ১৯৬৪, রবিবার এই মন্ত্রমালার পাণ্ডুলিপি মুদ্রণার্থ লিখিত হয়। উক্তদিন মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে আমি বিশ্রাম করিতেছিলাম ও মহাগৌরী আমার খাটেই বসেছিলেন। এমন সময় স্বর্গবাসী করুণানিধান চক্রবর্ত্তি সূক্ষ্মদেহে এসে আমার শয্যায় বসিলেন, ও সিগারেট খেতে খেতে আমাকে বলিলেন, "আপনি যে মন্ত্রমালা প্রকাশ করছেন, উহাতে স্বর্গবাসী দেবতারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন ও বলছেন, এই সকল মন্ত্রে মর্ত্যবাসীরা আমাদের পূজা করিলে আমরা নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করব ও মন্ত্রাবলীর প্রকাশককে আশীর্ব্বাদ করব।" করুণানিধান আমার পূর্ব্বপরিচিত সদব্রাহ্মণ। তিনি সাদা জামা ও কাপড় পরেছিলেন, এবং তাঁর সিগারেটের ধূম ও গন্ধ আমি ও মহাগৌরী, স্পষ্টভাবে অনুভব করলাম। পরদিন সোমবার পূর্ব্বাহ্নে আবার তিনি এসে ভৈরবানন্দের নিকট পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪, রবিবার নৈশ ভোজনান্তে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে রাত্রি দশটায় অন্ধকারে স্তিমিত নয়নে আমি দেখিলাম, আমার সম্মুখে মশারীর মধ্যে গণেশবাহন সুশ্বেত মূষিক আসিয়া একখানি ছোট তক্তার উপর বসিলেন এবং আমার দিকে মিট মিট করিয়া তাকাইতে ও লেজ নাড়িতে লাগিলেন। ঐ জীবন্ত মূষিকের গাত্রবর্ণ দুগ্ধবৎ অতি শুভ্র, কিন্তু মুখটি বেশ কালো। আমার ডাকে অদূরে শায়িত মহাগৌরী সরস্বতীও গণেশবাহনকে দেখিলেন। প্রায় একমিনিট থাকিয়া ঐ মূষিক অদৃশ্য হলেন। গণেশবাহনের পূর্ণমূর্ত্তি এত স্পষ্টভাবে পূর্বে দেখি নাই। বিগত ডিসেম্বরে বাৎসরিক গণেশ পূজার সময় হইতে রোজ বহুবার গনেশবাহনকে দেখিতে পাই। ধ্যানকালে বা আহারসময়ে বা পূজাকালে, তিনি আমার সম্মুখে আসিয়া দ্রুতবেগে ঘুরিয়া বেড়ান। অনুসন্ধানে জানিলাম ; শ্বেত মূষিকও দেখা যায়।

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪, সোমবার মধ্যাহ্নভোজনান্তে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে আমি বিশ্রাম করিতেছিলাম এবং মহাগৌরী সরস্বতী অদূরে চেয়ারে বসেছিলেন। কিঞ্চিৎ অধিক দুই মাস পরে আমাদের নাটমন্দিরে মৃন্ময়ী প্রতিমায় নবম বার্ষিক বাসন্তী দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। এইবৎসর কোন্ ব্রাহ্মণ কুমারীকে আমরা পূজা করব, সেই সম্বন্ধে কথা উঠিল এবং বালির একটি কুমারী কন্যাকে আপাতত আমরা পূজার জন্য নির্বাচন করিলাম। এমন সময় পশ্চিম বারান্দায় আমাদের সম্মুখে একটি কুমারী দেবী বালিকামূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হলেন।— অতিশয় সুন্দরী গৌরবর্ণা, মাথায় চার পাঁপড়ি যুক্ত লাল রিবন্ বাঁধা, মুক্তকেশী, সাদা শাড়ী পরা, মুখটি পানের মত, মাথায় অল্প ঘোমটা, গোলগাল চেহারা ও বয়স প্রায় ১০ বৎসর। ষোল বর্ষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ কুমারীগণ পূজিতা হন এবং প্রথম বর্ষ থেকে ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত কুমারীদের ১৬টি শাস্ত্রীয় নাম নির্দেশিত। 'আহ্নিককৃত্য' গ্রন্থ খুলিয়া মহাগৌরী পড়িলেন ; নবম বা দশম বর্ষিয়া কুমারীর কি নাম শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। অনন্তর আমি তন্দ্রিত নয়নে আবির্ভূতা কুমারীর গৌরবর্ণ পূর্ণমূর্ত্তি স্পষ্টভাবে দেখিলাম। তিনি আমার খাটের পাশে এসে পূর্ণমূর্ত্তিতে সহাস্যবদনে দাঁড়ালেন ও আমাকে পিতৃজ্ঞানে করজোড়ে নমস্কার করিলেন। আমি তাঁর মনোহর দিব্যমূর্ত্তি দর্শনে বিমোহিত হইলাম। তিনি অন্তর্হিতা হলে জগন্মাতা দুর্গাদেবী আমার খাটের পাশে আসিয়া অদৃশ্যভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাঁড়ালেন, এবং স্বর্ণবর্ণ সুন্দর সুঠাম হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া যুক্তকরে আমার কাছে আসন্ন বাৎসরিক মহাপূজা ভিক্ষা চাহিলেন। জগন্মাতার স্বর্ণবলয় শোভিত স্বর্ণবর্ণ হস্তদ্বয় দর্শনে আমি অপার আনন্দে অভিভূত হইলাম, এবং ভক্তিভরে তাঁহাকে মানসপ্রণাম করিলাম। সন্ধ্যা থেকে আমার খুব জ্বর হওয়ায় সারা রাত্রি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে আমি বিনিদ্ররজনী যাপন করিলাম। গভীর নিশীথে স্তিমিত নয়নে শায়িত অবস্থায় আমি দেখিলাম, অদ্য দুপুরে দৃষ্ট কুমারী দেবী উত্তর দিক থেকে দ্রুত পদে এসে আমার শিয়রে দাড়ালেন, এবং মাথা নীচু করে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্য করিলেন।— ঈষৎ নীলাভ সবুজ বর্ণ শাড়ী পরা, গাত্রবর্ণ দুগ্ধবৎ অতি শুভ্র, মাথার নীলাভ কেশদাম পীঠে দোদুল্যমান। তাঁর গাত্রবর্ণ এত শুভ্র যে, ময়ূরকণ্ঠী সূক্ষ্ম শাড়ী ভেদ করে প্রোজ্জল শুভ্রত্ব জ্যোস্নাবৎ বিকীর্ণ হচ্ছে। প্রায় এক মিনিট থেকে তিনি চলে গেলেন। আমি তাঁকে দেখে পূর্বাপেক্ষা সুস্থবোধ করিলাম। আমার ডাকে মহাগৌরীও তাঁহাকে দেখিলেন। এইরূপে আমরা প্রতিদিন দেবদেবীর সন্দর্শন লাভে ধন্য হই।

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪, বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নভোজনকালে আমি ও মহাগৌরী একতলার পশ্চিম বারান্দায় বসে আসন্ন বাসন্তী দুর্গাপূজায় চণ্ডীগান ব্যবস্থার কথা বলিতেছিলাম। ভোজনান্তে আমি নাটমন্দিরে গিয়ে মুখ ধোবার সময় দেখিলাম, শুভ্রবর্ণা দুর্গাদেবী আমার সম্মুখে আবির্ভূতা এবং তাঁর মাথার চারিদিকে জ্যোতির্মণ্ডল প্রকটিত। আমার ডাকে মহাগৌরী দ্রুত পদে তথায় এসে দুর্গাদেবীকে দেখিলেন। সম্ভবতঃ কোন দুষ্ট গ্রহ আমার অনিষ্ট সাধনার্থ তথায় দাঁড়িয়েছিলেন, এবং দুর্গাদেবী এসে তাঁকে সরিয়ে দিলেন। বৈকাল ৪৷৷ টায় এক তলার বারান্দায় আমি ও মহাগৌরী প্রমুখ ৪।৫ জন বসে চা পানকালে নানা কথা বলিতেছিলাম। তখন আমাদের সম্মুখে জ্যোতির্ময়ী ইষ্টদেবী আবির্ভূতা হলেন। জগন্মাতার আকস্মিক আবির্ভাবে আমরা স্তম্ভিত হলাম ও তাঁকে মানসপ্রণাম জানালাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ই নভেম্বর ১৯৬৩, বুধবার সকাল ৬৷৷০টায় মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসে আমি চা খাইতে ছিলাম এবং মহাগৌরী সরস্বতী অদূরে বসেছিলেন। তখন আমি খোলা চোখে দেখিলাম, আমার সম্মুখে একটি স্থূলকায়া গৌরবর্ণা নারীমূর্ত্তি আসিয়া বসিলেন এবং আমার দিকে স্নেহভরে তাকিয়ে রহিলেন। সাদা শাড়ী পরা, মাথায় ঘোমটা, সহাস্য বদন। আমি তাঁকে প্রণাম করতে তিনি হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন, এবং এক মিনিট থেকে চলে গেলেন। মহাগৌরীও তাঁহাকে সুস্পষ্টভাবে দেখিলেন।' ইনি আমার ইহজন্মের গর্ভধারিণী সীতা দেবী। ইনি জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করে আমাকে আশীর্ব্বাদ করলেন ও বললেন "তোর কোলে বসে আমি ও তোর বাবা সাধন শেষ ও জ্ঞানলাভ করলাম। উনি পরমহংস হলেন ও আমি জ্ঞানলাভ করলাম। এবার তুই সত্বর সাধন শেষ করে জীবনমুক্ত হয়ে যা।"

৪ঠা জানুয়ারী ১৯৬৪, শনিবার ভোর চারটায় জাগিয়া দেখিলাম, আমার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, যেন মাথার খুলি ফেটে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে ও ব্রহ্মতালুতে একটি বড় সাদা পদ্ম ফুটে উঠছে। মহাগৌরী এখানে না থাকায় আমি বিছানায় চুপ করে পড়ে রহিলাম, উঠে বসে প্রাত্যহিক ব্রহ্মধ্যান করিতে পারিলাম না। রাত্রি তুইটা থেকে এই যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছিল ও ভোর ছয়টা পর্য্যন্ত চলিল। চারটা থেকে ছয়টা পর্য্যন্ত একটি স্বর্ণবর্ণ ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ মশারীর মধ্যে এসে শূন্যে বসে রহিলেন ও আমার মাথার দিকে নিরন্তর স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে আমার শিরঃপীড়া ক্রমশঃ কমিয়া গেল। এই জ্ঞানী পুরুষের সুদীর্ঘ শরীর, মাথায় শুভ্রকেশ ও মুখে জ্যোতিবিদ্যুৎ খেলিতেছিল। ইনি আমার পূর্বজন্মের গুরুদেব পরমানন্দগিরি।

১৩ই নভেম্বর ১৯৬৩, বুধবার ভোরে ধ্যানকালে দেখিলাম, একটি শ্যামবর্ণা সূক্ষ্মদেহী পাশ্চাত্য রমণী আসিয়া আমার শয্যার বাম দিকে দাঁড়াইলেন। কালচে রঙের লম্বা গাউন পরা ও মাথায় কালচে চওড়া সোলার Hat ও চোখে কালো চশমা। প্রায় আধঘণ্টা তিনি নম্রভাবে দাঁড়িয়ে রহিলেন ও কাতর নয়নে আমাকে কিছু বলিলেন। ইনি সন্তদাস্থ সম্বন্ধে ইংরাজী কবিতা পড়ে আমাকে শুনালেন। ইনি স্বর্গের তমোস্তরবাসী পাশ্চাত্য সাধিকা। খুব দানী ছিলেন। তিনি বললেন সন্তদাস্থর মত দয়ালু হয়ে আপনারা আমাকে উর্দ্ধগামী করে দিন। তাঁর নাম এইচ, পি, হেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫ই নভেম্বর ১৯৬৩, মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে মন্দিরের পশ্চিমবারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে বেলা ১টার সময় তন্দ্রিত নয়নে আমি দেখিলাম, একটি স্বর্ণবর্ণা দেবীমূর্ত্তি আসিয়া আমার শয্যায় বসিলেন ও দুইহাতে তিনটি পালঙ্ শাকের শীষ আমার সম্মুখে ধরিলেন, ও কিছু বলিলেন। সাদা শাড়ী পরা, মাথায় ঘোমটা, দীর্ঘকায়, সুপুষ্ট শরীর ও দুই হাতে সোনার বালা। প্রায় তিন মিনিট স্নেহভরে মৎসমীপে বসিয়া তিনি অন্তর্হিতা হইলেন। তাঁর পূর্ণমূর্ত্তি আমি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম। ইনি আমার মঙ্গলময়ী ইষ্টদেবী ও শীষযুক্ত পালঙ্ শাক সিদ্ধ করে উহার রস খেতে বললেন। তাহলে আমার বর্তমান কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীভূত হবে।

৩০শে অক্টোবর ১৯৬৩, বুধবার নৈশ আহারান্তে রাত্রি দশটায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে আমি বিশ্রাম করিতেছিলাম। তখন আমি তন্দ্রিত নয়নে দেখিলাম, একটি শ্যামবর্ণা দেবী মূর্ত্তি উত্তর দিক হইতে দ্রুতপদে আসিয়া আমার মশারিতে ঢুকিলেন এবং আমার বাম শিয়রে সুস্মিত বদনে দাঁড়িয়ে রইলেন।— সাদা শাড়ী পরা, মাথায় ঘোমটা, মধ্যম বয়স্কা, গৌরবর্ণা ও ঠোঁট দুটি কালো। ইনি আমার ইষ্টদেবী ব্রহ্মময়ী। তখন দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে যোগভ্রষ্ট করার জন্য নিত্য আসিয়া আমার ধ্যানভঙ্গ করিতেছিলেন। পাছে ইন্দ্রদেব আসিয়া আমার ধ্যানভঙ্গ করেন বা আমার অন্য অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হন, তাই মোক্ষদাত্রী দ্রুতপদে আসিয়া আমার শিয়রে দাঁড়াইলেন।

৯ই নভেম্বর ১৯৬৩, শনিবার রাত্রি ১২টায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে তন্দ্রিত নয়নে আমি দেখিলাম, আমার শয্যাস্থ তাকিয়ার উপরে দেওয়ালে ঠেস দিয়া একটি শ্যামবর্ণ প্রৌঢ় বয়স্ক স্থূলকায় সূক্ষ্মদেহী বসিয়া আছেন। তাঁর দুই পাটি শ্বেতবর্ণ দন্তপংক্তি দৃশ্যমান, মাথায় অল্প সাদা চুল ও সম্মুখে টাক, খালি গা ও স্নিগ্ধ দৃষ্টি। বহুক্ষণ তিনি প্রীতিভরে আমার দিকে তাকিয়ে রহিলেন ও তৎপরে চলে গেলেন। ইনি আমার ইহজন্মের পিতৃদেব। ইনি বললেন, "মহাগৌরীর কাকিমা তোর বড় দিদি ছিল। সে রাণাঘাটে আছে ও শীঘ্র তোর কাছে দীক্ষা নিতে আসবে।" বলা বাহুল্য, উক্ত মহিলা কয়েকদিনের মধ্যেই এখানে আসিলেন ও দীক্ষা নিলেন। মদীয় ইহজন্মের পিতৃদেব সূক্ষ্মদেহে ধর্মচক্রের মন্দিরে কঠোর সাধন করে বিদেহমুক্ত পরমহংস হয়েছেন, এবং আমার সঙ্গে ছায়ার মত থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ই মার্চ ১৯৬৪, শুক্রবার ভোর পাঁচটায় স্থানীয় দোকান হইতে এক কাপ গরম চা কোন সেবক আমাকে আনিয়া দিলেন। ঐ চা কল্কিদেবকে নিবেদন করার জন্য অদূরে শায়িতা মহাগৌরীকে আমি বলায়, মহারাজ মুচুকুন্দ আসিয়া কল্কির পাশে দাঁড়াইলেন এবং শুভ্রবর্ণ ডান হাত পাতিয়া গরম চা চাহিলেন। বলা বাহুল্য দণ্ডায়মান কল্কিদেবকেই ঐ চা নিবেদন করা হল। সকাল সাতটার কিঞ্চিৎ পূর্বে, মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় দক্ষিণ কোণে চেয়ারে বসিয়া আমি চা পান করিতে ছিলাম। তখন দেবপ্রিয় মুচুকুন্দ পুনরায় রাজবেশে আসিয়া আমার ডানদিকে দাঁড়াইলেন। প্রৌঢ় বয়স্ক, পূর্ণমূর্ত্তি, গায়ে স্বর্ণবর্ণ লম্বা কোট, মাথায় লম্বা কালো চুল ঘাড় পর্য্যন্ত দোদুল্যমান, বাম হাত বাম কোমরে ন্যস্ত ও ডান হাত সম্মুখে প্রসারিত। সম্প্রতি ভৈরবানন্দের সহিত আমার ভীষণ মনোমালিন্য চলছিল। তাই আমি অদূরে দণ্ডায়মান মহাগৌরীকে বলিলাম, ভৈরবানন্দ এখানে না এলে মুচুকুন্দ প্রভৃতি চলে যাবেন কি? তখন মুচুকুন্দ মহাগৌরীর দিকে সশ্রদ্ধ নয়নে তাকাইয়া সহাস্য বদনে ডান হাত নাড়িয়া বলিলেন,—না, না। প্রায় এক মিনিট থাকিয়া মুচুকুন্দ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

৭ই মার্চ্চ শনিবার ভোর পাঁচটায় এক কাপ গরম চা আসিলে আমি উহা কল্কিদেবকে নিবেদনান্তে পান করিলাম। অনন্তর এঁটো চায়ের কাপ হাতে ধরিয়া উহা দূরে রাখিয়া হাত ধোয়ার জন্য যাওয়ার উপক্রম করিতেছিলাম। তখন কল্কিদেব ডান হাত বাড়িয়ে আমার কাপ ধরে ধুয়ে দিতে চাহিলেন। নিবেদিত চায়ের কাপটি ধরে তিনি কিঞ্চিৎ পূর্বেই চা পান করেছিলেন। তৎপরে আমি স্বীয় শয্যায় মশারীর মধ্যে ব্রহ্মধ্যানে বসিলাম। তখন আমার ইষ্টদেবী শ্যামবর্ণ বৃহৎ মূর্তি ধরে সম্মুখে দাঁড়ালেন ও ডান হাত পেতে কিছু বললেন। অদূরে ধ্যানস্থা মহাগৌরীও ইষ্টকে দেখিলেন এবং তাঁর মুখের ফিস ফিস শব্দ শুনতে পেলেন। পুরা একঘণ্টা আমার সম্মুখে পূর্ববৎ থাকিয়া জগন্মাতা অন্তর্হিত হইলেন। বৈকাল পাঁচটায় এক তলার পশ্চিম বারান্দায় বসে আমি ও মহাগৌরী প্রমুখ চার পাঁচজন চা পান করিতেছিলাম। তখনও ইষ্টদেবী শ্যামবর্ণ বৃহৎকায় রুদ্রমূর্তি ধরে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন এবং পূর্ববৎ ডান হাত পাতিয়া কিছু চাহিলেন। আমরা যতক্ষণ চা পান করিলাম, ততক্ষণ তিনি জননীবৎ আমার কাছে রহিলেন। নৈশ ভোজনান্তে রাত্রি দশটায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় মশারির মধ্যে তাকিয়া ঠেস দিয়া গভীর অন্ধকারে আমি বসেছিলাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং অদূরে নিজ শয্যায় মহাগৌরী ধ্যানমগ্না ছিলেন। তখন আমি স্পষ্টভাবে দেখিলাম, শুভ্রবর্ণ মহাদেব দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর বারান্দায় সিদ্ধা সাধিকা মহাগৌরীর দিকে যাইতেছেন। শুভ্রবর্ণ জ্যোতিঃঘন শিবমূর্তির শিরোদেশে স্বর্ণবর্ণ জটাজাল প্রসারিত ছিল। এমন শুভ্র সুন্দর শিবমূর্তি আমি পূর্বে দেখি নাই। যেন তুষারধবল ব্রহ্মজ্যোতিঃ ঘনীভূত হয়ে এই মূর্তি ধরেছেন। বলা বাহুল্য মহাগৌরীও তাঁকে উক্ত মূর্তিতে দেখিলেন। শেষরাত্রে মহাগৌরী ধ্যানযোগে জানিলেন, কোন মুসলমান সিদ্ধযোগী আমার শরীরে প্রবেশ পূর্বক আমার প্রাণ নাশে উদ্যত হয়েছেন। গত বৎসর ঠিক এই সময়ে, শিবরাত্রির পূর্বে শ্রীচৈতন্য আমার শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক আমার প্রাণনাশে উদ্যত হয়েছিলেন। মহামায়া স্বয়ং তাঁহাকে আমার শরীর হইতে বাহির করিয়া সমুচিত শাস্তি দিয়াছিলেন। এই বৎসর পাছে উল্লিখিত শক্তিশালী সিদ্ধ যোগী আমার কোন অনিষ্ট করেন, তাই মহামায়া আমার সঙ্গে ছায়ার মত আছেন, ও আমাকে জননীবৎ রক্ষা করিতেছেন।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষার্দ্ধে আমি মেদিনীপুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম ও ২৫শে শনিবার ধর্মচক্রে ফিরিলাম। ইহুদি ধর্মের আদিগুরু এব্রাহাম মেদিনীপুর সহরে আমার সঙ্গ লইলেন, ও সম্ভবতঃ ফেব্রুয়ারী মাসে আমার শরীরে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধির ঘরে আশ্রয় লইলেন। মৎপ্রণীত প্রকাশমান ইংরাজী পুস্তকে মোজেসকে এবং যীশুখ্রীষ্টকে পঞ্চতত্ত্বসিদ্ধ বিদেহমুক্ত বলায় তিনি রুষ্ট হয়ে আমার প্রাণনাশে উদ্যত হয়েছেন। ৭ই মার্চ শনিবার রাত্রে মহাগৌরী শিবঠাকুরের নিকট ইহা অবগত হন ও ভৈরবানন্দ মাকড়দহে ইহা জানতে পেরে অমিতাভকে ধর্মচক্রে আমাকে এইকথা জানাতে বলেন। ৯ই মার্চ সোমবার সন্ধ্যায় শ্রীমান অমিতাভ এই সংবাদ আমাকে ও মহাগৌরীকে দিলেন। তখন আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেছিলাম। মহাগৌরী এব্রাহামের চেহারা দেখিতে চাহিলে এব্রাহাম আমার চেয়ারের পশ্চাতে আবির্ভূত হলেন।—দীর্ঘকায়, শুভ্রবর্ণ, সুপুরুষ, মাথায় লম্বা চুল ও গোলাপী ওড়না, সাদা আল্‌খাল্লায় গলা থেকে পা পর্য্যন্ত ঢাকা, মুখে লম্বা দাড়ি, গলায় খয়েরা রঙের জপমালা। তিনি মহাগৌরীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে রহিলেন। পুরাতন বাইবেলে এব্রাহামের এইরূপ বর্ণনা প্রদত্ত। আমাদের মধ্যে আলোচনা উঠিল, ইহুদি ধর্মের আচার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোজেস এব্রাহামের ভক্ত কিনা। আমি বলিলাম, হাঁ। তখন এব্রাহাম ঈষৎ ঘাড় নিচু করে আমার কথা সমর্থন করলেন ও কিঞ্চিৎ পরে হঠাৎ অন্তর্হিত হলেন। অনন্তর তাঁর স্থানে সুপুরুষ মোজেসকে দেখা গেল। নাভিদীর্ঘ, মাথা পর্য্যন্ত উঁচু লম্বা লাঠি হাতে, মুখে লম্বা কাল দাড়ি ও গোঁফ, গৌরবর্ণ ও মাথায় সাদা কাপড় বাঁধা। তিনি দক্ষিণ দিকে চেয়েছিলেন, ও কিছুক্ষণ পরে চলে গেলেন। বিদেহমুক্ত মোজেস মিশরের ফারাও এর কাছে গিয়ে, তার সম্মুখে নিজ হাতের লাঠি ছুঁড়ে ঐ লাঠিকে দীর্ঘ সর্পে পরিণত করেছিলেন। পঞ্চতত্ত্বসিদ্ধ হওয়ায় তিনি অলৌকিক যোগশক্তি প্রদর্শনে সমর্থ ছিলেন। ১০ই মার্চ ১৯৬৪, মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর মহাগৌরী মন্দিরে ধুপদীপ জ্বালিয়া মন্দিরস্থ দেবগণ ও এব্রাহামের উদ্দেশে কয়েকটি মোমবাতি জ্বালিলেন। রাত্রি আটটায় তিনি সহস্তে সুজির পায়স রন্ধন করে মন্দিরে এনে শিব ঠাকুরকে নিবেদন পূর্বক প্রার্থনা করিলেন, "হে মহাদেব, আপনি নিবেদিত পায়স গ্রহণ করুণ এবং মন্দিরস্থ দেবগণকে ও এব্রাহামকে দিন"। শিবের আহ্বানে এব্রাহাম মন্দিরে আবির্ভূত হলেন এবং শিব, কালী, কল্কি, গৌরী, গোপাল প্রমুখ দেবগণ ও ব্যস, কশ্যপাদি ঋষিবৃন্দের সমীপে দাঁড়ালেন। তিনি শিবাদি দেবগণকে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন, ও শিব তাঁকে পায়স প্রসাদ দিলেন। তিনি প্রসাদ গ্রহণান্তে আমাকে এই ভেল্কী দেখালেন। তিনি আমাকে একটি সূক্ষ্ম কাল বড় গাছ দেখালেন। এই গাছ পত্রহীন ও উহার দুই শাখা দুই দিকে বিস্তারিত। তিনি ঐ গাছ আমাকে দেখিয়ে ইঙ্গিত করিলেন, তোমাকে গাছ করে দিতে পারি। তখন শিবঠাকুর তাঁর দিকে বড় চোখ করে চাওয়ায় তিনি উক্ত ভেল্কী বন্ধ করিলেন ও হঠাৎ অন্তর্হিত হলেন। পূর্ব সন্ধ্যায় তিনি যে মূর্তি ধরে এসেছিলেন, অদ্য রাত্রে মন্দিরের মধ্যে তাঁহার সেই মূর্তিই দেখা গেল। তিনি পঞ্চতত্ত্বসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানী ও অলৌকিক যোগশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ।

১১ই মার্চ বুধবার গঙ্গাস্নানান্তে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন পূর্বক বেলা ১টায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে আমি বিশ্রাম করিতেছিলাম। তখন আমি তন্দ্রিত নয়নে দেখিলাম, একটি শ্যামবর্ণ খর্বকায় পুরুষ দেবতা ছুটে এসে আমার বুকের উপর দাঁড়ালেন, ও আমার দিকে পিছন ফিরে এব্রাহামকে আক্রমণ করিলেন এবং সহস্তস্থিত কুঠারাঘাতে তাঁহার কোমর কাটিয়া ফেলিলেন। তখন এব্রাহামের উর্দ্ধাংশ ঝুলিয়া পড়িল। আমার ডাকে মহাগৌরী উপরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এলেন ও ঐ পুরুষদেবতা ও তৎকর্তৃক নিহত এব্রাহামকে দেখিলেন। আমি তন্দ্রিত হওয়ায় এব্রাহাম আমার শরীরের বাহিরে এসেছিলেন। তখন তিনি স্বয়ং শিব কতৃক ছদ্মবেশে আক্রান্ত ও বিনষ্ট হইলেন।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে ধর্মচক্রের মন্দিরে যে নামকীর্ত্তন করতাল বাজাইয়া আমি করে থাকি, তাহা উল্লেখপূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উপসংহার করিলাম।

শিব কালী বিষ্ণু কল্কি শ্যাম
গণপতি সূর্য্য সীতারাম ॥

॥ সমাপ্ত ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনুদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় ষট্‌ক সম্বন্ধে কলিকাতার বিখ্যাত ধর্মীয় মাসিক 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ১৩৭০ কার্তিক সংখ্যায়, নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশিত।—

"আলোচ্য গ্রন্থখানিতে গীতার শেষ ছয়টি অধ্যায় স্থান পাইয়াছে। ইহাতে প্রথম ও দ্বিতীয় ষট্‌কের ন্যায় মূলশ্লোক, অন্বয় ও অনুবাদ, এবং শ্রীধরস্বামী কৃত সুবোধিনী টীকা ও উহার আক্ষরিক অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য, ও অন্যান্য টীকার বহু উদ্ধৃতি যথাস্থানে সন্নিবেশিত। পরিশিষ্টে শব্দকোষ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ ও মহানারায়ণ উপনিষদের ভূমিকা, এবং তত্ত্বানুসন্ধান ও স্বারাজ্যসিদ্ধির ভূমিকা সংযোজিত। তিনটি খণ্ডে তিনটি ষট্‌ক প্রকাশিত হইয়া গীতাগ্রন্থের শ্রীধরস্বামী রচিত সানুবাদ 'সুবোধিনী টীকা' সমাপ্ত হইল। ইহাদ্বারা বঙ্গভাষাভাষী পাঠকগণের একটি বহুদিনের অভাব দূরীভূত হইল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED ....
BANARAS

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত গ্রন্থমালা

১। কল্কি গীতা—২॥০ ২। দিব্যদৃষ্টি বা স্বর্গরেণু—৬৲

৩। পরমার্থ প্রদীপিকা (প্রকাশমান)

৪। Kalki Comes in 1985—৫৲

৫। কল্কির আসন্ন আবির্ভাব ও কতিপয় দিব্যদর্শন—১৲

৬। প্রণব-হরণ—॥৴০ (স্বামী ভৈরবানন্দ প্রণীত)

৭। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা—শ্রীধর স্বামীকৃত সমগ্র টীকা ও উহার আক্ষরিক অনুবাদ সহ। ১ম ষট্‌ক—৫৲, ২য় ষট্‌ক—৫৲ ও ৩য় ষট্‌ক—৫৲

৮। যোগ—১॥০ ৯। বেদান্ত—২৲

১০। উপনিষৎ ১ম খণ্ড—২৲, ২য় খণ্ড—২৸০

১১। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা (৮ম সং)—২৲

১২। শ্রীশ্রীচণ্ডী (৯ম সং)—২৲ ১৩। গীতার আলো—১॥০

১৪। কিশোর চণ্ডী—১৲ ১৫। কিশোর গীতা—১॥০

১৬। বিনা চশমায় ক্ষীণদৃষ্টির প্রতিকার (২য় সং)—১॥০

১৭। সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম, ১ম খণ্ড (আসন)—২।০, (২য় খণ্ড)—২৲

১৮। অমর ভারত—২॥০ ১৯। শ্রীগুরু প্রসঙ্গ—৩৲

২০। দেশেবিদেশের মহামানব—৩৲ ২১। ঋষি লাউৎজে—২৲

২২। মহামায়া—১॥০ ২৩। যুগবাণী—॥০, ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi